Contents

মাসিক

আত-তাহরীক

ধর্ম, সমাজ ও সাহিত্য বিষয়ক গবেষণা পত্রিকা

৫ম বর্ষ ৯ম সংখ্যা
জুন ২০০২

প্রকাশক ঃ

হাদীছ ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ

কাজলা, রাজশাহী।

ফোন ও ফ্যাক্সঃ (অনুঃ) ০৭২১-৭৬০৫২৫, ফোনঃ (অনুঃ) ৭৬১৩৭৮, ৭৬১৭৪১

মুদ্রণে ঃ দি বেঙ্গল প্রেস, রাণীবাজার, রাজশাহী, ফোনঃ ৭৭৪৬১২।

رب زدني علما

مجلة "التحريك" الشهرية علمية أدبية و دينية

جلد: ٥ عدد: ٩، ربيع الأول و الثاني ١٤٢٣هـ/يونيو ٢٠٠٢م

رئيس التحرير: د. محمد أسد الله الغالب

تصدرها حديث فاؤنديشن بنغلاديش

প্রচ্ছদ পরিচিত ঃ তাওহীদ ট্রাষ্ট (রেজিঃ)-এর সৌজন্যে ১৯৯৪ সালে প্রতিষ্ঠিত নন্দলালপুর আহলেহাদীছ জামে মসজিদ, পোস্ট-চড়াইকোল, জেলা - কুষ্টিয়া।

Mothly **AT-TAHREEK** an extra-Ordinary Islamic research Journal of Bangladesh directed to Salafi Path based on pure Tawheed and Sahih Sunnah. Enriched with valuable writings of renowned Columnists and writes of home and abroad, aiming at establishing a pure islamic society in Banladesh. Some of regular columns of the Journal are: 1. Dars-i- Quran 2. Dars-i- Hadees 3. Research Articles. 4. Lives of Sahaba & Pioneers of Islam 5. Wonder of Science 6. Health & Medicine 7. News : Home & Abroad & Muslim world. 8. Pages for Women 9. Children 10. Poetry 11. Fatawa etc.

বিজ্ঞাপনের হার

শেষ প্রচ্ছদ	ঃ	৪০০০/-
দ্বিতীয় প্রচ্ছদ	ঃ	৩৫০০/-
তৃতীয় প্রচ্ছদ	ঃ	৩০০০/-
সাধারণ পূর্ণ পৃষ্ঠা	ঃ	২০০০/-
সাধারণ অর্ধ পৃষ্ঠা	ঃ	১২০০/-
সাধারণ সিকি পৃষ্ঠা	ঃ	৭০০/-
সাধারণ অর্ধ সিকি পৃষ্ঠা	ঃ	৩৫০/-

● স্থায়ী, বার্ষিক ও নিয়মিত (ন্যূনপক্ষে ৩ সংখ্যা) বিজ্ঞাপনের ক্ষেত্রে বিশেষ কমিশনের ব্যবস্থা আছে।

বার্ষিক গ্রাহক চাঁদার হার ঃ

দেশের নাম	রেজিঃ ডাক	সাধারণ ডাক
বাংলাদেশ	১৫৫/= (ষান্মাষিক ৮০/=)	===
এশিয়া মহাদেশ ঃ	৬০০/=	৫৩০/=
ভারত, নেপাল ও ভুটান ঃ	৪১০/=	৩৪০/=
পাকিস্তান ঃ	৫৪০/=	৪৭০/-
ইউরোপ, অষ্ট্রেলিয়া ও আফ্রিকা মহাদেশ	৭৪০/=	৬৭০/=
আমেরিকা মহাদেশ ঃ	৮৭০/=	৮০০/=

ডি, পি, পি যোগে পত্রিকা নিতে চাইলে ৫০% টাকা অগ্রিম পাঠাতে হবে।

বছরের যে কোন সময় গ্রাহক হওয়া যায়।

ড্রাফট বা চেক পাঠানোর জন্য একাউন্ট নম্বর ঃ মাসিক আত-তাহরীক এস, এন, ডি - ১১৫, আল-আরাফাহ ইসলামী ব্যাংক, সাহেব বাজার শাখা, রাজশাহী, বাংলাদেশ। ফোনঃ ৭৭৫১৬১, ৭৭৫১৭১।

Monthly **AT-TAHRAEEK**

Cheif Editor : Dr. Muhammad Asadullah Al- Ghalib.

Editor : Muhammad Sakawat Hossain.

Published by : Hadees Foundation Bangladesh.

Kajla, Rajshahi, Bangladesh.

Yearly subscription at home Regd. Post. Tk. 155/00 & Tk. 80/00 for six months.

Mailing Address : Editor, Monthly AT-TAHREEK

NAWDAPARA MADRASAH (Air port Road) P.O. SAPURA, RAJSHAHI.

Ph & Fax : (0721) 760525, Ph : (0721) 761378

Contents

মাসিক

بسم الله الرحمن الرحيم

আত-তাহরীক

مجلة "التحريك" الشهرية علمية أدبية و دينية

ধর্ম, সমাজ ও সাহিত্য বিষয়ক গবেষণা পত্রিকা

রেজিঃ নং রাজ ১৬৪

৫ম বর্ষঃ	৯ম সংখ্যা
রবীঃ আউয়াল-রবীঃ ছানী	১৪২৩ হিঃ
জ্যৈষ্ঠ - আষাঢ়	১৪০৯ বাং
জুন	২০০২ ইং

সম্পাদক মণ্ডলীর সভাপতি
ডঃ মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব

সম্পাদক
মুহাম্মাদ সাখাওয়াত হোসাইন

সার্কুলেশন ম্যানেজার
আবুল কালাম মুহাম্মাদ সাইফুর রহমান

বিজ্ঞাপন ম্যানেজার
শামসুল আলম

কম্পোজঃ হাদীছ ফাউণ্ডেশন কম্পিউটার্স

যোগাযোগঃ
নির্বাহী সম্পাদক, মাসিক আত-তাহরীক
নওদাপাড়া মাদরাসা (বিমান বন্দর রোড),
পোঃ সপুরা, রাজশাহী।
মাদরাসা ফোনঃ (০৭২১) ৭৬১৩৭৮; সার্কুঃ ম্যানেজার মোবাইলঃ ০১৭-৯৪৪৯১১; কেন্দ্রীয় 'যুবসংঘ' অফিস ফোনঃ ৭৬১৭৪১।

সম্পাদক মণ্ডলীর সভাপতি
ফোন ও ফ্যাক্সঃ (বাসা) ৭৬০৫২৫।

ঢাকাঃ
তাওহীদ ট্রাষ্ট অফিস ফোন ও ফ্যাক্সঃ ৮৯১৬৭৯২।
'আন্দোলন' ও 'যুবসংঘ' অফিস ফোনঃ ৯৫৬৮২৮৯।

হাদিয়াঃ ১০ টাকা মাত্র।

হাদীছ ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ
কাজলা, রাজশাহী কর্তৃক প্রকাশিত এবং
দি বেঙ্গল প্রেস, রাণীবাজার, রাজশাহী হ'তে মুদ্রিত।

সূচীপত্র

- **সম্পাদকীয়** ০২
- **প্রবন্ধঃ**
  - হাদীছ কি ও কেন? (শেষ কিস্তি) ০৩
    - মুহাম্মাদ হারূন আযীযী নদভী
  - ইসলাম সমর্থিত কয়েকটি স্বভাবজাত অধিকার (শেষ কিস্তি) *- মুহাম্মাদ রশীদ* ০৫
  - ফিকহ শাস্ত্র ও আধুনিক দৃষ্টিভঙ্গি ০৮
    - অনুবাদঃ মুহাম্মাদ শামসুযযোহা
  - মৌমাছি ও মধুঃ ইসলাম ও বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিকোণ ১১
    (পূর্ব প্রকাশিতের পর) - ইমামুদ্দীন বিন আবদুল বাছীর
  - বৈবাহিক পদ্ধতিঃ আধুনিক ও ইসলামিক দৃষ্টিকোণে ১৪
    - মুহাম্মাদ আমীরুল হক
  - মুছল্লীদের জন্য সতর্কবাণী ২০
    - অনুবাদঃ শায়খ আব্দুছ ছামাদ সালাফী
  - কতিপয় শিরকী আমল ২১
    - আহমাদ আবদুল লতীফ নাছীর
- **সাময়িক প্রসঙ্গ ঃ** ২২
  - সামাজিক অস্থিরতা ও প্রতিকার
    -শহীদুল মুলক
- **নবীনদের পাতাঃ** ২৪
  - বস্তা পচা সংস্কৃতির কবলে বনী আদম
    - মুহাম্মাদ হাশেম
- **গল্পের মাধ্যমে জ্ঞানঃ** ২৯
  - দ্বীনি শিক্ষা বনাম আধুনিক শিক্ষা
    - মুহাম্মাদ আতাউর রহমান
- **চিকিৎসা জগৎঃ** ৩০
  - চোখ ওঠা
- **ক্ষেত-খামারঃ** ৩১
  - বাসার ছাদে ও বারান্দায় শাক-সবজির চাষ
- **কবিতা** ৩২
- **সোনামণিদের পাতা** ৩৩
- **স্বদেশ-বিদেশ** ৩৬
- **মুসলিম জাহান** ৪১
- **বিজ্ঞান ও বিস্ময়** ৪৩
- **জনমত কলাম** ৪৪
- **সংগঠন সংবাদ** ৪৫
- **প্রশ্নোত্তর** ৪৮

বিসমিল্লা-হির রহমা-নির রহীম

সম্পাদকীয়

বিব্রত সরকার বিব্রত আমরা

দুই-তৃতীয়াংশের অধিক সংসদ সদস্যের সমর্থনে ধন্য দেশের ইতিহাসে সর্বাধিক শক্তিশালী গণতান্ত্রিক সরকার বিগত ৭ মাসে তাদের প্রধান দু'টি ওয়াদা পূরণে ব্যর্থ হয়ে এখন চরম বিব্রতকর অবস্থায় পতিত হয়েছে। তাদের প্রধান দু'টি অঙ্গীকার ছিল সন্ত্রাস দমন ও দুর্নীতির উচ্ছেদ। কিন্তু ক্ষমতায় আরোহণের মধুচন্দ্রিমার ঘোর কাটতে না কাটতেই জনগণের মাঝে হতাশা দেখা দিয়েছে। ক্রমেই ক্ষোভ দানা বাঁধছে সকল মহলে। এমনকি জোট সরকারের নেতৃবৃন্দের মধ্যেও ক্ষুব্ধ প্রতিক্রিয়া দেখা দিচ্ছে। বিব্রত বোধ করছেন স্বয়ং প্রধানমন্ত্রী। এক্ষণে প্রশ্নঃ অসহায় জনগণ তাহ'লে যাবে কোথায়? তাদের প্রতিক্রিয়া প্রকাশের একমাত্র কার্যকর মাধ্যম ভোটাধিকার তারা প্রয়োগ করেছে গত ১লা অক্টোবর। নীরব এক ব্যালট বিপ্লবের মাধ্যমে তারা বড় আশা নিয়ে বর্তমান জোট সরকারকে ক্ষমতায় আসতে সহায়তা করেছিল। ৫ বছরের মধ্যে তাদের আর ভদ্রভাবে কিছুই করার নেই। কিন্তু হতাশায় বিদ্ধ হ'লে ও দেওয়ালে পিঠ ঠেকে গেলে মানুষ দিগ্বিদিক জ্ঞানশূন্য হয়ে যা খুশী তাই করতে চেষ্টা করে। সমাজের অধিকাংশ লোক যখন অনুরূপ অবস্থায় উপনীত হবে, তখন সৃষ্টি হবে গণ অভ্যুত্থান। ফলে তখন সংখ্যাগুরু সরকার হৌক বা জোট সরকার হৌক কোন সরকারই আর টিকে থাকতে পারবে না। এর নযীর বাংলাদেশেই রয়েছে। অতএব সরকারে ও প্রশাসনে যারা আছেন, তাদের আলস্যে দিন কাটাবার অবকাশ নেই। তাদের অবশ্যই সমস্যার গভীরে যেতে হবে এবং শক্ত হাতে পরিস্থিতি মোকাবিলায় বাস্তব পদক্ষেপ নিতে হবে। দেশের বর্তমান অবস্থাকে '৭২-৭৫ সালের অরাজক অবস্থার সাথে অনেকে তুলনা করছেন। তখন শেখ মুজীব প্রায় ১০০% জনসমর্থন নিয়ে সরকারী ক্ষমতায় আসীন ছিলেন। সেই সাথে ছিল তার বিশাল ব্যক্তিত্ব, আন্তর্জাতিক পরিচিতি ও একচ্ছত্র শাসনের নিরংকুশ দলীয় ম্যাণ্ডেট। বর্তমান জোট সরকার সেদিক দিয়ে তুলনীয় না হ'লেও দুই-তৃতীয়াংশের অধিক সংখ্যাগরিষ্ঠতা থাকায় বিরোধী দলকে বাদ দিয়েই সংবিধান সংশোধনের মত নিরংকুশ ক্ষমতার অধিকারী। বর্তমান যুগে কোন গণতান্ত্রিক দেশে এই ধরনের সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ করাটাও কম ভাগ্যের ব্যাপার নয়। সরকার উক্ত ক্ষমতা প্রয়োগ করে দেশকে ইচ্ছামত পরিচালনা করতে পারে। অতএব বিরোধী দলকে তোয়াজ করার পিছনে সময় ব্যয় না করেও সন্ত্রাস ও দুর্নীতি দমনে তাঁদের কোন বাধা থাকার কথা নয়। কিন্তু বাস্তবে দেখা যাচ্ছে উল্টা। সন্ত্রাস বেড়ে চলেছে বাঁধভাঙ্গা জোয়ারের মত। সরকার পরিবর্তনের পরপরই চিহ্নিত সন্ত্রাসীরা কিছুদিন ঘাপটি মেরে ছিল। অথবা পার্শ্ববর্তী দেশে নিরাপদ আশ্রয়ে বিলাসভ্রমণে সময় কাটিয়েছিল। ইতিমধ্যেই তারা সবকিছু ম্যানেজ করে নিয়ে পুরোদমে তাদের অপকীর্তি শুরু করে দিয়েছে। রাজধানীর রাজপথে প্রকাশ্য দিনমানে কীলিং স্কোয়াড নিয়মিতভাবে মানুষ খুন করে চলেছে। বিগত সরকারের আমলে দেশে প্রতিদিন ১১ জন করে খুন হ'ত বলে একটি হিসাবে বলা হয়েছিল। বর্তমানে তেমন অবস্থায় উপনীত হ'তে চলেছে বলে বিশেষজ্ঞ মহলের ধারণা। ঢাকা এখন মৃত্যুপুরী। কিছুই আঁচ করার আগে সন্ত্রাসীর ব্রাশফায়ার যেকোন সময় নিরীহ মানুষের বক্ষ ঝাঝরা করে দেবে। স্কুলগামী সন্তান হাসতে হাসতে বাড়ী ফিরবে কি-না সেই আশংকায় বাপ-মায়ের আরাম হারাম হয়ে যায়। বন্ধুর হাতে বন্ধু খুন হওয়াটা এখন খুনের সহজ পদ্ধতি হিসাবে গণ্য হয়েছে। ৭ম শ্রেণীর বাচ্চা ছেলে শিহাবকে খুন করে টুকরা টুকরা করেছে তারই সমবয়সী বন্ধুরা অত্যন্ত ধীর মস্তিষ্কে। আশুলিয়ায় নৌকা ভ্রমণে ডেকে এনে হত্যা করে পানিতে ছুঁড়ে ফেলেছে বা গাযীপুর চিড়িয়াখানায় বেড়াতে এনে হত্যা করে ফেলে রেখে গেছে যারা, তারা সবাই সমবয়সী এবং ছোট থেকেই বিশ্বস্ত বন্ধু।

গত ৯ই মে ঢাকায় রাস্তার ধারে দাঁড়ানো পিতার কোলে থাকা বিশ মাসের কচি মেয়ে নওশীন সন্ত্রাসীর এলোপাতাড়ী গুলিতে নিহত হয়েছে। ১০ই মে শুক্রবার বেলা ১১-টায় মীরপুরের নব নির্বাচিত ওয়ার্ড কমিশনার তরুণ যুবক ছায়েদুর রহমান নিউটন নিহত হয়েছেন। রাজধানী সহ সারা দেশের বিবেকবান মানুষ স্তব্ধ হয়ে গিয়েছে। আরও বিস্মিত হয়ে গেছে সবাই কাঁটা ঘায়ে নূনের ছিটার মত স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর বক্তব্যে। তিনি নওশীনের পিতাকে সান্ত্বনা দিতে গিয়ে বলেছেন, ছবর করুন। আল্লাহ্‌র মাল আল্লায় নিয়া গ্যাছে। গুলিটা ভুলক্রমে বাচ্চার গায়ে লেগেছে'। এ সত্য কথাটি যে সন্তানহারা পিতার জন্য কত নির্মম তা কে না জানে? এতে সন্ত্রাসকে আরও উস্কে দেবে। স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী হবেন সন্ত্রাসীদের আযরাঈল স্বরূপ। আর তিনি যদি এভাবে ওয়ায শুনাতে থাকেন, তাহ'লে ওদের টুটি চেপে ধরবে কে? পিতার কোলে শিশু নওশীন হত্যা ফোরাত নদীর তীরে হোসায়েন কোলে শিশু আছগার হত্যার কথা স্মরণ করিয়ে দেয়। দেশ কি তবে কারবালা হ'তে চলেছে?

এছাড়াও ডবল মার্ডার, ট্রিপল মার্ডার, এইট মার্ডার, ধর্ষণ, গণধর্ষণ, অপহরণ, পত্র লিখে বা টেলিফোনে হুমকি দিয়ে চাঁদা আদায়, গৃহ নির্মান চাঁদা, ব্যবসা করার চাঁদা, জমি কেনার চাঁদা ইত্যাকার সন্ত্রাসী চাঁদাবাজির সাথে যোগ হয়েছে ফাইল চেপে রেখে বা আইনের ভয় দেখিয়ে সরকারী কর্মকর্তা-কর্মচারীদের চাঁদাবাজি, ঘুষ ও দুর্নীতির অপ্রতিরোধ প্রতিযোগিতা। সরকারী প্রশাসনযন্ত্র এখন শোষণযন্ত্রে পরিণত হয়েছে। সরকারী অফিসে ঘুষ ছাড়া কোন কাজ হয়, একথা হলফ করে বলা যাবে না। সর্বোচ্চ পদাধিকারী ও মহা সম্মানের আসনে উপবিষ্ট মন্ত্রীদের ব্যাপারেও নানা কথা শোনা যায়। দেশের গুণীজনদের চাইতে দলীয় ক্যাডার ছোকরাদের দেখলে তাদের মুখে বিরল হাসি ফুটে ওঠে। ইলেকশনের পূর্বে দেওয়া শোষণহীন সমাজ প্রতিষ্ঠার সেই গরম গরম বক্তৃতা সেক্রেটারিয়েটের এসি কক্ষে হিমশীতল হয়ে হারিয়ে গেছে। দেশ যেন চলছে নিতান্তই ভাগ্যের জোরে হাতে গণা কিছু সৎ মন্ত্রী, আমলা, কর্মকর্তা-কর্মচারী ও আইন শৃংখলা রক্ষাকারী বাহিনীর সদস্যদের সত্যিকারের ত্যাগে ও সাহসিকতায়। যদিও এসব লোকদের কোন মূল্যায়ণ সমাজে ও প্রশাসনে তেমন নেই বললেই চলে। সন্ত্রাস ও দুর্নীতির এই ব্যাপক উত্থান ও অপ্রতিহত গতিতে এগিয়ে যাবার পিছনে পর্যবেক্ষক মহল কয়েকটি কারণ চিহ্নিত করেছেন। (১) সরকারের ভিতরে গোষ্ঠীকেন্দ্রিক কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠার প্রবণতা (২) মন্ত্রী পরিষদের সদস্যদের মধ্যে সমন্বয়হীনতা। যেহেতু দু'জন বাদে সবাই একদলীয়, সেহেতু এমনটি হওয়া প্রত্যাশিত ছিল না (৩) প্রশাসনের সর্বত্র রাজনৈতিক ও মেধাগত যোগ্যতা বিবেচনা না করে অর্থের বিনিময়ে নিয়োগ-বদলীর ঘটনা। বলা চলে যে, এর মধ্যেই পতনের বীজ লুক্কায়িত রয়েছে। কারণ ঘুষ টাইমবোমার চাইতে ধ্বংসকারী (৪) সুবিধাবাদীদের বেপরোয়া তৎপরতা। তত্ত্বাবধায়ক সরকারের আমলে মন্ত্রণালয়ে তদ্বিরকারীদের টিকিটি দেখা যেত না। এখন তদ্বিরের অত্যাচারে মন্ত্রী, এমপি ও সচিবদের জীবন ওষ্ঠাগত। এতেই বুঝা যায় দেশে আইনের শাসনের নামে এখন দলনেতাদের শাসন চলছে। যা সুবিধাভোগীদেরকে উৎসাহিত করবে (৫) অনেকেই বর্তমান অবস্থার জন্য চিহ্নিত মহলের সুপরিকল্পিত অপতৎপরতার দিকে ইঙ্গিত করেছেন। বিষয়টি একেবারেই 'ওপেন সিক্রেট'। প্রশাসন ও সরকারী দলের নীতি নির্ধারকগণ তাদেরকে জানেন ও তাদের অপতৎপরতা ও কূটকৌশল সম্পর্কে পূর্ব থেকেই অবহিত। তবুও তাদেরকে এ সুযোগ তারা কেন দিচ্ছেন এটাই জনগণের প্রশ্ন (৬) সরকার সমর্থক নিবেদিতপ্রাণ পেশাজীবীদের প্রতি অবজ্ঞা ও নীতি-নির্ধারকদের গণ্ডিবদ্ধ কোটারী চিন্তা-ভাবনা (৭) ক্ষমতাসীন দলের প্রায় সর্বস্তরে অধিকাংশের মধ্যে রাতারাতি বিত্ত-বৈভবের মালিক হওয়ার প্রবল উচ্চাশা (৮) অপরিপক্কদের হাতে যরূরী ও গুরুত্বপূর্ণ সরকারী ফাইল সমূহ আটকে পড়ায় সিদ্ধান্ত দানে বিলম্ব হওয়া প্রভৃতি।

এ বিষয়ে আমাদের পরামর্শসমূহ নিম্নরূপঃ

(১) ৬০ সদস্যের বিশাল মন্ত্রীসভার আকৃতি ছোট করুন এবং দলের হৌক বা দলের বাইরের হৌক সত্যিকারের দেশপ্রেমিক, আল্লাহভীরু ও যোগ্য লোকগুলিকে বাছাই করে প্রশাসনের গুরুত্বপূর্ণ পদসমূহে দ্রুত নিয়োগ দান করতে হবে (২) ঘুষ, বখশিস ও পার্সেন্টেজ খাওয়ার বিরুদ্ধে স্তর নির্বিশেষে সকলের প্রতি কঠোর ও দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি নিশ্চিত করতে হবে (৩) একক ইসলামী শিক্ষা ও স্বাধীন বিচার ব্যবস্থা চালু করতে হবে (৪) সর্বোপরি দেশে ইসলামী শাসন ব্যবস্থা প্রবর্তনের জন্য কঠোর ও দ্রুত সিদ্ধান্ত নিয়ে এগিয়ে যেতে হবে। মনে রাখতে হবে, চিরকাল এই জোট সরকার ক্ষমতায় থাকবে না। অতএব বর্তমানের এই সুযোগকে কাজে লাগিয়ে যদি তারা সঠিক সিদ্ধান্ত নিতে পারেন, তাহ'লে তারা যেমন জনগণের নিঃস্বার্থ দো'আ পাবেন, তেমনি আল্লাহ্‌র রহমত লাভে ধন্য হবেন। আল্লাহ আমাদের সহায় হৌন- আমীন! (স.স.)।

হাদীছ কি ও কেন?

*মুহাম্মাদ হারূণ আযীযী নদভী**

(শেষ কিস্তি)

৭. খবরে ওয়াহেদও শরী'আতের দলীলঃ

যে হাদীছের বর্ণনাকারীদের সংখ্যা 'মুতাওয়াতির' হাদীছের বর্ণনাকারী অপেক্ষা কম হয়, তাকে 'আহাদ' বা 'খবরে ওয়াহেদ' বলা হয়। কেউ কেউ ধারণা পোষণ করেন যে, এরূপ হাদীছ শরী'আতে প্রমাণযোগ্য নয়। কিন্তু তাদের এ ধারণা সম্পূর্ণ ভ্রান্ত। আবার কেউ বলে থাকেন যে, আক্বীদার ব্যাপারে 'খবরে ওয়াহেদ' গ্রহণযোগ্য নয়, আমলের ব্যাপারে গ্রহণযোগ্য। এই ধারণাটিও ভুল। কারণ কুরআন ও সুন্নাহ্র অনেক দলীল দ্বারা এ কথা প্রমাণিত হয় যে, 'খবরে ওয়াহেদ' আক্বীদা ও আমল নির্বিশেষে সকল ক্ষেত্রে শরী'আতের দলীল। নিম্নে কয়েকটি দলীল পেশ করা হ'লঃ

(ক) আল্লাহ তা'আলা বলেন,

فَلَوْلاَ نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَآئِفَةٌ لِّيَتَفَقَّهُوْا فِى الدِّيْنِ وَ لِيُنْذِرُوْا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوْا اِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُوْنَ-

'প্রত্যেক দলের একটি অংশ কেন বের হ'ল না, যাতে দ্বীনের জ্ঞান লাভ করে এবং সংবাদ দান করে স্বজাতিকে, যখন তারা তাদের কাছে প্রত্যাবর্তন করবে, যেন তাঁরা বাঁচতে পারে' *(তওবা ১২২)*।

এখানে আল্লাহ পাক মুসলমানদের একটি 'দলকে জ্ঞান শিক্ষা করার প্রতি উদ্বুদ্ধ করেছেন এবং অর্জিত জ্ঞান যেন নিজের সম্প্রদায়কে শিক্ষা দেয় তারও তাকীদ দিয়েছেন। আরবী ভাষায় 'ত্বায়েফাহ' শব্দটি এক ও ততোধিক ব্যক্তির ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হয়। যদি 'খবরে ওয়াহেদ' আক্বীদা-আহকাম উভয় ক্ষেত্রে শরী'আতের দলীল না হ'ত, তাহ'লে আল্লাহ তা'আলা এক বা ততোধিক ব্যক্তিকে জ্ঞানার্জন এবং পরে তার তাবলীগের প্রতি উদ্বুদ্ধ করতেন না।

(খ) আল্লাহ তা'আলা বলেন,

يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا إِنْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوْا أَنْ تُصِيْبُوْا قَوْمًا بِجَهَالَةٍ-

'হে মুমিনগণ! যদি কোন পাপাচারী ব্যক্তি তোমাদের কাছে কোন সংবাদ আনয়ন করে, তবে তোমরা তা পরীক্ষা করে দেখবে, যাতে অজ্ঞতাবশতঃ কোন সম্প্রদায়ের ক্ষতিসাধনে প্রবৃত্ত না হও' *(হুজুরাত ৬)*। এ আয়াত দ্বারা বুঝা গেল যে, ফাসিক্ব ব্যক্তির খবর যাচাই-বাছাই ব্যতীত গ্রহণ করা যাবে না। কিন্তু যদি কোন 'আদেল' বা ন্যায়পরায়ণ ও সত্যবাদী ব্যক্তির খবর হয়, তখন কিন্তু গ্রহণ করতে হবে। সেখানে যাচাই-বাছাইয়ের অপেক্ষা করতে হবে না। ইমাম ইবনুল ক্বাইয়িম (রহঃ) বলেন, 'এর দ্বারা বুঝা যায় যে, 'খবরে ওয়াহেদ'কে গ্রহণ করতে হবে, যদিও তা নিশ্চিত ও অকাট্য হওয়াকে বুঝায় না'।[১]

(গ) হযরত মালেক ইবনু হুয়াইরিছ (রাঃ) বলেন, 'আমরা নবী করীম (ছাঃ)-এর কাছে আসলাম। আমরা তখন সমবয়সী যুবক ছিলাম। আমরা তাঁর কাছে প্রায় বিশ দিন কাটালাম। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) ছিলেন অত্যন্ত দয়ালু ও নম্র। তিনি যখন আঁচ করতে পারলেন যে, হয়ত আমরা নিজের পরিবারের প্রতি কিঞ্চিত আসক্ত হয়ে পড়েছি, তখন আমাদেরকে জিজ্ঞেস করলেন যে, বাড়ীতে কাদের ছেড়ে এসেছি? আমরা তাঁকে অবগত করলে তিনি আমাদেরকে আদেশ দিলেন, 'তোমরা তোমাদের পরিবারের কাছে ফিরে যাও এবং তথায় অবস্থান কর। তাদেরকে দ্বীন শিক্ষা দান কর এবং ভাল কাজের উপদেশ দাও। আর আমাকে যেভাবে ছালাত আদায় করতে দেখেছ, তোমরা ঠিক সেভাবেই ছালাত আদায় কর'।[২] এ হাদীছে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) প্রত্যেকটি যুবককে তাদের পরিবারে দ্বীনের তাবলীগ করার আদেশ দিলেন। যদি 'খবরে ওয়াহেদ' শরী'আতের দলীল না হ'ত, তাহ'লে উক্ত হাদীছের কোন অর্থ হ'ত না।

(ঘ) হযরত আনাস ইবনু মালেক (রাঃ) বলেন, 'ইয়েমেনবাসী কিছু লোক রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর কাছে আসলেন এবং বললেন, 'আমাদের সাথে এমন এক ব্যক্তিকে পাঠান, যিনি আমাদেরকে ইসলাম ও সুন্নাহ শিক্ষা দিবেন'। তখন তিনি আবূ উবায়দা (রাঃ)-কে ধরে বললেন, 'ইনি এই উম্মতের আমানতদার'।[৩]

যদি 'খবরে ওয়াহেদ' দলীল না হ'ত, তাহ'লে শুধু হযরত আবূ উবায়দা (রাঃ)-কে মু'আল্লিম (শিক্ষক) হিসাবে পাঠাতেন না।

(ঙ) হযরত আবদুল্লাহ ইবনু ওমর (রাঃ) বলেন, 'মানুষ কুবা মসজিদে ফজরের ছালাত আদায় করছিলেন, তখন এক লোক এসে বলল, রাত্রে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর উপর কুরআন নাযিল করা হয়েছে। তিনি ক্বিবলা বানাতে বলেছেন কা'বা শরীফকে। সুতরাং কা'বা শরীফকে সামনে করেই ছালাত আদায় কর। তাঁদের চেহারা তখন ছিল শাম তথা সিরিয়ার দিকে। তাঁরা কা'বা শরীফের দিকে ঘুরে গেলেন'।[৪]

এ হাদীছ একথাই প্রমাণ করে যে, ছাহাবীগণ নির্দ্বিধায় 'খবরে ওয়াহেদ'কে গ্রহণ করেছেন।

এছাড়া রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন ছাহাবী আলী (রাঃ), মু'আয (রাঃ), আবূ মূসা (রাঃ) ও অন্যান্যদেরকে বিভিন্ন স্থানে শিক্ষা দেয়ার জন্য পাঠিয়েছেন। সেসব হাদীছও

* *খত্বীব, আলী মসজিদ, বাহরাইন।*

১. *ই'লামুল মুওয়াক্কিঈন ২/৩৯৪; আল-হাদীছু হুজ্জাতুন, পৃঃ ৫০।*
২. *বুখারী হা/৬৩১।*
৩. *মুসলিম শরীফ, 'ফাযায়েলে ছাহাবা' অধ্যায় হা/২৪১৯।*
৪. *বুখারী হা/৪০৩; মুসলিম হা/৫২৬।*

বাস্তবে 'খবরে ওয়াহেদ', যা শরী'আতে দলীল ও গ্রহণযোগ্য হওয়ার প্রমাণ। আর কুরআন মজীদ যে আল্লাহ্র পক্ষ থেকে অবতীর্ণ একটি নির্ভুল ও সত্য হেদায়াত গ্রন্থ, তাও তো আমাদেরকে শুধুমাত্র একজন বিশ্বস্ত ও সত্যবাদী ব্যক্তি অর্থাৎ মুহাম্মাদ রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন।

(চ) হযরত আনাস (রাঃ) বলেছেন, একদিন আমি আবূ ত্বালহার বাড়িতে লোকদেরকে শরাব পান করাচ্ছিলাম। তখনকার যুগে লোকেরা 'ফাদীখ' (খেজুর থেকে নিংড়ানো এক জাতীয় উত্তম পানীয়, আগুন বিনে তৈরীকৃত) শরাব ব্যবহার করত। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এক ব্যক্তিকে ঘোষণা করার আদেশ দিলেন যে, সাবধান! শরাব (মদ) হারাম করা হয়েছে। তখন আবূ ত্বালহা আমাকে বললেন, বাইরে যাও এবং সব শরাব ঢেলে ফেল। আমি বাইরে গেলাম এবং সব শরাব ঢেলে ফেললাম। আনাস (রাঃ) বলেন, সেদিন মদীনার অলি-গলিতে শরাবের প্লাবন বয়ে গিয়েছিল'।[৫]

অন্য এক বর্ণনায় আছে যে, লোকেরা হযরত আনাস (রাঃ)-কে জিজ্ঞেস করলে তিনি বললেন, (খেজুরের তৈরী মদ) যাকে তোমরা 'ফাদীখ' বল, এছাড়া অন্য কোন মদ আমাদের কাছে ছিল না। আমি আবূ ত্বালহা ও আরো অনেককে এই 'ফাদীখ' পান করাচ্ছিলাম। ইতিমধ্যে এক ব্যক্তি এসে বলল, আপনারা খবর জানেন না? সবাই প্রশ্ন করল, কি খবর? লোকটি বলল, মদ হারাম করা হয়েছে। তখন সবাই বলে উঠল, হে আনাস! মদের এই বড় বড় মটকাগুলি থেকে মদ ঢেলে ফেলে দাও। আনাস (রাঃ) বলেন, লোকটির মুখে খবর জানার পর কেউ পুনরায় কিছু জানতে চায়নি বা বিরোধিতাও করেনি'।[৬] এ হাদীছও একথাই প্রমাণ করে যে, ছাহাবীগণ 'খবরে ওয়াহেদ'কে নির্দ্বিধায় গ্রহণ করতেন এবং শরী'আতের দলীলরূপে গণ্য করতেন।

৮. ছহীহ ও হাসান হাদীছই অনুসরণীয়ঃ

হাদীছের গুরুত্ব, মর্যাদা ও প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে এতক্ষণ যা আলোচিত হ'ল, তার সম্পর্ক গ্রহণযোগ্য হাদীছ তথা ছহীহ ও হাসানের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। হাদীছ বিশারদগণ সাধারণত হাদীছকে তিন ভাগে বিভক্ত করে থাকেন। যথাঃ ছহীহ, হাসান ও যঈফ। এগুলির প্রত্যেকটির অনেক স্তর আছে। ছহীহ ও হাসান তাদের সমূহ স্তরসহ গ্রহণযোগ্য। আর যঈফ হাদীছ অগ্রহণযোগ্য। যঈফ হাদীছ আক্বীদা, বিশ্বাস এবং শরী'আতের বিধিবিধানের ক্ষেত্রে যে গ্রহণযোগ্য হবে না তাতে হাদীছ বিশারদগণ একমত।[৭] আল্লামা শায়খ নাছিরুদ্দীন আলবানী (রহঃ) বলেন, 'আমরা সারা বিশ্বের মুসলিম ভাইদেরকে নছীহত করি, যেন তারা যঈফ হাদীছ সম্পূর্ণই ছেড়ে দেন এবং নবী করীম (ছাঃ) থেকে প্রমাণিত ছহীহ হাদীছ অনুযায়ী আমল করার হিম্মৎ ও সাহস যোগান। কেননা ছহীহ হাদীছে যা আছে, তা আমাদের জন্য যঈফ অপেক্ষা যথেষ্ট। আর এতেই রয়েছে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর নামে মিথ্যা বলায় পতিত হওয়া থেকে মুক্তি। কারণ আমরা অভিজ্ঞতার মাধ্যমে জানতে পেরেছি যে, যারাই একথা না মেনে যঈফ হাদীছ মতে আমল করেছেন। তারা অনেক সময় মিথ্যা বানোয়াট ও জাল হাদীছে পতিত হয়েছেন। আর রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, 'কোন ব্যক্তি মিথ্যুক হওয়ার জন্য এতটুকুই যথেষ্ট যে, সে যা শুনবে তাই মানুষের কাছে বলে দিবে' (মুসলিম)। শায়খ আলবানী বলেন, এর উপর ভিত্তি করে আমি বলব যে, মানুষ পথভ্রষ্ট হওয়ার জন্য এতটুকুই যথেষ্ট যে, সে যা শুনবে তাই আমলে পরিণত করবে'।[৮]

উপরের আলোচনা দ্বারা বুঝা গেল যে, যেকোন বই-পুস্তকে হাদীছ বলে বর্ণিত যেকোন কথাকে গ্রহণ করা যাবে না। বরং যাচাই-বাছাই করে দেখতে হবে। যদি তা ছহীহ ও হাসান হয়, তাহ'লে গ্রহণযোগ্য হবে। আর যদি যঈফ বা মওযূ' হয়, তা পরিত্যক্ত হবে। মুসলমানদের কাছে বর্তমানে লিপিবদ্ধাকারে হাদীছের যে সকল ভাণ্ডার রয়েছে, তা থেকে শুধু বুখারী ও মুসলিম ব্যতীত অন্য যেকোন কিতাবের হাদীছ বর্ণনা করতে গেলে, প্রথমে হাদীছটি ছহীহ বা হাসান কি-না তা যাচাই না করে বলা ঠিক হবে না। প্রসিদ্ধ ছয় কিতাবের মধ্যে বাকী চার কিতাব যথাঃ তিরমিযী, আবূদাঊদ, নাসাঈ ও ইবনু মাজাহ-এর অবস্থাও তাই। কারণ এ চার কিতাবের সকল হাদীছ ছহীহ ও হাসান নয়। বরং সেগুলিতে যঈফ ও মওযূ'ও রয়েছে অনেক। তবে এ চার কিতাবের বেশীর ভাগ হাদীছ ছহীহ। মুহাদ্দিছগণ যুগে যুগে এসব বর্ণনা করে গেছেন।

পরবর্তীতে বিশ্ববিখ্যাত মুহাদ্দিছ আল্লামা নাছিরুদ্দীন আলবানী (রহঃ) সব কিছুকে একত্রিত করে পূর্ণাঙ্গ একটি তাহকীক্ব ও পরিসংখ্যান পেশ করেছেন। সব কিতাব থেকে ছহীহ ও যঈফ পৃথক করে ফেলেছেন। তাঁর তাহক্বীক্ব মতে জামে' তিরমিযীতে ৮৩২ টি হাদীছ যঈফ, সুনানু আবূদাঊদ-এর ১১২৭টি হাদীছ যঈফ, সুনানু নাসাঈ-এর ৪৪৭ টি হাদীছ যঈফ এবং সুনানু ইবনু মাজাহ-এর ৯৪৮ টি হাদীছ যঈফ। এছাড়া প্রত্যেক কিতাবের বাকী হাদীছগুলি ছহীহ বা হাসান। এমনিভাবে 'আত-তারগীব ওয়াত-তারহীব' কিতাবের ২২৪৮ টি হাদীছ যঈফ ও ৩৭৭৫ টি হাদীছ ছহীহ। আল্লামা সুয়ূতী কৃত 'জামিউছ-ছাগীর' কিতাবের ৬৪৫২ টি হাদীছ যঈফ এবং ৮১৯৩ টি হাদীছ ছহীহ। আদাবুল মুফরাদ কিতাবের ২১৭টি হাদীছ যঈফ ও ৯৯৩ টি হাদীছ ছহীহ। মিশকাতুল মাছাবীহ-এর মূল ৬২৯৩ টি হাদীছের মধ্যে প্রায় ৬৭০ টি হাদীছ যঈফ। এমনিভাবে পরিসংখ্যান দিতে গেলে অনেক দেওয়া যায়। এখানে উদাহরণ স্বরূপ কয়েকটি মাত্র উল্লেখ করলাম। এতে বুঝা গেল যে, হাদীছ বললেই যে মানতে হবে তা নয়; বরং যতক্ষণ না যাচাই-বাছাই করে তার সত্যতা প্রমাণ হবে, ততক্ষণ তা মেনে নেওয়া ঠিক হবে না।

হযরত আবদুল্লাহ ইবনু আব্বাস (রাঃ) বলেন, 'এক সময়

৫. বুখারী হা/২৪৬৪; মুসলিম হা/১৯৮০।
৬. বুখারী হা/৪৬১৭; মুসলিম হা/১৯৮০।
৭. ইরাকী, শারহু আলফিয়াতিল হাদীছ, ২/২৯১; তাক্বরীব-নববী, পৃঃ ১৯৬; আল্লামা লক্ষ্ণৌবী, আল-আজবিবাতুল ফাযেলাহ, সম্পাদনা, শায়খ আবূ গুদ্দাহ, পৃঃ ৩৯।
৮. হুকমুল আমাল বিল্ হাদীছিছ যঈফ, পৃঃ ৪২।

আমরা 'ক্বালা রাসূলুল্লাহ' শুনলে সাথে সাথে আমাদের কান সেদিকে দৌড় দিত এবং আমরা তা অতি গুরুত্বের সাথে শুনতাম। কিন্তু যখন লোকেরা ভাল-খারাপ মিলিয়ে ফেলেছে, তখন থেকে আমরা শুধু সেই হাদীছই গ্রহণ করি, যা আমরা সত্য বলে জানি।[৯]

৯. হাদীছ অস্বীকারকারীর বিধানঃ

হাদীছের মান-মর্যাদা, গুরুত্ব-তাৎপর্য ও কুরআন বুঝা এবং শরী'আতের জন্য তার প্রয়োজনীয়তা সত্ত্বেও যারা হাদীছকে অস্বীকার করবে, তারা কাফির ও অমুসলিম বলে গণ্য হবে। কারণ হাদীছকে অস্বীকারের অর্থ হ'ল কুরআনকে অস্বীকার করা, আল্লাহ্র 'অহি'কে অস্বীকার করা, শরী'আত, দ্বীনকে এবং রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-কে অস্বীকার করা। এসবের পরেও কি কোন ব্যক্তি মুসলিম থাকে? কোন দিনও না। এজন্যই আলেমগণ শুরু থেকে আজ পর্যন্ত হাদীছ অস্বীকারকারীদেরকে ইসলাম বহির্ভূত তথা কাফির ঘোষণা দিয়েছেন।

আল্লামা জালালুদ্দীন সুয়ূতী (রহঃ) বলেন,

"فاعلموا رحمكم الله أن من أنكر كون حديث النبى صلى الله عليه وسلم قولاً كان أو فعلاً بشرطه المعروف فى الأصول حجة كفر وخرج عن دائرة الإسلام وحشر مع اليهود والنصارى، أو مع من شاء الله من فرق الكفرة-

'জেনে রাখুন! যে ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর কাওলী ও ফে'লী কোন হাদীছকে উছূলে হাদীছের শর্ত সাপেক্ষে হুজ্জত তথা শরী'আতের দলীল মনে না করবে, সে ব্যক্তি কাফির হয়ে যাবে এবং ইসলামের গণ্ডির বাহিরে চলে যাবে। তার হাশর হবে ইহুদী ও খ্রীষ্টানের সাথে অথবা কাফেরদের অন্যান্য দল যাদের সাথে আল্লাহ চান'।[১০]

এছাড়া ইমাম ইসহাক ইবনু রাহ্ওয়াই, ইমাম ইবনু হাযম ও ইমাম ইবনু কাছীর এবং অন্যান্য মুহাদ্দিছগণ স্ব স্ব গ্রন্থে হাদীছ অস্বীকারকারীদেরকে কাফির সাব্যস্থ করেছেন।

অতএব আসুন! আমরা সবাই মিলে পবিত্র কুরআন ও ছহীহ সুন্নাহ ভিত্তিক সমাজ গঠন করি। হাদীছ নিজে বুঝি ও অন্যকে বুঝাই। তাকে যথাযথ মর্যাদা দান করি। সঠিকভাবে হাদীছের প্রচার করি এবং ব্যক্তিগত, পারিবারিক, সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় জীবনে তার সঠিক বাস্তবায়নের চেষ্টা করি। এটাই আমাদের ঈমানের দাবী এবং এতেই রয়েছে আমাদের জন্য দুনিয়া ও আখেরাত উভয় জগতের কল্যাণ, মঙ্গল ও সফলতা। আল্লাহ আমাদের সবাইকে ছহীহ ও হাসান হাদীছ অনুযায়ী আমল করে ইহকালীন কল্যাণ ও পরকালীন মুক্তি লাভের তাওফীক্ব দান করুন। আমীন!

৯. *মুক্বাদ্দামা মুসলিম, পৃঃ ২৪।* ১০. *মিফতাহুল জান্নাহ, পৃঃ ৫।*

ইসলাম সমর্থিত কয়েকটি স্বভাবজাত অধিকার

*মূলঃ মুহাম্মাদ বিন ছালেহ আল-উছাইমীন**

*অনুবাদঃ মুহাম্মাদ রশীদ***

(শেষ কিস্তি)

(৮) প্রতিবেশীর হক্বঃ

বাসস্থানের দিক দিয়ে যে নিকটবর্তী তাকে প্রতিবেশী বলা হয়। প্রতিবেশীর বিরাট হক্ব রয়েছে। সে যদি বংশীয় দিক দিয়ে নিকটবর্তী হয় এবং মুসলমান হয়, তবে তার তিনটি হক্ব। যেমনঃ (১) প্রতিবেশীর হক্ব (২) আত্মীয়তার হক্ব ও (৩) ইসলামের হক্ব। সে যদি মুসলিম হয় কিন্তু নিকটাত্মীয় না হয়, তবে তার ২টি হক্ব (১) প্রতিবেশীর হক্ব ও (২) ইসলামের হক্ব। আর যদি সে আত্মীয় না হয় এবং অমুসলিম হয়, তবে তার শুধু একটি হক্ব। তা হচ্ছে, প্রতিবেশীর হক্ব।

আল্লাহ তা'আলা বলেন, 'পিতা-মাতা, আত্মীয়-স্বজন, ইয়াতীম-মিসকীন, নিকটবর্তী ও দূরবর্তী প্রতিবেশীর প্রতি সদ্ব্যবহার কর' *(নিসা ৩৬)*।

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, 'জিবরীল (আঃ) আমাকে প্রতিবেশী সম্পর্কে উপদেশ দিতে থাকেন, এমনকি আমি মনে করে নিয়েছিলাম যে, তিনি প্রতিবেশীকে উত্তরাধিকার বানিয়ে দিবেন'।[১]

প্রতিবেশীর হক্ব সমূহের অন্তর্ভুক্ত হচ্ছে যে, সে তার নিজ সাধ্যানুযায়ী সম্পদ দিয়ে, মর্যাদা দিয়ে ও উপকার করে প্রতিবেশীর সাথে সদ্ব্যবহার করবে। এজন্য রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, 'আল্লাহ্র নিকট সর্বশ্রেষ্ঠ সে-ই, যে তার প্রতিবেশীর নিকট সর্বশ্রেষ্ঠ'।[২]

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) আরো বলেন, 'যে ব্যক্তি আল্লাহ এবং শেষ দিবসের উপর ঈমান রাখে, সে যেন তার প্রতিবেশীর সাথে সদ্ব্যবহার করে'।[৩]

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) আরো বলেন, 'যখন তুমি তরকারী পাকাবে তখন তাতে বেশী করে পানি দিবে এবং এতে তোমার প্রতিবেশীকে শরীক করবে'।

প্রতিবেশীর আরেকটি হক্ব হচ্ছে, কথা ও কাজে তাকে কষ্ট দেয়া থেকে বিরত থাকা। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, 'আল্লাহ্র কসম সে ব্যক্তি ঈমানদার নয়, আল্লাহ্র কসম সে ব্যক্তি ঈমানদার নয়, আল্লাহ্র কসম সে ব্যক্তি ঈমানদার

* *সাবেক সদস্য, সর্বোচ্চ ওলামা পরিষদ, সঊদী আরব।*

** *শিক্ষক, উনায়যাহ ইসলামিক সেন্টার, আল-কাছীম, সঊদী আরব।*

১. *বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/৪৯৬৪।*

২. *তিরমিযী, দারিমী, মিশকাত হা/৪৯৮৭।*

৩. *মুসলিম হা/১৭৪ 'ঈমান' অধ্যায়।*

নয়'। ছাহাবীগণ জিজ্ঞেস করলেন, হে আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ)! কোন্ ব্যক্তি? রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বললেন, যার অসদাচরণ থেকে তার প্রতিবেশী নিরাপদ নয়'।[৪]

অন্য বর্ণনায় আছে, 'সে ব্যক্তি জান্নাতে প্রবেশ করতে পারবে না, যার অসদাচরণ থেকে তার প্রতিবেশী নিরাপদ নয়'।[৫]

সুতরাং যার অসদাচরণ হ'তে তার প্রতিবেশী নিরাপদ থাকতে পারে না, সে ঈমানদার নয় এবং সে জান্নাতে প্রবেশ করতে পারবে না। বর্তমানে এমন অনেক লোক আছে, যারা প্রতিবেশীর হক্বের প্রতি কোন গুরুত্বই দেন না। এমনকি তাদের অসদাচরণের ভয়ে প্রতিবেশীরা সদা তটস্থ থাকে। তারা সর্বদাই প্রতিবেশীর সাথে ঝগড়া-বিবাদে লিপ্ত থাকেন। তাদের উপর অত্যাচার করেন এবং কথা ও কাজে তাদেরকে কষ্ট দেন। প্রকৃতপক্ষে এসব আচরণ আল্লাহ ও তাঁর রাসূল (ছাঃ)-এর নির্দেশ বিরোধী। এটি মুসলমানদের মধ্যে ফাটল, তাদের পারস্পরিক দূরত্ব ও একে অপরের অসম্মানের কারণ।

(৯) সকল মুসলমানের হক্বঃ

মুসলমানদের পারস্পরিক হক্ব অনেক। এর মধ্য থেকে মাত্র কয়েকটি হক্ব আলোচ্য নিবন্ধে উল্লেখ করছি, যা ছহীহ হাদীছ দ্বারা প্রমাণিত। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এরশাদ করেন, 'এক মুসলমানের উপর অপর মুসলমানের ছয়টি হক্ব রয়েছে। যেমনঃ সাক্ষাৎ হ'লে সালাম করা, দা'ওয়াত করলে দা'ওয়াত গ্রহণ করা, উপদেশ চাইলে ভাল উপদেশ দেওয়া, হাঁচি দিলে এবং 'আল-হামদুলিল্লাহ' বললে, 'ইয়ার হামুকাল্লাহ' বলে তার জবাব প্রদান করা, রোগাক্রান্ত হ'লে দেখাশুনা করা এবং মৃত্যুবরণ করলে তার জানাযায় অংশগ্রহণ করা'।[৬]

উক্ত হাদীছে মুসলমানদের পারস্পরিক গুরুত্বপূর্ণ কয়েকটি হক্ব উল্লেখ করা হয়েছে।-

প্রথমঃ সালাম

সালাম বিনিময় সুন্নাতে মুয়াক্কাদা। এটা মুসলমানদের মধ্যে সৌহার্দ্য ও ভালবাসা সৃষ্টির একটি অপূর্ব মাধ্যম। এদিকে ইঙ্গিত করেই রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, 'আল্লাহ্র কসম! তোমরা জান্নাতে প্রবেশ করতে পারবে না, যতক্ষণ না তোমরা ঈমানদার হবে এবং তোমরা ঈমানদার হ'তে পারবে না, যতক্ষণ না তোমরা পরস্পরকে ভালবাসবে। আমি কি তোমাদেরকে এমন একটি জিনিসের সংবাদ দিব না? যা করলে তোমাদের মধ্যে ভালবাসা সৃষ্টি হবে। আর তা হ'ল- তোমরা পরস্পরের মধ্যে সালাম বিনিময় কর'।[৭]

তাই আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ) কারো সাথে সাক্ষাৎ হ'লে প্রথমে সালাম করতেন। এমনকি যখন তিনি শিশুদের কাছ দিয়ে যেতেন তখন তাদেরকেও সালাম করতেন।

عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُسَلِّمُ الرَّاكِبُ عَلَى الْمَاشِىِّ وَالْمَاشِىُّ عَلَى الْقَاعِدِ وَالْقَلِيْلُ عَلَى الْكَثِيْرِ-

'হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এরশাদ করেন, আরোহী ব্যক্তি পদব্রজে চলা ব্যক্তিকে সালাম করবে। আর পদব্রজে চলা ব্যক্তি উপবিষ্ট ব্যক্তিকে এবং ছোটরা বড়দেরকে সালাম করবে'।[৮] কিন্তু যার পক্ষে সালাম করা উত্তম সে যদি সালাম না করে, তাহ'লে অপর ব্যক্তি সালাম করবে, যাতে সালাম বিলুপ্ত না হয়ে যায়। সুতরাং ছোটরা সালাম না করলে বড়রা সালাম করবে। ছোট দল বড় দলকে সালাম না করলে, বড় দল সালাম করবে, যাতে সকলে ছওয়াব লাভ করতে পারে।

আম্মার ইবনে ইয়াসার (রাঃ) বলেন, যে ব্যক্তি তিনটি জিনিস একত্রিত করতে পেরেছে, তার ঈমান পরিপূর্ণ হয়ে গেছে। (১) নিজ প্রাণের সাথে ইনছাফ (ন্যায়বিচার) করা, (২) সবাইকে সালাম করা এবং (৩) পরিবার-পরিজনের জন্য কার্পণ্য পরিহার করে খরচ করা।

সালাম করা সুন্নাত বটে, কিন্তু তার জবাব দেয়া ফরযে কিফায়া। তাই যখন কোন দলের উপর সালাম করা হয় তখন দলের মধ্য থেকে যদি কোন একজন সালামের জবাব দেয়, তাহ'লে অন্য সবার পক্ষ থেকে তা আদায় হয়ে যায়।

সুতরাং সালামের জবাবে শুধু 'আহলান ওয়া সাহ্লান' বা শুভেচ্ছা স্বাগতম বলা যথেষ্ট হবে না। কেননা এটা সালাম কিংবা তার অনুরূপ নয়। যখন 'আসসালা-মু আলাইকুম' বলা হবে, তখন 'ওয়া আলাইকুমুসসালা-ম' বলে তার জবাব দিতে হবে।

দ্বিতীয়ঃ দা'ওয়াত গ্রহণ

যখন কোন মুসলিম ভাই দা'ওয়াত করে, তখন তা কবুল করবে। দা'ওয়াত গ্রহণ করা সুন্নাতে মুয়াক্কাদাহ। এতে নিমন্ত্রণকারীর অন্তর আনন্দে ভরে যায় এবং প্রেম ও বন্ধুত্বের সৃষ্টি হয়। তবে বিয়ের 'ওয়ালীমা'র নিমন্ত্রণ এর ব্যতিক্রম। কেননা প্রসিদ্ধ শর্তাবলী অনুযায়ী 'ওয়ালীমা'র দা'ওয়াত গ্রহণ করা ওয়াজিব। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, 'যে ব্যক্তি 'ওয়ালীমা'র দা'ওয়াত গ্রহণ করল না, সে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের নাফরমানী করল'।[৯]

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর বাণী, 'যখন তোমাদের কাউকে দা'ওয়াত করা হয়, তখন সে যেন তা গ্রহণ করে'।[১০]

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, 'মুমিন ব্যক্তি অপর মুমিনের জন্য প্রাচীর স্বরূপ, যার এক অংশ অপর অংশকে শক্তি যোগায়'।[১১]

৪. *মুসলিম, মিশকাত হা/৪৯৬২।*
৫. *মুসলিম, মিশকাত হা/৪৯৬৩।*
৬. *মুসলিম, মিশকাত হা/১৫২৫।*
৭. *মুসলিম, মিশকাত হা/৪৬৩১।*
৮. বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/৪৬৩৩।
৯. *বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/৩২১৮।*
১০. *মুসলিম, মিশকাত হা/৩২১৭।*
১১. *বুখারী ও মুসলিম, মিশকাত হা/৪৯৫৫।*

তৃতীয়ঃ উপদেশ প্রদান করা

যখন কোন মুসলিম ভাই উপদেশ চাইবে, তখন তাকে ভাল উপদেশ প্রদান করবে'। কেননা এটি ধর্মীয় বিষয়ের অন্তর্ভুক্ত। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, 'ধর্ম হচ্ছে উপদেশ প্রদান করা। আল্লাহ, তাঁর কিতাব, তাঁর রাসূল, মুসলিম নেতৃবর্গ ও সাধারণ মুসলমানদের জন্যে' (মুসলিম)। যদি সে তোমার নিকট উপদেশ ব্যতীত অন্য কোন উদ্দেশ্যে আসে, যাতে ক্ষতি বা গুনাহ নিহিত আছে, তাহ'লে তাকে নেক উপদেশ দেওয়া ওয়াজিব হবে। যদিও সে এ উদ্দেশ্যে আসেনি। কেননা এর মধ্যেই মুসলমানদের কল্যাণ নিহিত রয়েছে। সে যা করবে তাতে যদি ক্ষতি অথবা গুনাহ না থাকে, তাহ'লে তাকে কিছু বলা তোমার উপর ওয়াজিব নয়। তবে সে যদি তোমার নিকট উপদেশ চায়, তাহ'লে তাকে উপদেশ দেওয়া ওয়াজিব।

চতুর্থঃ হাঁচির জবাব দান

কোন ব্যক্তি হাঁচি দিলে এবং 'আলহামদুলিল্লা-হ' বললে, তার জবাব প্রদান করতে হবে। অর্থাৎ সে যে হাঁচি দেওয়ার সময় স্বীয় রবের (প্রতিপালকের) প্রশংসা করেছে, তাই 'ইয়ারহামুকাল্লা-হ' বলে তার জন্য দো'আ করতে হবে। তবে হাঁচি দেওয়ার সময় সে যদি আল্লাহ্র প্রশংসায় 'আলহামদুলিল্লা-হ' না বলে, তাহ'লে হাঁচির জবাব পাবার কোন হক্ব তার থাকবে না।

সে যখন 'আলহামদুলিল্লাহ' না বলবে, তখন তার প্রতিদান হবে হাঁচির জবাব না দেওয়া। হাঁচিদাতা যখন 'আলহামদুলিল্লা-হ' বলবে তখন তার জবাব দেওয়া ওয়াজিব। আবার হাঁচিদাতার জন্য 'ইয়াহদিকুমুল্লা-হু ওয়া ইউছলিহ্ বা-লাকুম' বলে তার প্রত্যুত্তর করা ওয়াজিব। যখন সে একাধিকবার হাঁচি দিতে থাকবে তখন তৃতীয়বার পর্যন্ত তার জবাব দিবে এবং চতুর্থবার 'ইয়ারহামুকাল্লাহ'-এর পরিবর্তে 'আফা-কাল্লাহ' বলবে।[১২]

পঞ্চমঃ রোগীর সেবা-শুশ্রূষা করা

যখন কোন মুসলিম ভাই রোগাক্রান্ত হয়, তখন তার দেখাশুনা করবে। রোগীর দেখাশুনা করা প্রত্যেক মুসলমানের পারস্পরিক হক্ব। সুতরাং রোগীর দেখাশুনা করা সবার উপর ওয়াজিব। আর রোগী যদি আত্মীয়, বন্ধু কিংবা প্রতিবেশী হয়, তবে তাকে দেখতে যাওয়া আরও যরূরী।

যে রোগীকে দেখতে যাবে, তার জন্য সুন্নাত হ'ল, রোগীর অবস্থা সম্পর্কে জিজ্ঞাসাবাদ করা, তার জন্য দো'আ করা এবং তাকে রোগ মুক্তির আশ্বাস প্রদান করা। কেননা এটা হচ্ছে রোগ মুক্তির অন্যতম মাধ্যম। আর তাকে এমন পদ্ধতিতে তওবার কথা স্মরণ করিয়ে দিবে, যাতে ভীতিকর কিছু না থাকে। উদাহরণস্বরূপ এভাবে বলবে যে, তুমি এ রোগের কারণে অনেক কল্যাণ লাভ করছ। কারণ এর দ্বারা আল্লাহ তোমার গুনাহ সমূহ মাফ করেন। মন্দ কাজগুলি মিটিয়ে দেন। এছাড়া এই রোগাক্রান্ত অবস্থায় বেশী বেশী যিকর, দো'আ ও ইস্তিগফারের দ্বারা তুমি অনেক ছওয়াব লাভ করতে পারবে।

৬ষ্ঠঃ জানাযায় অংশগ্রহণ

যখন কোন মুসলিম ভাই মৃত্যুবরণ করে তখন তার জানাযায় অংশগ্রহণ করবে। মৃত ব্যক্তির জানাযায় অংশগ্রহণ করা এক মুসলমানের উপর অপর মুসলমানের হক্ব সমূহের অন্যতম। এতে রয়েছে অশেষ ছওয়াব। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, 'যে ব্যক্তি জানাযার (মৃতদেহ) অনুসরণ করল, এমনকি তার ছালাত সম্পাদন করল, তার জন্য রয়েছে এক ক্বিরাত্ব নেকী। আর যে ব্যক্তি দাফন কাজ সমাধা হওয়া পর্যন্ত অনুসরণ করল, তার জন্য রয়েছে দুই ক্বিরাত্ব। জিজ্ঞেস করা হ'ল, দুই ক্বিরাত্ব কি? রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বললেন, দু'টি প্রকাণ্ড পাহাড়ের অনুরূপ'।[১৩]

সপ্তমঃ কষ্ট না দেওয়া

এক মুসলমানের উপর অপর মুসলমানের হক্ব সমূহের মধ্যে আরেকটি হচ্ছে, তাকে কষ্ট দেওয়া থেকে বিরত থাকা।

আল্লাহ তা'আলা বলেন, 'যারা বিনা অপরাধে মুমিন পুরুষ ও নারীদেরকে কষ্ট দেয়, নিশ্চয়ই তারা মিথ্যা অপবাদ ও প্রকাশ্য পাপের বোঝা বহন করে' *(আহযাব ৫৮)*।

অধিকাংশ সময় এরূপ হয় যে, কোন ব্যক্তি তার নিজ ভাইয়ের উপর কষ্টদায়ক কিছু চাপিয়ে দেয়। আল্লাহ দুনিয়াতেই তার প্রতিশোধ নিয়ে নেন।

রাসূল (ছাঃ) বলেন, 'তোমরা পরস্পরের সাথে বিদ্বেষ রেখ না এবং একে অপরের পশ্চাদ্ধানুসরণ কর না। হে আল্লাহ্র বান্দাগণ! তোমরা পরস্পর ভাই ভাই হয়ে যাও। এক মুসলিম অপর মুসলিমের ভাই, সে তাকে অত্যাচার করবে না এবং হেয় প্রতিপন্ন করবে না। কোন মুসলিম ভাইকে হেয় প্রতিপন্ন করাই তার অকল্যাণের জন্য যথেষ্ট। প্রত্যেক মুসলমানের জন্য অপর মুসলমানের রক্ত, সম্পদ ও মান-সম্ভ্রম লুণ্ঠন করা হারাম'।[১৪]

এক মুসলমানের উপর অন্য মুসলমানের হক্ব অনেক। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, 'এক মুসলিম অপর মুসলিমের ভাই। সে যখন তার ভাইয়ের চাহিদা পূরণে সচেষ্ট হবে, তখন তার অপর ভাইও তার সর্ববিধ কল্যাণের অন্বেষায় থাকবে এবং তার সমস্ত ক্ষতিকর বিষয় হ'তে বিরত থাকবে'।[১৫]

(১০) অমুসলিমদের হক্বঃ

অমুসলিমদের মধ্যে সবধরণের কাফেরগণ অন্তর্ভুক্ত। আর তারা হচ্ছে চার প্রকার- (১) হারবী বা যুদ্ধরত কাফেরগণ (২) মুস্তামিন বা নিরাপত্তা প্রাপ্ত কাফেরগণ (৩) মু'আহাদ বা প্রতিজ্ঞায় আবদ্ধ কাফেরগণ এবং (৪) যিম্মী (যারা নির্ধারিত কর আদায় করে মুসলিম রাষ্ট্রে অবস্থান করে) কাফেরগণ।

---

১২. *বুখারী, মিশকাত হা/৪৭৩৩।*

১৩. *মুসলিম, মিশকাত হা/১৬৫১।*

১৪. *মুসলিম, মিশকাত হা/৪৯৫৯; বুখারী ও মুসলিম, মিশকাত হা/৫০২৮।*

১৫. *বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/৪৯৫৮।*

আমাদের উপর হারবী কাফেরদের কোন হক্ব নেই যে, তাদেরকে রক্ষা করা কিংবা প্রশ্রয় দেয়া যাবে। তবে মুস্তামিন কাফেরদের নির্ধারিত সময় ও নির্দিষ্ট জায়গায় রক্ষা করার হক্ব রয়েছে। কেননা তারা আমাদের আশ্রয় পেয়েছে।

আল্লাহ তা'আলা বলেন, 'মুশরিকদের কেউ যদি তোমাদের কাছে আশ্রয় চায়, তাহ'লে সে আল্লাহ্র বাণী শ্রবণ করা পর্যন্ত তাকে আশ্রয় প্রদান করবে অতঃপর তাকে নিরাপদ স্থানে পৌঁছে দিবে' *(তওবাহ ৬)*।

আমাদের উপর মু'আহাদদের হক্ব হ'ল, চুক্তির নির্দিষ্ট সময়সীমা পর্যন্ত তাদের সাথে কৃত প্রতিশ্রুতি পূরণ করা। এই চুক্তি ততক্ষণ পর্যন্ত বলবৎ থাকবে, যতক্ষণ পর্যন্ত তারা নিজ প্রতিজ্ঞার উপর অটল থাকবে এবং এর মধ্যে কোন প্রকার ত্রুটি করবে না, আমাদের বিরুদ্ধে কাউকে সাহায্য করবে না এবং আমাদের ধর্মীয় বিষয়ে কোন ধরনের কটাক্ষ করবে না।

আল্লাহ তা'আলা বলেন, 'সেই মুশরিকগণ ব্যতীত, যাদের সাথে তোমরা সন্ধি স্থাপন করেছ। তারপর তারা তোমাদের ব্যাপারে কোন ত্রুটি করেনি এবং তোমাদের বিরুদ্ধে কাউকে সাহায্যও করেনি। অতএব তোমরা নির্ধারিত সময় পর্যন্ত তাদের প্রতিজ্ঞা পূর্ণ কর। নিশ্চয়ই আল্লাহ আল্লাহভীরুদের ভালবাসেন' *(তওবাহ ৪)*।

আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন, 'যদি তারা তাদের প্রতিশ্রুতি মোতাবেক নিজ প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করে এবং তোমাদের ধর্মীয় বিষয়ে পরিহাস করে, তবে এরূপ অবিশ্বাসী নেতাদের সাথে জিহাদ কর। যেহেতু তাদের কোন প্রতিশ্রুতি অবশিষ্ট নেই' *(তওবাহ ১২)*।

যিম্মীরা আমাদের নিকট সবচেয়ে বেশী সুবিচার পাওয়ার অধিকার রাখে। কেননা তারা নির্ধারিত কর প্রদানের বিনিময়ে মুসলিম রাষ্ট্রে তাঁদের রক্ষণাবেক্ষণ ও তত্ত্বাবধানে জীবন যাপন করে। তাই মুসলিম প্রশাসকের উপর ওয়াজিব হ'ল, তিনি তাদের উপর ইসলামের বিধি-বিধান জারী করবেন, তাদের জান-মাল, মান-সম্ভ্রম এবং তাদের বিশ্বাস অনুযায়ী অবৈধ বিষয়ে হদ (দণ্ডবিধি) জারী করবেন। তাদের রক্ষা করবেন এবং তাদের থেকে কষ্টদায়ক সব কিছু বিদূরিত করবেন। আর তাদের উপর ওয়াজিব হ'ল যে, তারা পোষাক-পরিচ্ছদে মুসলমানদের থেকে পৃথক থাকবে এবং ইসলামের অপসন্দনীয় কোন কিছুর প্রকাশ করবেনা। অথবা তাদের ধর্মীয় প্রতীকগুলো থেকে কোন কিছু বিকাশ করবে না। যেমনঃ পূজার ঘন্টা বা ক্রুশ ইত্যাদি।

পরিশেষে যাবতীয় প্রশংসা আল্লাহ তা'আলার জন্য, যিনি সমস্ত সৃষ্টির প্রতিপালক। দরূদ ও সালাম বর্ষিত হোক শেষ নবী মুহাম্মাদ (ছাঃ) ও তাঁর পরিবার-পরিজন ও ছাহাবীগণের ওপর। আল্লাহপাক আমাদেরকে ইসলামের স্বভাবজাত অধিকার সমূহ যথাযথভাবে আদায়ের তওফীক্ব দান করুন- আমীন!

ফিকহ শাস্ত্র ও আধুনিক দৃষ্টিভঙ্গি

*মূলঃ মুহাম্মাদ আবদুল্লাহ আস-সাম্মান**
প্রফেসর অব ফিক্হ, জর্দান।
অনুবাদঃ মুহাম্মাদ শামসুযযোহা

[বিশিষ্ট আরব ইসলামী চিন্তাবিদ ও ফক্বীহ মুহাম্মাদ আবদুল্লাহ আস-সাম্মান 'ইসলামের ফিকহ, ফক্বীহগণের ফিক্হ নয়' এই শিরোনামে একটি মূল্যবান প্রবন্ধ রচনা করেন। প্রবন্ধটি সম্পর্কে আলোচনার জন্য তাঁকে মালয়েশিয়ার রাজধানী কুয়ালালামপুরে অনুষ্ঠিত 'Islamization of Knowledge' শীর্ষক তৃতীয় আন্তর্জাতিক সম্মেলনে দা'ওয়াত করা হয়। উক্ত সম্মেলনে তিনি তাঁর প্রবন্ধের সারসংক্ষেপ অত্যন্ত সাবলীল ভাষায় তুলে ধরেন। এখানে তিনি অত্যন্ত মূল্যবান এমন কছু সাহসী শব্দ উচ্চারণ করেন, যা গোটা মুসলিম উম্মাহ্র চিন্তার জগতে গভীরভাবে নাড়া দিয়েছে। তিনি কুরআন ও সুন্নাহ থেকে উৎসারিত প্রকৃত ইসলামের সঙ্গে আমাদের মনগড়া ইসলামের বৈপরিত্য তুলে ধরেছেন। ইসলাম যেটা নয় কিংবা ইসলাম যেটা চায়নি, সেটা আজ ইসলামের নামে আমরা নিজেদের উপর চাপিয়ে দিয়েছি। ইসলামী জ্ঞান-বিজ্ঞানের বিশাল ভাণ্ডার নিয়ে আমরা গর্ব করি। কিন্তু বর্তমান যুগে ইসলাম ও মুসলমানদের যে অস্তিত্বের সংকট চলছে, তা মোকাবিলায় সে সকল জ্ঞানভাণ্ডার কতখানি অবদান রাখতে পারছে, তা নিয়ে আমরা চিন্তা করি না। বর্তমান সময়ে উদ্ভূত সমস্যার সমাধান আমরা সনাতন ফিকহের কিতাবে তালাশ করি। কিন্তু কুরআন ও সুন্নাহ এমনকি পূর্ববর্তী ফকীহগণও আমাদেরকে এরূপ করতে নির্দেশ দেননি। এটা নিতান্তই আমাদের মনগড়া এবং পূর্ববর্তী ইমামগণের প্রতি মাত্রাতিরিক্ত আবেগ ও ভালবাসার প্রতিফলন। ফলে আমরা আল্লাহ প্রদত্ত মূল উৎস তথা কুরআন-সুন্নাহ থেকে জ্ঞান আহরণ করার পরিবর্তে মানব রচিত শাখা-প্রশাখা তথা সনাতন কিয়াসের কিতাব চর্চা করে পরিতৃপ্ত থাকছি। এতে মুসলমানদের চিন্তা-গবেষণা এমন সব বিষয়কে ঘিরে আবর্তিত হচ্ছে, যুগ ও জীবনের চাহিদার সাথে যার কোন মিল নেই। জোর করে ইসলামের নামে তাকে চালানোর চেষ্টা করা হচ্ছে। এই গাফিলতির কারণে মুসলমানদের দৈনন্দিন জীবন থেকে ইসলাম বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছে। ইসলাম দ্বারা আমরা পরিচালিত হচ্ছি না; বরং আমাদের ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ দ্বারা ইসলাম পরিচালিত হচ্ছে। এ অবস্থা থেকে বেরিয়ে আসতে হ'লে আমাদেরকে নতুন করে চিন্তা করতে হবে। লেখক তাঁর গবেষণামূলক রচনাটিকে ৪টি অধ্যায়ে বিভক্ত করেছেনঃ ১. ইসলামের ফিক্হ এবং চিন্তার বিলাসিতা, ২. ইসলামের ফিক্হ এবং মানুষের কল্যাণ, ৩. ইসলামের ফিক্হ এবং জীবনের চাহিদা, ৪. ইসলামের ফিক্হ এবং সমসাময়িক পশ্চাৎপদতা। তাঁর মূল বক্তব্যটি নিম্নরূপ]

প্রথম অধ্যায়ঃ

ইসলামের ফিক্হ এবং চিন্তার বিলাসিতা

এ অধ্যায়ে তিনটি বিষয় আলোচনা করা হবেঃ

ক. চিন্তার বিলাসিতা বলতে কি বুঝায়?
খ. চিন্তার বিলাসিতার অন্তর্নিহিত কারণসমূহ
গ. ইসলামের ফিক্হ থেকে বিচ্যুতি

চিন্তার বিলাসিতা বলতে কি বুঝায়?

চিন্তার বিলাসিতা হচ্ছে এমন ধরনের চিন্তা-গবেষণা, যার

কোন প্রয়োজন আমাদের নেই। অথবা চিন্তা করার প্রয়োজন আছে বটে, তবে তা এমন পর্যায়ে নয় যে, মজাদার অথচ অপ্রয়োজনীয় চিন্তার আবর্তে মূল বিষয়বস্তু হারিয়ে যাবে। উদাহরণ স্বরূপ, আমরা আমাদের ইতিহাস থেকে আমাদেরকে বিচ্ছিন্ন করতে পারব না। কেননা অতীত হচ্ছে বর্তমান ও ভবিষ্যতের বিস্তৃতি। কিন্তু আমরা যখন ইতিহাস অধ্যয়ন করব, তখন আমাদের উচিত হবে এর একটা অর্থবহ লক্ষ্য নির্ণয় করা। আমরা যখন ইতিহাসের উজ্জ্বল অধ্যায় পড়ব তখন আমাদেরকে লক্ষ্য রাখতে হবে উজ্জ্বল হওয়ার পিছনে কি কি কারণ কার্যকর ছিল, যাতে আমরা তা অনুসরণ করতে পারি। আর যখন ইতিহাসের বেদনাদায়ক অধ্যায় পড়ব, তখনও এর কারণ খুঁজতে হবে, যাতে তা থেকে আমরা দূরে অবস্থান করতে পারি।

কিন্তু আমরা যখন এ ধারা থেকে বিচ্যুত হয়ে নিজেদেরকে ইতিহাসের বিচারক মনে করে ইতিহাসের বিরুদ্ধে অলঙ্ঘণীয় রায় দেয়ার কাজে মত্ত হই অর্থাৎ ইতিহাসে কার ভূমিকা কি ছিল? কে ঠিক করেছে? কে ঠিক করেনি? এরকম রায় দেয়া যদি আমাদের উদ্দেশ্য হয়ে দাঁড়ায়, তখন বুঝতে হবে আমরা চিন্তার বিলাসিতায় নিমগ্ন। উদাহরণ স্বরূপ, আমরা আজো বিতর্কে লিপ্ত রয়েছি যে, খিলাফতের বেশি হকদার কে ছিলেন, আবূবকর (রাঃ) না আলী (রাঃ)? বনী উমাইয়া ও হাশেমীদের মধ্যে বিবাদে কার অবস্থান সঠিক ছিল? যাকে কেন্দ্র করে মুসলমানদের বহু রক্তপাত হয়েছে। সে সকল বিতর্কের প্রয়োজন কি এখনও আমাদের রয়েছে? হযরত ওমর বিন আবদুল আযীয (রহঃ) তাঁর মজলিসে এ জাতীয় আলোচনা বরদাশত করতেন না। তিনি বলতেন, আল্লাহ আমাদেরকে রক্তপাতের হাত থেকে মুক্ত করেছেন, আমরা আমাদের জিহ্বাকে তাতে লিপ্ত হওয়া থেকে বিরত রাখতে চাই।

চিন্তার বিলাসিতার অন্তর্নিহিত কারণসমূহ কি?

চিন্তার বিলাসিতার দু'টি অন্তর্নিহিত কারণ রয়েছে। যথাঃ বিতর্কপ্রীতি ও ইসলামের ফিক্‌হ থেকে বিচ্যুতি। বিতর্কপ্রীতি অর্থ তর্কের খাতিরে তর্ক করা। এ ধরনের বিতর্ক সেকালেও ছিল এবং একালেও আছে। যদিও অতীত ও বর্তমান কালের বিতর্কের মধ্যে পার্থক্য রয়েছে। অতীতে ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র বিষয় সম্পর্কে বিতর্ক, যুক্তি, পাল্টা যুক্তির প্রচলন ছিল। সে বিতর্কের কারণে ইসলামে শত শত দল উপদলের সৃষ্টি হয়েছে। বর্তমান যুগে সে জাতীয় বিতর্কের মাত্রা অনেক কমে এসেছে। যে সব বিষয়ে বিতর্ক চলছে তা অনেকটা চর্বিতচর্বণ ও প্রত্যাখ্যাত ধারণা হিসাবে দিন দিন গুরুত্বহীন হয়ে যাচ্ছে। যেমন দাড়ি রাখা, মি'রাজ কি দৈহিক ছিল, না আত্মিক? নাকি একই সঙ্গে দৈহিক ও আত্মিক? ইমাম মাহদীর পৃথিবীতে আগমন কখন, কোথায় হবে? ওলীগণের কারামত ইত্যাদি। এ হচ্ছে আমাদের বিতর্কের কিঞ্চিত নমুনা।

পাশ্চাত্য যখন মহাশূন্যে অভিযান চালাচ্ছে, চাঁদে অবতরণ করছে, আমরা তখন ছবি নিয়ে বিতর্কে লিপ্ত রয়েছি। ছবি হালাল না হারাম? এখানেই আমাদের চিন্তার দৈন্য।

ইসলামের ফিক্‌হ থেকে বিচ্যুতিঃ

ইসলামের প্রভাব এবং দ্বিপ্রহরে যে উজ্জ্বল অবস্থা ছিল পরবর্তী মুসলমানদের মধ্যে পাশ্চাত্য দর্শনের অনুপ্রবেশের ফলে বিতর্ক শুরু হয়। ইসলামে ছূফীবাদ ও বাতেনী চিন্তার অনুপ্রবেশ ঘটে। বিশেষ করে কুরআনের তাফসীরে সে সকল চিন্তার আশ্রয় নেয়া হয়। ড. যাকী মুবারক (রহঃ) যথার্থই বলেছেন, 'যে ব্যক্তি ইবনু আরবীর কিতাব পড়বে, পড়া শেষ করলে সে নাস্তিকে পরিণত হবে। আর যে ব্যক্তি শাযরানীর কিতাব পড়বে, পড়া শেষ হ'লে সে পাগলে রূপান্তরিত হবে'।

সীরাত গ্রন্থসমূহ আশ্চর্যজনকভাবে রাসূল(ছাঃ)-এর আবির্ভাবের পূর্বের ঘটনায় পরিপূর্ণ। সীরাতের কিতাব শুধু ঘটনা বর্ণনা করে ক্ষান্ত হচ্ছে। কিন্তু এর মূল্যায়ন কিংবা শিক্ষণীয় বিষয়ের প্রতি কোন ইঙ্গিত নেই।

অতীতে বিতর্ক হওয়ার পিছনে কিছু যুক্তি ছিল। সে সময়কার সামাজিক অবস্থায় হয়ত এর প্রয়োজন ছিল, কিন্তু বর্তমানে সে বিতর্ক চালু রাখার পিছনে কোন যুক্তি নেই। বর্তমানে মুসলিম উম্মাহকে নতুন করে চিন্তা করতে হবে। যাতে তারা পশ্চাৎপদতা থেকে নিজেদের মুক্ত করতে পারে। আমার হাতে ওযূ সম্পর্কে তিনশ' পৃষ্ঠার একটি বিরাট আকারের বই পড়েছিল। অথচ কুরআন ওযূর বিষয়টি যে ভাষায় আলোচনা করেছে, তা এক আয়াতের চেয়ে কম হবে। এ ধরনের গ্রন্থকারকে আমি ইসলামের ব্যাপারে খুবই ভয় করি।

চিন্তার এহেন বিলাসিতা ইসলামী ফিক্‌হ-এর পরিপন্থী। ইসলামী ফিক্‌হ সর্বপ্রথম আহ্বান জানায় মানুষের কল্যাণের প্রতি, জীবনের চাহিদার প্রতি। যাতে ইসলাম সকল যুগে সকল স্থানে সভ্যতার শীর্ষে অবস্থান করতে পারে, যে সভ্যতার মোকাবিলা আজ প্রাচ্য-পাশ্চাত্য সবাই করছে।

দ্বিতীয় অধ্যায়ঃ

ইসলামের ফিক্‌হ এবং মানুষের কল্যাণ সাধনঃ

এ ব্যাপারে কোন বিতর্ক নেই যে, আল্লাহ্‌র শরী'আত মানুষের কল্যাণ সাধনের মূলনীতির উপর প্রতিষ্ঠিত। ফক্বীহগণ যেমন বলে থাকেন যেখানেই কল্যাণ পাওয়া যাবে, সেখানেই আল্লাহ্‌র শরী'আত রয়েছে। অবশ্য এ

সম্পর্কে কোন বিতর্কের অবকাশ নেই যে, কল্যাণ বলতে আমরা বুঝব সেই কল্যাণ, যাকে ইসলাম অনুমোদন করে। মানুষের কল্যাণ সম্পর্কে আলোচনায় আমরা কয়েকটি মূলনীতির বর্ণনা করবঃ

ইসলাম সহজ দ্বীন, কঠোর নয়ঃ

ইসলাম সহজ দ্বীন, কঠোর নয়। একথা আক্বীদা, ইবাদত, মু'আমালাত সকল ব্যাপারে সমানভাবে প্রযোজ্য। আল্লাহ তা'আলা এরশাদ করেছেন, 'যাকে বাধ্য করা হয়েছে অথচ তার অন্তর আল্লাহ্র বিশ্বাসে দীপ্তিমান, তার কথা ভিন্ন' *(নাহল ১০৬)*। আল্লাহ কাউকে তার সামর্থ্যের বাইরে কিছু করতে বাধ্য করেন না' *(বাক্বারাহ ১৮৬)*। আল্লাহ তোমাদের জন্য সহজ করতে চান, কঠিন করতে চান না' *(বাক্বারাহ ১৮৫)*। তিনি দ্বীনের ব্যাপারে তোমাদের জন্য কঠিন কিছু রাখেননি। যে ব্যক্তি বাধ্য হবে কিন্তু বিদ্রোহ করবে না এবং সীমালংঘনও করবে না। তার কোন গুনাহ হবে না'। এর সমর্থনে অনেক ছহীহ হাদীছও রয়েছে।

আল্লাহ্র শরী'আত গতিশীলঃ

আল্লাহ্র শরী'আত গতিশীল। এখানে স্থবিরতার কোন স্থান নেই। আল্লাহ্র বিধান সকল যুগে ও সকল স্থানে প্রযোজ্য। শরী'আত মানুষের প্রয়োজন পূরণ করে থাকে। সমাজে উদ্ভূত নতুন নতুন সমস্যার সমাধান দিতে শরী'আত সম্পূর্ণ সক্ষম। ডঃ মুহাম্মাদ আল-বাহী 'সমসাময়িক কালের ইসলামী সমাজের সমস্যা সমাধানে ইসলাম' শীর্ষক পুস্তকে যেমন বলেছেন, 'ইসলাম কোন একটি যুগের জন্য অথবা কোন একটি সমাজের জন্য কিংবা কোন একটি ভাষার জন্য নয়; বরং ইসলাম মানুষের জন্য, মানুষ যে স্থান কিংবা যুগে অবস্থান করুক না কেন'।

কোন স্পষ্ট হুকুম না পাওয়া গেলে আল্লাহ্র বিধান হবে ইজতিহাদের উপর ভিত্তি করে। অন্ধ অনুকরণের উপর ভিত্তি করে নয়।

ইমাম আহমাদ বিন হাম্বল (রহঃ)-এর একটি কথা প্রসিদ্ধ রয়েছে। তিনি বলেছেন, 'তুমি আমার তাক্বলীদ কর না এবং শাফেঈ, আবূ হানীফা ও ছাওরী কারো তাক্বলীদ কর না। আমরা যেভাবে বিদ্যা অর্জন করেছি, সেভাবে বিদ্যা অর্জন কর। দ্বীনের ব্যাপারে কোন ব্যক্তির অন্ধ অনুসরণ করা হারাম। কারণ তাঁরা ভুলের উর্ধ্বে নন। আর দ্বীন বুঝা ফরয। যে এটা বুঝে না, সে দ্বীন বুঝতে পারে না'।

ইমাম ইবনে তাইমিয়া (রহঃ) অন্ধ অনুসারীদের তিরস্কার করেছেন। অন্ধ অনুসরণ (তাক্বলীদ)-কে প্রচণ্ডভাবে আক্রমণ করেছেন। কেননা এটা হ'ল গোঁড়ামীর কারণ এবং ইজতিহাদের পথে বাধা। তিনি (রহঃ) মনে করতেন, যে ব্যক্তি কোন নির্দিষ্ট ইমামের অনুসরণে গোঁড়ামীর আশ্রয় নেবে, সে প্রবৃত্তি পূজারীর কাতারে শামিল হয়ে যাবে। যারা প্রবৃত্তির পূজা করে, তারা সত্য দ্বীনের অনুসরণ করে না। কারো অধিকার নেই কোন আলেমের কোন কথাকে প্রতীক মনে করে তার অনুসরণ করার এবং সুন্নাতের সমর্থন আছে এমন বিষয় থেকে বিরত থাকার। তিনি ফক্বীহগণের অন্ধ অনুসরণ করতে বারণ করেছেন এবং ছূফীবাদের অনুসরণ করতেও নিষেধ করেছেন, যারা এক বিশেষ ধরনের তাক্বওয়া উদ্ভাবন করেছেন এবং শরী'আতের কোন দলীল ব্যতীত সীমাহীন বাড়াবাড়ি করেছেন। কারণ এটা এক ধরনের প্রতারণা এবং ইসলাম নির্দেশিত ইনছাফ থেকে বহুদূরে অবস্থিত।

অবশেষে 'মাছালেহ মুরসালাহ'-এর দিকে ইঙ্গিত করতে চাই। এটা ইসলামী শরী'আতের একটি বৈশিষ্ট্য। শরী'আত মানুষের কল্যাণের প্রতি লক্ষ্য রাখে। কোন সুস্পষ্ট আইনের বাধা না থাকলে মানব রচিত আইন, প্রাকৃতিক আইন এবং 'উরফ'-এর দিকে ফিরে যেতে হবে। ইসলামী ফিক্হ তাদের বহু আগেই এইরূপ সিদ্ধান্ত নিয়েছে। বরং বিচারপতি আবূ ইউসুফ ও ইমাম আবূ হানীফা (রহঃ)-এর সঙ্গী মনে করেন, শব্দ যদি প্রথা কিংবা অভ্যাসের উপর ভিত্তি করে প্রতিষ্ঠিত হয়, তাহ'লে প্রচলন ও অভ্যাসই ধর্তব্য হবে।

মুহাদ্দিছগণের মধ্যে ফক্বীহ হিসাবে গণ্য এবং মিছরের কুল্লিয়াতুল হুকূকে (আইন কলেজে বা অনুষদে) অধ্যয়ন করেছেন এমন একজন বিজ্ঞ ইসলামী বিশেষজ্ঞ তাঁর 'ইলম উছূলিল-ফিক্হ' নামক গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন, 'কুরআন ও সুন্নাতের টেক্সটসমূহে যখন কোন সুস্পষ্ট বিধান পাওয়া না যাবে, তখন আদ্ল-এর ভিত্তিতে বিধান পাওয়ার জন্যে ইজতিহাদ করা ওয়াজেব'।

আমি বলতে চাই, শরী'আতের পরিপূরক উৎস হিসাবে 'মাছালেহ মুরসালাহ' হচ্ছে এমন দলীল ও মূলনীতি, যা প্রমাণ করে যে, ইসলামের ফিক্হ সভ্যচিন্তার ধারক। এটিকে সংজ্ঞায়িত করতে যেয়ে ফক্বীহগণ বলেছেন যে, মাছালিহ হচ্ছে মাছলাহাহ-এর বহুবচন। এটা হচ্ছে শরী'আত প্রণেতার মাক্বছূদ (উদ্দেশ্য)। অর্থাৎ সৃষ্টিজীব থেকে অনিষ্টতা দূর করা এবং তাদের উপকার সাধন করা হচ্ছে শরী'আত প্রণেতার উদ্দেশ্য। আর 'মুরসালাহ' অর্থ হচ্ছে যে সম্পর্কে শরী'আতের কোন সুস্পষ্ট বিধান দেয়া নেই এবং যার যথার্থতা ও নিষেধাজ্ঞা সম্পর্কে কোন ইঙ্গিত পাওয়া যায় না। ইমাম মালেক (রহঃ) নিম্ন বর্ণিত তিনটি দলীলের ভিত্তিতে 'মাছালিহ মুরসালাহ'কে দলীল হিসাবে গ্রহণ করেছেন,

১. ছাহাবায়ে কেরাম মাছালেহ মুরসালাহকে দলীল হিসাবে গ্রহণের নীতি অবলম্বন করেছেন। এ সম্পর্কে অনেক প্রমাণ রয়েছে।

২. মাছালাহা তথা কল্যাণ যখন শরী'আতের উদ্দেশ্যের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ হবে এবং যা সত্যিকার অর্থে কল্যাণকর হবে। তখন তা গ্রহণ করা শরী'আতের উদ্দেশ্যের

পরিপূরক হবে, আর তাকে অবহেলা করা শরী'আতের উদ্দেশ্যকে অবহেলা করারই নামান্তর। শরী'আতের উদ্দেশ্যের প্রতিই অবহেলা করা গ্রহণযোগ্য নয়।

৩. সত্যিকার অর্থে শরী'আত অনুমোদিত মাছলাহাত হওয়া সত্ত্বেও যদি প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে মাছালাহাতের নীতিকে গ্রহণ করা না হয়, তাহ'লে আদিষ্ট বান্দা সমস্যায় পড়ে যাবে। অথচ আল্লাহ তা'আলা বলেছেন, 'তিনি দ্বীনের ব্যাপারে তোমাদের উপর কোন অসুবিধা/জটিলতা আরোপ করেন না' *(বাক্বারাহ ১৮৫)*। উম্মুল মুমেনীন আয়েশা (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-কে দু'টি জিনিসের মধ্যে একটি বেছে নেয়ার ইখতিয়ার দেয়া হ'লে, তিনি দু'টির মধ্যে যেটি অধিকতর সহজ সেটি বেছে নিতেন, যদি তাতে কোন গুনাহ না থাকত'।

শায়খ আবূ যুরহা একজন সংরক্ষণশীল মুহাদ্দিছ ফক্বীহ হিসাবে তাঁর 'উছূলুল-ফিক্হ' নামক গ্রন্থে বলেছেন, 'অকাট্যভাবে প্রমাণিত ও অকাট্য অর্থবোধক কোন নছ-এর মোকাবিলায় মাছলাহাত দলীল হিসাবে গণ্য হ'তে পারে না। কিন্তু উক্ত নছ যদি সনদ এবং অর্থের দিক থেকে অকাট্য না হয় অর্থাৎ যন্নী হয়, আর তার বিপরীতে মাছলাহাত অকাট্যভাবে প্রমাণিত হয়, তাহ'লে তা নছকে খাছ করবে, যদিও সেটা আম হয় এবং অকাট্য না হয়। আর খবরে ওয়াহেদ যদি তার পরিপন্থী হয়, তাহ'লে খবরে ওয়াহেদকে পরিত্যাগ করা হবে। কারণ আমাদের সামনে দু'টি দলীল আছে একটি যন্নী অপরটি কাত্ঈ। আর ফিক্হের মূলনীতি হচ্ছে, কাতঈ এবং যন্নী-এর মধ্যে যখন দ্বন্দ্ব হবে, তখন কাত্ঈ যন্নীকে নির্দিষ্ট করবে। আর যদি নির্দিষ্ট করার কোন সুযোগ না থাকে, তাহ'লে যন্নীকে পরিত্যাগ করা হবে।

[চলবে]

নিরাময় হোমিও হল

এখানে সকল প্রকার আঁচিল, অর্শ্ব, আমবাত, ঘন ঘন প্রস্রাব, প্রসাবের সাথে ধাতুক্ষয়, প্রসাবে জ্বালা-যন্ত্রনা, সিফিলিস, গণোরিয়া, মূত্র ও পিত্ত পাথরী, গ্যাষ্টিক, মাথা ব্যাথা, পুরাতন আমাশয়, হাঁপানী, বাত, প্যারালাইসিস, চর্মরোগ, টিউমার, মহিলাদের ঋতুর যাবতীয় গোলযোগ, বাঁধক, বন্ধ্যাত্ব, হাত, পা, মাথার তালু জ্বালা ও ধ্বজভঙ্গ রোগ সহ সর্বপ্রকার রোগীর সু-চিকিৎসা ও পরামর্শ দেওয়া হয়।

ডাঃ মুহাম্মাদ শাহীন রেযা
(ডি,এইচ,এম,এস), ঢাকা।
চেম্বারঃ রাজশাহী টেক্সটাইল মিলের ১নং গেটের সামনে নওদাপাড়া, সপুরা, রাজশাহী।

মৌমাছি ও মধুঃ ইসলাম ও বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিকোণ

*ইমামুদ্দীন বিন আবদুল বাছীর**

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

মধুর ঔষধি গুণাগুণঃ

মধু মানুষের অনেক উপকারে আসে। মহানবী (ছাঃ) বলেছেন, 'তিনটি জিনিসের মধ্যে রোগের প্রতিষেধক রয়েছে। তন্মধ্যে একটি মধু'।[২৫] অন্যত্র হযরত আবূ হুরায়রা (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, 'যে ব্যক্তি প্রতি মাসে তিন দিন ভোরে কিছু মধু খাবে, সে কোন বড় ধরনের বিপদে বা রোগে আক্রান্ত হবে না'।[২৬]

মধুকে মহাগ্রন্থ আল-কুরআনে রোগ প্রতিষেধক *(নাহল ৬৯)* বলে উল্লেখ করা হয়েছে। মধুর গুণ বর্ণনা করতে গিয়ে জনৈক বিশেষজ্ঞ বলেন, "Some medical authorities recommend it as a suitable food for infants with a beneficial influence on the retention of calcium and almost no problem of indigestion, as honey contains mostly mono saccharides or simple sugars." অর্থাৎ 'মধুতে অধিক পরিমাণ মনোস্যাকারাইড বা সাধারণ শর্করা ও ক্যালসিয়াম ধারণক্ষম হিতকর প্রভাব থাকায় এবং হজমের তেমন কোন সমস্যা না থাকায় কোন কোন চিকিৎসাবীদ শিশুদের জন্য উপযোগী খাদ্য হিসাবে মধুর সুপারিশ করে থাকেন।[২৭]

মধু যেমন বলবর্ধক খাদ্য এবং রসনার জন্য আনন্দ ও তৃপ্তিদায়ক, তেমনি রোগ-ব্যাধির জন্যও ফলদায়ক ব্যবস্থাপত্র। কেন হবে না? স্রষ্টার ভ্রাম্যমান মেশিন সর্বপ্রকার ফুল ও ফল থেকে বলবর্ধক রস ও পবিত্র নির্যাস বের করে সুরক্ষিত গৃহে সঞ্চিত রাখে। যদি গাছ-গাছড়ার মাঝে আরোগ্য লাভের উপাদান নিহিত থাকে, তবে এসব নির্যাসের মধ্যে কেন থাকবে না?

কফজনিত রোগে সরাসরি এবং অন্যান্য রোগে অন্যান্য উপাদানের সাথে মিশ্রিত হয়ে মধু ব্যবহৃত হয়। চিকিৎসকরা মাজন তৈরী করতে গিয়ে বিশেষভাবে একে অন্তর্ভুক্ত করেন। এর আরও একটি বৈশিষ্ট্য এই যে, এটি নিজেও নষ্ট হয় না এবং অন্যান্য বস্তুকে দীর্ঘকাল পর্যন্ত নষ্ট হ'তে দেয় না। এ কারণে হাযারো বৎসর ধরে চিকিৎসকরা একে এলকোহল (Alcohol)-এর স্থলে ব্যবহার করে আসছেন।[২৮]

* *আখিলা, উজিরপুর, নাচোল, চাঁপাই নবাবগঞ্জ।*

২৫. বুখারী, মিশকাত, পৃঃ ৩৮৭।
২৬. ইবনু মাজাহ, বায়হাক্বী, মিশকাত, পৃঃ ৩৯১।
২৭. Scientific Indications in the Holy Quran, p. 286.
২৮. তাফসীরে মা'রেফুল কোরআন, ৫ম খণ্ড, পৃঃ ৪০৬।

হযরত আবূ সাঈদ খুদরী (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, তিনি বলেন, জনৈক ব্যক্তি নবী করীম (ছাঃ)-এর নিকট এসে বলল, আমার ভাইয়ের পেটে অসুখ হয়েছে। তখন নবী করীম (ছাঃ) লোকটিকে বললেন, তাকে মধু পান করাও। সে (তার ভাইকে) মধু পান করাল। অতঃপর সে (কিছুক্ষণ পর) পুনরায় এসে বলল, আমি তাকে মধু পান করিয়েছি, কিন্তু তাতে তার অসুখ আরও বেড়ে গেছে। এইভাবে রাসূল (ছাঃ) তাকে তিন বার বললেন (অর্থাৎ লোকটি এসে তার ভাইয়ের অসুখ ক্রমশ বেড়ে যাওয়ার অভিযোগ করত। আর নবী (ছাঃ) তাকে প্রত্যেক বার মধু পান করানোর নির্দেশ দিতেন)। অতঃপর সে চতুর্থবার এসে একই অভিযোগ করল। এবারও নবী করীম (ছাঃ) বললেন, তাকে মধু পান করাও। সে বলল, আমি অবশ্যই তাকে মধু পান করিয়েছি। কিন্তু তার পেটের পীড়া আরও বেড়ে গেছে। তখন রাসূল (ছাঃ) বললেন, আল্লাহ (তাঁর কালামে) যা বলেছেন তা সত্য, তোমার ভাইয়ের পেট মিথ্যা। (অর্থাৎ তার পেটে এখনও দূষিত পদার্থ রয়েছে)। অতঃপর (চতুর্থবার) তাকে মধু পান করানো হ'ল এবং সে আরোগ্য লাভ করল।[২৯]

মধু মাদকাসক্ত রোগীর জন্য খুবই উপকারী। যেমন Scientific Indications in the Holy Quran গ্রন্থে যথার্থই উপস্থাপিত হয়েছে- "It is believed that the Holy Prophet (Sm) used to prescribe honey for different ailments specially for the alcoholics. In modern medicine, Larsen recommends repeated doses of 125 gms of honey for the treatment of chronic alcoholics. The rich content of thiamine and other B-complex Vitamins and various sugars is beneficial for the diseased liver in chronic alcoholics. Digir stated in his study on bee honey. "Its great value in the treatment of chronic alcoholics is being redisco vered today, He quaoted from many scientific journals of Britain, The USA, France, Italy and Germany to show that honey has been used with great success in helping chronic alcoholics restore their vitamin dificiency and ease the process of their detoxification".

অর্থাৎ 'এটি বিশ্বাস করা হয় যে, রাসূলে করীম (ছাঃ) বিভিন্ন অসুখের প্রতিষেধক হিসাবে, বিশেষতঃ মাদকাসক্ত ব্যক্তির জন্যে মধু ব্যবহার করতে বলতেন। আধুনিক চিকিৎসা শাস্ত্রে লার্সের পুরাতন মাদকাসক্ত ব্যক্তির চিকিৎসার জন্যে পুনঃ পুনঃ ১২৫ গ্রাম মাত্রা মধু সেবনের সুপারিশ করেন। পুষ্টিকর উপাদান বিশিষ্ট থিয়ামিন, অন্যান্য বি-কমপ্লেক্স ভিটামিন ও বিভিন্ন প্রকার শর্করা জাতীয় দ্রব্য পুরাতন মাদকাসক্ত ব্যক্তির পীড়িত যকৃত এর জন্যে উপকারী। ডিজির তার মৌমাছির মধু সম্পর্কিত গবেষণায় বলেছেন, 'পুরাতন মাদকাসক্ত ব্যক্তির চিকিৎসার ক্ষেত্রে মধুর বিরাট গুণাগুণ আজ পুনরাবিষ্কৃত হচ্ছে। তিনি বৃটেন, আমেরিকা, ফ্রান্স, ইটালী ও জার্মানীর বহু বিজ্ঞান ভিত্তিক পত্র-পত্রিকা থেকে উদ্ধৃত করে দেখিয়েছেন যে, পুরাতন মাদকাসক্ত ব্যক্তিদের ভিটামিনজনিত অভাব পূরণ করতে এবং তাদের আসক্তি মুক্ত করার প্রক্রিয়া সহজ করতে সফল ভাবে মধু ব্যবহার করা হয়েছে'।[৩০]

মধুর আরো বিশেষ কতগুলি গুণ আছে। যেমন মধু শীতল, লঘুপাক, অগ্নিবল বৃদ্ধিজনক, মলরোধক, চক্ষুপরিষ্কারক, ভগ্ন সংযোগ, ব্রণরোধক, ত্রিদোষনাশক, শুক্রস্তম্ভ কারক এবং হিক্কা, কাশ, জ্বর, অতিসার, বমি, তৃষ্ণা, কৃমি ও বিষদোষণাশক। নতুন মধু কিঞ্চিৎ শ্লেষ্মাবর্ধক ও শরীরের স্থূলতা সম্পাদক।[৩১] তাছাড়া যক্ষ্মা, বহুমূত্র, হৃদরোগ, ব্লাড প্রেসার, বাত ও সিফিলিস রোগের জন্যও মধু উপকারী।[৩২]

নিয়মিত সঠিকভাবে মধু পান করলে রক্তশূন্যতা, ডায়রিয়া বা উদরাময়, আমাশয়, হাঁপানী, কানে ব্যাথা ও কান পাকা, দন্তরোগ, পেট ব্যাথা, চর্মরোগ, জণ্ডিস, অর্শ্বরোগ সহ বেশ কিছু রোগে উপকার পাওয়া যায়।[৩৩] পোড়া ক্ষতে মধু ব্যবহার করলে প্রদাহ হয় না এবং পরবর্তী কালে পোড়ার দাগ তেমন থাকে না। যেমন Encyclopaedia Britannica -তে বলা হয়েছে, "Honey has been used in the treatment of burns and lacerations due to its mild antiseptic properties." অর্থাৎ মধুর কোমল পচন-নিবারক গুণাবলীর কারণে পোড়া, কাটা ইত্যাদি ক্ষত চিকিৎসায় মধু ব্যবহার হয়ে থাকে'।[৩৪]

গ্লুকোজের ঘাটতিতে হৃদপেশীর শক্তি কমে যায়। মধুর ব্যবহার এ ঘাটতি পূরণে সক্ষম। ধমনী সম্প্রসারণ ও করোনারী শিরার রক্ত চলাচল স্বাভাবিক করতে মধুর ভূমিকা অপরিসীম। নিয়মিত মধু পান রক্ত কণিকার সংখ্যা ২৫ থেকে ৩০ ভাগ বৃদ্ধি পায়। কাজেই এনিমিয়া আক্রান্ত রোগীর ক্ষেত্রে মধু উত্তম পানীয়। হাঁপানী রোগে মধুর স্থান সবার উপরে। প্যারিসের ইনষ্টিটিউট অব বী-কালচার-এর পরিচালক রিমে কুভিন বলেন, 'রক্তক্ষরণ, রিকেট, ক্যান্সার এবং শারীরিক দুর্বলতায় মধুর অপরিসীম ভূমিকা রয়েছে'। চিনির বদলে শিশুদেরকে মধু খেতে দেয়া হয়। চিনি দন্ত ক্ষয় ঘটায় কিন্তু মধু তা করে না। মধু ব্যবহারে নবজাতক স্বাস্থ্যবান ও সবল হয়ে ওঠে।[৩৫] নারীদের গোপনাঙ্গের অসহনীয় চুলকানীতে মধুর ব্যবহার অতীব কার্যকরী।[৩৬]

মধু ও মৌমাছি সম্পর্কে বর্ণনা করার পর আল্লাহ তা'আলা আয়াতের শেষে বলেছেন- 'এতে চিন্তাশীল সম্প্রদায়ের জন্য

---

২৯. *বুখারী ও মুসলিম, মিশকাত, পৃঃ ৩৮৭।*

৩০. *Scientific Indications in the Holy Quran, p. 286.*
৩১. *বিজ্ঞান না কোরআন, পৃঃ ৩১৯।*
৩২. *তদেব, পৃঃ ৩২০।*
৩৩. *মাসিক অগ্রপথিক, পৃঃ ১১৪।*
৩৪. *Scientific Indications in the Holy Quran, p. 286.*
৩৫. *বিজ্ঞানের আলোকে কুরআন সুন্নাহ, পৃঃ ২৫।*
৩৬. *তদেব।*

নিদর্শন রয়েছে'। বিজ্ঞানীরা দেখেছেন, মধু খাদ্য হিসাবেও গুরুত্বপূর্ণ। দুধের পরেই আদর্শ খাদ্য হিসাবে মধুর স্থান। মধু সহজেই পরিপাক হয়। শর্করা থাকায় তা সহজেই শক্তিতে রূপান্তরিত হয়। মধুর ক্যালরী উৎপাদন ক্ষমতা অত্যন্ত বেশী। প্রতি কেজি মধুতে ৩১৫৪ থেকে ৩৩৫০ ক্যালরি পরিমাণ শক্তি থাকে। এ্যাথলেট, ফুটবলার, ক্রিকেটার, সাঁতারু, সাইক্লিষ্ট, পর্বতারোহী, ভ্রমণকারী, অফিস-আদালতে মানসিক ও শারীরিক শ্রম প্রদানকারী, কৃষক, শ্রমিক সবার জন্যই মধু এক উৎকৃষ্ট পানীয়।[৩৭]

মধুর চমৎকার গুণাগুণ বর্ণনা করতে গিয়ে আলহাজ্জ আব্দুর রহীম মিঞা লিখেছেন, আয়াতে (নাহল ৬৮) উল্লিখিত হয়েছে মধুতে রয়েছে মানুষের জন্য নানা প্রকার ব্যাধির ঔষধ। আমরা এখন দেখি মধু কি কি ব্যাধি নিরাময় করে।-

১. নানাবিধ ঘায়ের নিরাময়ের জন্য পূর্বে মধুই ছিল একমাত্র ঔষধ। নানাবিধ ক্ষতস্থান ড্রেসিং এর জন্য মধু ব্যবহার করা হ'ত।

২. রক্তের ভিতরের গ্লুকোজ বিতাড়িত করে মধু বহুমূত্র রোগের নিরাময় করে।

৩. নিয়মিত মধু পানকারীর রক্তস্রোত ও ব্যথাযুক্ত গিরা থেকে মধু বাড়তি ইউরিক এসডি সরিয়ে দিয়ে বাতের ব্যথা নিরাময় করে।

৪. জণ্ডিস রোগের কারণ হ'ল দেহে অতিরিক্ত বিলিরুবিন সঞ্চয় হওয়া। মধু বাড়তি বিলিরুবিন সরিয়ে দিয়ে জণ্ডিসের হাত থেকে মানুষকে বাঁচায়।

৫. পূর্বে এমনকি এখনও কবিরাজী সকল প্রকার ঔষধের সাথে মধু মিশিয়ে সেবনের পরামর্শ দেয়া হয়। এমনকি মুমূর্ষু রোগীকে মধুর সাথে মকরধ্বজ নামক স্বর্ণ-সিঁদুর পিষে খাওয়ালে আশাপ্রদ ফল পাওয়া যায়।

৬. পাতলা পায়খানা ও কোষ্ঠকাঠিন্যের জন্য মধু মহৌষধ।

৭. শিশুর জন্মের পরই আমরা তার মুখে মধু দেই। এই মধু কচি বাচ্চাদের শরীর গঠনে বিরাট নিয়ামক।

৮. সর্দ্দি, হাঁচি, কাশি, হাঁপানি, যক্ষ্মা প্রভৃতি বক্ষরোগের (Respiratory tract infaction) জন্য মধু অমৃতের মত কাজ করে।

৯. বিবাহিত যুবকদের পুষ্টির জন্য মধুর চেয়ে শ্রেষ্ঠ কোন খাদ্য নেই বললে অত্যুক্তি হবে না।

১০. নিয়মিত মধু পানে হার্টের রোগ নিরাময় হয়।

১১. পেটের যাবতীয় পীড়ায় যেমন ডায়রিয়া, শিশু কলেরা, আমাশয়, বদহজম, পেট ফাঁপা প্রভৃতিতে মধু ভাল কাজ করে।

১২. মধু একটি কৃমিনাশক ঔষধ।

১৩. মধুতে এক দশমাংশ লৌহ থাকে। তাই মধু রক্তশূন্যতা রোধ করে।

৩৭. *তদেব, পৃঃ ২৫-২৬।*

১৪. দাঁত ও দাঁতের পীড়ায় মধুর গুরুত্ব অপরিসীম।

১৫. কান পাকা ও কানে পুঁজ পড়া, মাথা ব্যথা প্রভৃতিতেও মধু ভাল কাজ করে।

১৬. নিয়মিত মধু পানে ঋতুবতী মহিলাদের মাসিকের যাবতীয় সমস্যা দূর হয়।

১৭. নববিবাহিত যুবকদের পরিমিত শক্তির জোয়ারকে ধরে রাখার জন্য মধুর কোন বিকল্প নেই।[৩৮]

আয়াতে উল্লিখিত নানাবিধ ব্যাধির প্রতিকারে মধুর যে ভূমিকা এখানে তার কিঞ্চিত তুলে ধরা হ'ল। বস্তুতঃ আল্লাহ্‌র এ নে'মতের যে আরো কত গুণ রয়েছে, তা মানুষ ধীরে ধীরে জানতে পারবে। তাইতো জ্ঞানীদের মুখে শুনা যায়- 'More studies are needed to find out all the medicinal values bee honey can provide." অর্থাৎ 'মৌমাছির মধু থেকে যাবতীয় ঔষধীয় গুণাগুণ আবিষ্কার করার জন্য আরো গবেষণার প্রয়োজন'।[৩৯]

আয়ুর্বেদ মতে মধুঃ

আয়ুর্বেদ মতে মধু সাধারণতঃ রস, রক্ত, গোশত, মেদ, অস্থি, মজ্জা, শুক্র, স্তন্য, কেশ, বল, বর্ণ ও দৃষ্টিশক্তি বর্ধক গুণসম্পন্ন পনীয়। মধু বালক-বৃদ্ধ, ক্ষয় রোগী ও দুর্বল লোকের পক্ষে হিতকর। এটা দেহের ওযন, শক্তি, সাহস, জননশক্তির কার্যকারিতা বৃদ্ধি করে। উপরন্তু এটা পেশীর পুষ্টি সাধন, রক্তাপ্লুতা দূরীকরণ, দুর্বলতা নিবারণ প্রভৃতি নানা উপকার সাধন করে থাকে।[৪০]

মোম ও মৌবিষঃ

মোম প্যারাফিন জাতীয় হাইড্রোকার্বন, যা ৬২° সে. তাপমাত্রায় গলে যায়। মৌচাকে নতুন অবস্থায় মোম দেখতে সাদা কিন্তু পুরাতন হ'লে কাল রঙ ধারন করে। কর্মী মৌমাছির পেটের নীচে ৪ জোড়া মোম গ্রন্থি আছে। সে গ্রন্থি থেকে নিঃসৃত রস বাতাসের সংস্পর্শে এসে জমাট বেঁধে এ মোম তৈরী হয়ে থাকে। দশ থেকে ষোল দিন বয়সের কর্মী মৌমাছিদের মোম গ্রন্থি থেকে প্রচুর মোম বের হয়ে থাকে। মৌচাক ও মৌকোষ সমূহ মৌমাছির মোম গ্রন্থি নির্গত রস দিয়ে গঠিত হয়।[৪১]

মৌমাছি একটি বিষাক্ত প্রাণী। তার 'হুলে' থাকে বিষ। মৌমাছির হুলের বিষ থেকে বিশেষ প্রক্রিয়ায় হোমিওপ্যাথিতে Apis Melifica ঔষধটি তৈরী করা হয়েছে। শরীরে মৌমাছির 'হুল' ফোটানোর মত জ্বালা, হুল ফোটানোর পর যেভাবে ফুলে যায় শরীরে এমন এলার্জি

৩৮. *আলহাজ্জ আব্দুর রহিম মিঞা, বিজ্ঞানে কোরআনের মর্মবাণী (রাজশাহীঃ ১৯৯৭ ইং), পৃঃ ৩৬-৩৭।*

৩৯. *Scientific Indications in the Holy Quran, p. 286.*

৪০. *বিজ্ঞান না কোরআন, পৃঃ ৩১৯।*

৪১. *মাসিক অগ্রপথিক, পৃঃ ১১৪।*

দেখা দিলে এবং শোথ রোগে Apis Melifica দারুণ কার্যকারী ঔষধ।[৪২] মৌমাছির বিষ বাত রোগের একটি মহৌষধ। মৌমাছির হুল চিকিৎসায় ৬৬০ জন রোগীর মধ্যে ৫৫৪ জন সম্পূর্ণরূপে আরোগ্য লাভ করে, ৯৯ জনের অবস্থার উন্নতি হয় এবং ১৭ জনের অবস্থা অপরিবর্তিত থাকে, এমন তথ্য পাওয়া গেছে। এছাড়া স্নায়ু প্রদাহ ও স্নায়ুশুল, কয়েকটি চক্ষুরোগ, উচ্চ রক্তচাপ ও কোলেষ্টরেল কমানো, চর্মরোগ ইত্যাদি থেকে আরোগ্য লাভ করা যায়।[৪৩]

মোটকথা আল্লাহ তা'আলা মানুষের জন্য মৌমাছির বিষেও উপকার রেখেছেন, যা মানুষ গবেষণা করে উদ্ধার করেছে।

উপসংহারঃ

পরিশেষে বলা যায়, আল্লাহ তা'আলা কোন প্রাণীকে অনর্থক সৃষ্টি করেননি। তিনি স্বীয় কালামে ঘোষণা করেন, 'আকাশ ও পৃথিবীর মধ্যস্থিত কোন বস্তুকেই আমি বৃথা সৃষ্টি করিনি' *(ছোয়াদ ২৭)*। আমরা যদি মৌমাছির মত ক্ষুদ্র প্রাণীটির দিকে আমাদের চক্ষুদ্বয় ফিরাই তাহ'লে এই আয়াতের সত্যতা আমাদের সামনে পূর্ণিমা শশীর মত ঝলমল হয়ে উঠবে। কারণ এই মৌমাছিগুলি পরিশ্রম করে বহু পথ ভ্রমণ করে মধু সঞ্চয় করে। আর আমরা সেগুলি অতি সহজেই বিভিন্ন পন্থায় সংগ্রহ করে পান করে থাকি। যার মধ্যে আল্লাহ রেখে দিয়েছেন বহু রোগ প্রতিষেধক গুণাগুণ। তাই মধু নিঃসন্দেহে উত্তম ও উপকারী পানীয়।

মধু ও মধুমক্ষিকা উভয়ই আল্লাহ্‌র বিশেষ নে'মত। আল্লাহ্‌র আদেশে বিশেষ কৌশলে মধু উৎপাদনকারী মৌমাছিও তাই আল্লাহ্‌র এক প্রিয় সৃষ্টি। এজন্য মহানবী (ছাঃ) মৌমাছিকে বধ করতে নিষেধ করেছেন।[৪৪]

৪২. বিজ্ঞানের আলোকে কোরআন সুন্নাহ, পৃঃ ২৬।
৪৩. মাসিক অগ্রপথিক, পৃঃ ১১৫।
৪৪. আবূদাঊদ ও দারেমী, মিশকাত, পৃঃ ৩২৬২।

এম, এস মানি চেঞ্জার
বাংলাদেশ ব্যাংক অনুমোদিত
বিদেশী মুদ্রা, ডলার, ফ্রাঙ্ক, সুইস ফ্রাঙ্ক, ই বিক্রয় করা হয়। ডল ক্রয় করা হয় ও প করা হয়।
এম, সাহেব বাজার (সিনথিয়া
ফোনঃ ৭৭৫৯০২,
মোবাইল

বৈবাহিক পদ্ধতিঃ আধুনিক ও ইসলামিক দৃষ্টি কোণে

*মুহাম্মাদ আমীরুল হক**

নিখিল বিশ্বের সর্বজ্ঞ, সর্বদ্রষ্টা ও সর্বনিয়ন্তা হ'লেন আল্লাহ। দুর্জ্ঞেয় রহস্য ঘেরা এ বিশাল জগত তাঁর শিল্প নৈপুন্যে, মনমুগ্ধকর ফলে-ফুলে ও অকল্পনীয় জড়প্রাণিজ এবং সৌর সুষমায় চমৎকারিত্বের অপূর্ব প্রাচুর্যতায় সৌন্দর্যমণ্ডিত। তাইতো কবি বিস্ময়াভিভূত হয়ে বলেছেন- 'দুর্জ্ঞেয় রহস্য সিন্দু হিন্দোলিছে এপার ওপার, নাই, নাই, নাই কোথা পার'। অপরদিকে পরমা সুন্দরী রমণী সৃষ্টি করে হৃদয় ভুবন বিমোহিত ও সুশোভিত করেছেন। আর নারী-পুরুষের মাঝে অবর্ণনীয় আকর্ষণ রেখে দিয়েছেন, যা সুনির্দিষ্ট পন্থায় ব্যবহৃত না হ'লে সমাজের পরিবেশ চরম বিশৃংখল হয়ে পরম বিপর্যয় ডেকে আনবে। এ প্রসঙ্গে হাদীছে এরশাদ হচ্ছে, عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا تَرَكْتُ بَعْدِيْ فِتْنَةً أَضَرُّ عَلَى الرِّجَالِ مِنَ النِّسَاءِ- অর্থাৎ 'হযরত উসামাহ ইবনে যায়েদ (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, পুরুষের পক্ষে নারী অপেক্ষা অধিক ক্ষতিকর বিপদের জিনিস আমি আমার পরে আর কিছু রেখে যাচ্ছি না'।[১]

আল্লাহ হযরত আদম (আঃ) ও হাওয়া (আঃ)-এর মাধ্যমে বৈবাহিক পদ্ধতির ভিত্তি স্থাপন করেন। কিন্তু কালের ক্রমাগত আবর্তন-বিবর্তন হেতু মানুষ ধীরে ধীরে প্রকৃত সত্য হ'তে পদস্খলিত হয়ে পাপ-পঙ্কিলতার গহীন অরণ্যে প্রবিষ্ট হয়ে আল্লাহ প্রদত্ত সুন্দর, সুষ্ঠু ও রুচিশীল বৈবাহিক পদ্ধতি বিকৃত করতঃ স্বেচ্ছাচারী অশালীন আইন প্রনয়ণ করে তদানুযায়ী বৈবাহিক ব্যবস্থা নিষ্পন্ন করতে থাকে। অবশেষে হযরত মুহাম্মাদ (ছাঃ) পৃথিবীতে আবির্ভূত হওয়ায় তাঁর গোচরীভূত হ'লঃ বৈবাহিক পদ্ধতি এক অশালীন ও অমার্জিত পদ্ধতির অন্তরালে বুক ভরা ব্যাথায় মাতম করছে। ফলে তিনি যাবতীয় অজ্ঞতা প্রসূত পদ্ধতির পরিবর্তে এক সুন্দরতম নিয়ম প্রণয়ন করেন। যা আল্লাহ প্রদত্ত ও সর্বকালোপযোগী। কিন্তু দুঃখজনক হ'লেও সত্য যে, মুসলিম স্বীয় সভ্যতা-সংস্কৃতির ঐতিহ্যবাহী দেদীপ্যমান আলোকবর্তিকা হ'তে ছিটকে পড়ে পরানুকরণের স্রোতে ভেসে গিয়ে মনে করেছে ওটাই তাদের কৃষ্টি-কালচার। বিশেষতঃ উল্লেখ্য যে, হিন্দুয়ানী বৈবাহিক সংস্কৃতি উপমহাদেশের মুসলিম সংস্কৃতিতে এতই প্রভাব বিস্তার

** সহকারী শিক্ষক, যয়নুল আবেদীন ইসলামিয়াহ মাদরাসা, জাহানাবাদ (সুলতানগঞ্জ), গোদাগাড়ী, রাজশাহী।*
১. বুখারী, মুসলিম, মিশকাত শরীফ, বঙ্গানুবাদ ও ব্যাখ্যাসহ, ষষ্ঠ জিলদ, মাওঃ নূর মোহাম্মাদ আযমী, ১৯৯৫ ইং, পৃঃ ১৪৩, হা/২৯৫১।

করেছে যে, মুসলিম বৈবাহিক সংস্কৃতির অধিকাংশই প্রকৃত রূপের উপর প্রতিষ্ঠিত নেই। পাঠকদের উদ্দেশ্যে বর্তমান ও ইসলামী চিত্র নিম্নে প্রদত্ত হ'লঃ

যৌতুকঃ

এটা মুসলিম সমাজের জন্য মহা অভিশাপ ও মুসলিম বৈবাহিক সংস্কৃতির স্বচ্ছ সলিলে মলিনতার সৃষ্টি করেছে। এটা মানব সমাজে জেঁকে বসে দাম্পত্য জীবনের সুখ-শান্তিতে মরণ কামড় বসিয়েছে। সমাজে এর বিষক্রিয়া এখন ক্রমবর্ধমান। ফলে নারী মর্যাদা ভূলুণ্ঠিত এবং পারিবারিক জীবনে নেমে এসেছে অশান্তির কালো ছায়া। আর এর হিংস্র ছোবলে কত পিতা যে লজ্জার আবরণ ছিন্ন করে পথে বের হয়েছে, তার ইয়ত্তা নেই। ধিক এ সমাজ ব্যবস্থার ধারক-বাহকদের! পুরুষত্বের অবমাননাকারী বরের অভিভাবক কৌশল করে বলে থাকেন, 'বিয়াই সাহেব যৌতুক-ফৌতুকের দরকার নেই। তবে বুঝতেই তো পারছেন, যুগটা কেমন চলছে। ওদিকে খেয়াল রাখলেই হবে'। আবার কেউ বলেন, 'বিয়াই! আপনারইতো মেয়ে-জামাই, সাজিয়ে দিলেই হবে' ইত্যাকার কতই ছল-চাতুরী তার ইয়ত্তা নেই। এসব কিছুই যৌতুক আদায়ের কৌশল মাত্র। তেমনিভাবে উপঢৌকনের বাহানা করে শ্বশুরকে কষ্ট দিয়ে পরিধেয় জিনিস নেওয়াও যৌতুক। আল্লাহ বলেন, 'তোমরা খুশি মনে স্ত্রীদেরকে তাদের মোহর দিয়ে দাও' *(নিসা ৪)*। আল্লাহ পাক এ আয়াতে যৌতুকের বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদ করেছেন।

ওহে পুরুষত্বের অবমাননাকারী যুবক! ভেবে দেখেছ কি? এই যৌতুকই দুর্বল নারীত্বকে অহমিকার শীর্ষ চূড়ায় অধিষ্ঠিত করে স্বামী নিগ্রহের সুড়সুড়ি দেয়। প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ্য যে, তথাকথিত একশ্রেণীর সমাজপতিগণ মোহর নিয়ে দর কষাকষি করেন এবং বলেন, মোহর বেশি ধার্য করা এবং মোহর বাকী রাখা খুবই ভাল। কারণ হিসাবে তারা বলেন, বেশি ও বাকী মোহর মেয়ের বৈবাহিক জীবনকে স্থায়ী করে। অথচ হাদীছে এরশাদ হয়েছেঃ

عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ قَالَ اَلاَ لاَتُغَالُوْا صَدُقَةَ النِّسَاءِ فَاِنَّهَا لَوْ كَانَتْ مَكْرُمَةً فِى الدُّنْيَا وَتَقْوى عِنْدَ اللّٰهِ لَكَانَ اَوْلَكُمْ بِهَا نَبِىُّ اللّٰهِ (صلى اللّٰه عليه وسلم) مَا عَلِمْتُ رَسُوْلُ اللّٰهِ صلى اللّٰه عليه وسلم نَكَحَ شَيْئًا مِنْ نِسَائِه وَلاَ اَنْكَحَ شَيْئًا مِنْ بَنَاتِه عَلَى اَكْثَرِ مِنْ اِثْنَتَىْ عَشَرَةَ اُوْقِيَةً–

অর্থঃ হযরত ওমর ইবনুল খাত্ত্বাব (রাঃ) বলেন, 'সাবধান! তোমরা নারীদের মোহর বৃদ্ধি কর না। কেননা তা যদি দুনিয়াতে সম্মানের এবং আখেরাতে আল্লাহ্র নিকট তাক্বওয়ার বিষয় হ'ত, তবে তোমাদের চেয়ে ব্যাপারে নবী করীম (ছাঃ)-ই অধিক উপযোগী ছিলেন। কিন্তু রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বার উকিয়ার বেশি দিয়ে তাঁর কোন স্ত্রীকে বিবাহ করেছেন অথবা তাঁর কোন কন্যাকে বিবাহ দিয়েছেন বলে আমার জানা নেই'।[২] হযরত ফাতিমা (রাঃ)-এর মোহর ছিল চারশত দিরহাম বা ১০৫ তোলা রূপা। ১৩৭৭ সালের হিসাব অনুযায়ী রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর সর্বোচ্চ মোহর হ'ল, ১২ উকিয়া বা ১৩১/০ তোলা রূপা। অর্থাৎ ৭৮৭ টাকা ৫০ পয়সা। আর ফাতিমা (রাঃ)-এর মোহর ছিল ৬৩০ টাকা।[৩] পৃথিবীতে এমন কে আসবেন যে, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর চেয়ে বেশি মর্যাদাবান? যার মোহর রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর চেয়ে বেশি হওয়া বাঞ্ছনীয়। এমন কে জন্মিবে, যে ফাতিমা (রাঃ)-এর সকল প্রকার গুণকে অতিক্রম করে তাঁর চেয়ে বেশী মোহরের হক্বদার হবে? এর পরেও কি আমাদের জ্ঞান চক্ষু উন্মীলিত হবে না?

পাত্রী দর্শনঃ

আমাদের দেশে পাত্রী দর্শনের জন্য ১০/১৫ জনের একটি বিরাট দল মিষ্টি-মিষ্টান্নসহ কন্যার বাড়ীতে যান। রকমারী খাবার শেষে পাত্রী দেখার জন্য বৃত্তাকারে চেয়ার সাজানো হয় এবং ঐ পাত্রীকে আধুনিক স্টাইলে রকমারী কৃত্রিমতায় মুখমণ্ডলসহ দর্শনীয় অঙ্গগুলো লোভনীয় করে বৃত্তের মধ্যস্থলে উপবেশন করতঃ নানান প্রশ্ন ও মাথার পর্দাবরণ সরিয়ে ভাল রূপে দর্শন করা হয়। এ সব মানুষ জানে না যে, এটা কত বড় অন্যায়। আল্লাহ বলেন, 'হে মুসলিম পুরুষগণ! যখন কোন কাজের জিনিস তাদের (পরনারীর) কাছে চাওয়ার প্রয়োজন হয়, তখন তোমরা পর্দার আড়াল হ'তে চাও' *(আহযাব ৫৩)*। অন্যত্র বলেন, 'হে রাসূল! আপনি মুমিনদেরকে বলুন, তারা যেন তাদের চক্ষু অবনমিত রাখে' *(নূর ৩০)*। অর্থাৎ কোন পরনারীর প্রতি যেন না তাকায়। উক্ত আয়াতদ্বয় দ্বারা এ পদ্ধতিতে পাত্রী দর্শন নাজায়েয প্রমাণিত হয়।

থুবড়াঃ

বিবাহের দু'তিন দিন পূর্বে বর ও কনেকে স্ব-স্ব গৃহে নির্দিষ্ট আসনে বসিয়ে রাতের প্রথমাংশে আত্মীয়-স্বজন ও প্রতিবেশী এবং শিশু-কিশোর, যুবক-যুবতী, আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা মাহরাম, গায়ের মাহরাম সকলে মিষ্টান্ন (মিষ্টি, ফল-মুল ও পিঠা-পায়েস ইত্যাদি) তুলে খাওয়ায় এবং সেই সাথে নব যুবতীগণ গীত গেয়ে পয়সা আদায় করে থাকে। এটিকে থুবড়া বলা হয়।

একবার কি চিন্তা করে দেখেছেন কি, আপনারা কি কাজ করছেন? এত গর্হিত কর্ম করেও কি আপনি গর্বিত? অথচ এই উৎসব যুবক-যুবতীদেরকে পাপের উৎসমূলে পৌঁছে দিচ্ছে। কারণ ঐ উৎসবই কল্পনার প্রভঞ্জন উড়িয়ে নিয়ে তাকে জঘণ্যতম পাপের অথৈ সাগরে নিক্ষিপ্ত করে।

---

২. *মিশকাত ঐ, হা/৩০৬৬।*
৩. *মিশকাত ঐ, পৃঃ ১৯৫।*

গায়ে হলুদঃ

সাধারণতঃ বিবাহের দু'তিন দিন পূর্বে বর ও কনের 'গায়ে হলুদে'র আয়োজন করা হয়। যার প্রকৃত রূপ চিন্তা করলে যে কোন ঈমানদারের অন্তরাত্মা আৎকে উঠবে। এ বিভৎস অবস্থা লিখতেও লজ্জা পাচ্ছি। বরের শরীরের সর্বাঙ্গে হলুদ মাখায় ভাবী, চাচাত বোন, মামাতো বোন, ফুফাতো বোন ও খালাত বোন প্রমুখাৎ। এককথায় যে কোন মহিলাই এতে অংশগ্রহণ করতে পারে। বিশেষ করে রাতে হলুদ মাখানোর নামে অশ্লীল বিনোদনের ধুমধাম পড়ে যায়।

ওয়ালীমাঃ

বিবাহোত্তর লোকজনকে কিছু খাওয়ানোকে 'ওয়ালীমা' বলে। 'ওয়ালীমা' সুন্নাত। তবে নাম প্রকাশের জন্য খাওয়ানো বা গরীবদের ছেড়ে শুধু বড়লোকদের খাওয়ানো পাপের কাজ। আমাদের দেশে প্রচলিত ওয়ালীমাতে রয়েছে প্রতিযোগিতা। মুখ্য উদ্দেশ্য উপহার গ্রহণ, গান-বাজনার আসর, মহা ধুমধাম। যা সুন্নাতের বিপরীত। বিধায় এরূপ কাজ পরিত্যাজ্য। রাসূল (ছাঃ)-এর সবচাইতে আড়ম্বরপূর্ণ 'ওয়ালীমা' সম্পর্কে হযরত আনাস (রাঃ) হ'তে নিম্নোক্ত হাদীছটি বর্ণিত হয়েছে-

عَنْ اَنَسٍ قَالَ قَالَ مَا اَوْلَمَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صلى الله عليه وسلم عَلَى اَحَدٍ مِّنْ نِّسَائِهِ مَا اَوْلَمَ عَلَى زَيْنَبَ اَوْلَمَ بِشَاةٍ (متفق عليه)

'হযরত আনাস ইবনে মালেক (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) স্বীয় বিবি যয়নাবের বিবাহে যত বড় ওয়ালীমা করেছিলেন, তত বড় ওয়ালীমা তিনি পরবর্তী কোন বিবির বিবাহে করেননি। তাতে তিনি একটি বকরী দিয়ে 'ওয়ালীমা' করেছেন।[৪]

অন্য রেওয়ায়াতে হযরত ছাফিয়াহ্ বিনতে শায়বা (রাঃ) বলেন, 'নবী করীম (ছাঃ) তাঁর এক বিবির ওয়ালীমা করেন মাত্র দু'মুদ জব দ্বারা'।[৫] দু'মুদ-এর পরিমাণ প্রায় সোয়া সের। সুতরাং এত জাঁকজমক ও আড়ম্বরপূর্ণ অনুষ্ঠান সুন্নাতের অনুকূল নয়, যা বর্জন করা আবশ্যক। যেমন *রাসূল (ছাঃ) বলেন, 'যে ব্যক্তি এমন কাজ করবে, যার* উপর আমার কোন নির্দেশ নেই, তা প্রত্যাখ্যাত' (মুসলিম)। অতএব আসুন! কেবলমাত্র রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর জীবনাদর্শ থেকে যাবতীয় সমস্যার সমাধানা গ্রহণ করে ধন্য হই।

বিবাহ বন্ধনঃ

আমাদের দেশে প্রচলিত পদ্ধতি হ'ল উভয় পক্ষের দু'জন করে সাক্ষী এবং যিনি বিবাহ পড়াবেন তিনি বরের নিকট অনুমতি নিয়ে চলে যান পাত্রী কক্ষে, যেখানে আরো সুসজ্জিতা রমণীগণ তার চতুষ্পার্শ্বে উপবিষ্ট থাকেন। আরো একটি মজার কথা হ'ল, পাত্রী যতক্ষণ পাত্র কর্তৃক প্রদেয় পোশাক ও ভূষণে সজ্জিতা না হবে, ততক্ষণ কবূল করাবেন না। তারপর খুৎবা পাঠান্তে বরকে কবূল করাবেন এবং বরের জন্য সমবেতভাবে হাত তুলে দো'আ করেন। তৎপর বর দাঁড়িয়ে সকলকে সালাম প্রদান করবেন। আরো উল্লেখ্য যে, বরকে কালেমা পড়িয়ে নতুন ভাবে মুসলমান করে বিবাহ পড়ানো হয়। মাথায় টুপি না দিয়ে বিবাহ পড়ানো অপসন্দনীয় মনে করা হয়। অথচ এমনও হয় যে, ঐ বর ছালাত আদায় করে না। কি অদ্ভুত সমাজ ব্যবস্থা। অথচ এসবের প্রতিবাদ করায় তারা বলে, এখনকার দু'পাতার বই পড়া টাট্‌কে-ফুট্‌কে মৌলভীরা শুধু দুর্বল মাসআলা দিয়ে সমাজটা ধ্বংস করে দিল। এসবের মাধ্যমে নাকি বিবাহ বন্ধন মযবূত হয়! এটা তাদের জোরালো দাবী। এসব খোঁড়া দাবী হাসপাতালের পচা ডাষ্টবিনেও স্থান পাবে না। এটা আল্লাহ ও তাঁর রাসূল (ছাঃ)-এর বিধানের উপর বাড়াবাড়ি বৈ কি? কিছু শিশ্নোদরপরায়ণ লোক এই প্রথা জীবন্ত রাখার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা চালাচ্ছে। কারণ হক্ব কথা বললে ইমামতি, চাকুরী ও অনুদান বন্ধ হয়ে যাবে। আল্লাহ্‌র প্রতি এদের এ ব্যাপারে কোনই ভরসা নেই। অথচ আল্লাহ বলেন, وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِى الْاَرْضِ إِلاَّ عَلَى اللّٰهِ رِزْقُهَا– 'পৃথিবীতে এমন কোন প্রাণী নেই, যার রিযিকের দায়িত্ব আল্লাহ্‌র উপর নেই' *(হূদ ৬)*।

মহিলা বরযাত্রীঃ

বরের শুভ বিবাহে বরযাত্রীর সুদীর্ঘ পথ চলার প্রতিটা মুহূর্ত আনন্দ সৌরভে সুরভিত রাখার জন্য চালু করা হয়েছে এই বিদ'আতী মহিলা বরযাত্রী প্রথা। এরা আধুনিক স্টাইলে রকমারী বেশভূষায় পাতলা আবরণে আকর্ষিণী সেজে যুবকদের দুর্বল হৃদয়কে মুষড়ে দিচ্ছে। এটা ফিতনার অন্যতম হাতিয়ার, যা পরিত্যাগ করা অপরিহার্য। এরশাদ হচ্ছে 'তোমরা গৃহাভ্যন্তরে অবস্থান করবে, মূর্খতা যুগের অনুরূপ নিজেদেরকে প্রদর্শন করবে না' *(আহযাব ৩৩)*।

পটকাঃ

এটা বরযাত্রীর আমিত্ববোধের বহিঃপ্রকাশ মাত্র। যা রাস্তায় ফাটিয়ে আনন্দোল্লাসে মেতে ওঠে। অথচ এটা একদিকে হিন্দুয়ানী সভ্যতার অনুকরণ। এ সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, مَنْ تَشَبَّهَ بِقَوْمٍ فَهُوَ مِنْهُمْ– 'যে ব্যক্তি কোন দলের অনুকরণ করবে, সে ঐ দলের অন্তর্ভুক্ত হয়ে ক্বিয়ামত দিবসে উত্থিত হবে'।[৬]

এটা অপরপক্ষে অপচয়। আল্লাহ বলেন, إِنَّ الْمُبَذِّرِيْنَ كَانُوْا إِخْوَانَ الشَّيَاطِيْنِ– 'নিশ্চয়ই অপচয়কারীরা শয়তানের ভাই' *(বনী ইস্রাঈল ২৭)*।

৪. *ঐ, পৃঃ ২০০, হা/৩০৭৩।*
৫. *বুখারী, মিশকাত, ঐ পৃঃ ২০১, হা/৩০৭৭।*
৬. *আবুদাঊদ।*

গেট ঘেরাঃ

কিছু পয়সার আশায় বরযাত্রীদের পথ ঘেরাও করা হয়। সামান্য ক'টা টাকার জন্য মেহমানদের আপ্যায়নের পরিবর্তে অপমানের পথ তৈরী করে রাসূল (ছাঃ)-এর সুমহান আদর্শকে কলুষিত করে বিদ'আত চালু করা হয়। সমাজ পরিচালক ও এর মৌন সমর্থক ইমামগণ আর কতদিন নিশ্চুপ থাকবেন?

স্টেজ সাজানোঃ

কি আশ্চর্য সমাজ ব্যবস্থা। প্রথমে অপমান, পরে আপ্যায়ন। তাও উদ্দেশ্যপ্রণোদিতভাবে বর ও কোল বরের সম্মানার্থে তৈরী করা হয় মঞ্চ। যার চতুর্কোণে চারটি কলা গাছ ও শোভা বর্ধনের জন্য থরে থরে থাকে রকমারী কৃত্রিম ফুলের সমাহার। একটি ফিতা দ্বারা গেট লক করা হয়। প্রবেশের জন্য রাখা হয় একটি কাচি। ভিতরে টেবিলের উপর চারটি গ্লাসের দু'টিতে শরবত ও দু'টিতে পানি এবং একই রঙে রঙিন করে উল্টো করে রাখা হয়। সাথে সাথে মিষ্টান্ন জিনিস। এসবের পিছনেও রয়েছে পয়সার ধান্দা। প্রিয় পাঠক! দেখছেন, অতিথি আপ্যায়নের কি চমৎকার ব্যবস্থাপনা? এসব আচরণ রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর আদর্শের বিরোধী বিধায় পরিত্যাজ্য।

মিষ্টি খাওয়ানোঃ

শ্বশুরালয়ে বরের প্রথম পদচারণার শুরুতেই ঠকাঠকির আসর। বরকে নির্দিষ্ট আসনে বসিয়ে সামনে মিষ্টান্ন জিনিস রেখে পালাক্রমে শ্যালক-শ্যালিকা শ্যালক বউ ও অন্যান্যরা কে চালাক তার পরীক্ষা নেয়। বর যদি তার হাত ধরে কামড়িয়ে মিষ্টি খেতে পারে, তাহ'লে বর চালাক। আর বর যদি লজ্জা হেতু হাত না ধরে হা করে থাকে, তাহ'লে তখন তার মুখের নিকট হ'তে হাত টেনে নিয়ে নিজের মুখে পুরে দেয়। কি অমানবিক শয়তানী খেলা। এ ধরনের আচরণ বর্জন করা যরূরী।

মালা পরানোঃ

নব জামাতা ও কোল বরকে বাড়ী নিয়ে গিয়ে টেবিলের উপর খাবার পরিবেশন করা হয়। টেবিলের উভয় পার্শ্বে চেয়ারে বর উপবেসন করেন। হালকা খাবার শেষ হ'লে চতুপার্শ্বে কিশোর-কিশোরী, যুবক-যুবতী, এককথায় সর্বপ্রকার নর-নারীর ভিড়ের মধ্যে বর দ্বয়ের গলায় মালা পরানো হয় এবং এর পূর্বে ও পরে বর ও কোল বরসহ সমবেত জনতার চিত্তবিনোদন কল্পে নব যুবতীগণ তাদের সদা সুস্মিতা লোচন যুগলের লোলুপ দৃষ্টি প্রসারিত করে গীত পরিবেশন করে, কিছু পয়সা আদায়ের জন্য। আল্লাহ বলেন, 'যদি বিশেষ কারণবশতঃ কথা বলতেই হয়, তাহ'লে পুরুষদের সঙ্গে কঠোর ভাষায় কথা বলবে'। কোমল ভাষায় কোমল স্বরে কথা বলবে না'।

হিন্দুয়ানী সাজঃ

আধুনিক নারী যখন রূপচর্চার প্রতিযোগিতায় কোমর বেঁধে নেমেছে, পাশাপাশি মুসলিম রমণীগণও তাদের সাথে তাল মিলিয়ে ইসলাম এর দীপ্তিমান সংস্কৃতিকে কলংকিত করেছে। নব বধুর সিঁথিতে সিঁদুর, ললাটে টিকলী, নয়নে অ লী, ওষ্ঠে লিপস্টিক, কপোলে বিন্দি ও মুক্তা জরি এবং আজানু লম্বা চুলের উপর ছড়িয়ে দেয় অতি আকর্ষণীয় রক্তিম ফ্যাশানে পাতলা ওড়না। আর গায়ে চোখ ঝলসানো শাড়ী, যা ললিত রূপকে করে তুলে আরও মোহনীয়।

ইসলামের গৌরবান্বিত আলোকোজ্জ্বল বৈবাহিক সভ্যতা, সংস্কৃতি বিগত ১৪ শতাধিক বছরে বিজাতীয় অপসংস্কৃতির ক্রমাগত আগ্রাসনে তার আসল লাবণ্যময় রূপের ঝলক ঢাকা পড়েছে। তাই নিম্নে সংক্ষিপ্তাকারে তার আসল রূপ তুলে ধরা হ'লঃ

বিবাহের উপযুক্ত সময়ঃ

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُوْدٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ فَإِنَّهُ أَغَضُّ لِلْبَصَرِ وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وِجَاءٌ- (متفق عليه)

'হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসঊদ (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, 'হে যুবক সম্প্রদায়! তোমাদের মধ্যে যে বিবাহের সামর্থ্য রাখে, সে যেন বিবাহ করে। কেননা উহা চক্ষুকে অবনত রাখে এবং লজ্জাস্থানকে রক্ষা করে। আর যে সামর্থ্য রাখে না, সে যেন ছিয়াম পালন করে। কারণ ছিয়াম হ'ল যৌন ক্ষুধা দমনকারী'।[৭]

বিবাহের সংখ্যাঃ

এ সম্পর্কে পবিত্র কুরআনে এরশাদ হচ্ছে, فَانْكِحُوْا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلاَثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَنْ لاَّ تَعْدِلُوْا فَوَاحِدَةً- 'সে সব মেয়েদের মধ্যে থেকে যাদের ভাল লাগে তাদের বিয়ে কর দুই, তিন কিংবা চারজন পর্যন্ত। আর যদি এরূপ আশংকা কর যে, তাদের মধ্যে ন্যায় সঙ্গত আচরণ বজায় রাখতে পারবে না তাহ'লে একজনই যথেষ্ট' *(নিসা ৩)*। উক্ত আয়াতে যৌন ও আর্থিক ক্ষমতাবান পুরুষকে একাধিক নারী বিবাহের প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে। যাতে নারী আধিক্যতা হেতু পথের ভিখারী না হয়।

৭. মিশকাত, হা/২৯৪৬।

কোন্ নারীকে বিবাহ করতে হবে?ঃ

হাদীছে এরশাদ হয়েছেঃ

عَنْ أَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تُنْكَحُ الْمَرْاَةُ لِاَرْبَعٍ لِمَالِهَا وَلِحَسَبِهَا وَلِجَمَالِهَا وَلِدِيْنِهَا فَاظْفَرْ بِذَاتِ الدِّيْنِ تَرِبَتْ يَدَاكَ (متفق عليه)

'হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, 'নারীকে বিবাহ করা হয় চারটি কারণে। তার ধন-সম্পদ, বংশ মর্যাদা, সৌন্দর্য ও ধর্মের কারণে। সুতরাং ধার্মিকা নারীকে অগ্রাধিকার দাও। (অন্যথায়) তুমি ধ্বংস হও'।[৮]

হবুপত্নী দর্শনঃ

এ সম্পর্কে হাদীছের বর্ণনা নিম্নরূপঃ

وَعَنِ الْمُغِيْرَةِ بْنِ شُعْبَةَ قَالَ خَطَبْتُ امْرَاَةً فَقَالَ لِىْ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَلْ نَظَرْتَ اِلَيْهَا- قُلْتُ لاَ- قَالَ فَانْظُرْ اِلَيْهَا فَاِنَّهُ اَحْرَى اَنْ يُّؤْدَمَ بَيْنَكُمَا- رواه احمد والترمذى والنسائى وابن ماجة والدارمى-

'হযরত মুগীরা ইবনে শো'বা (রাঃ) বলেন, আমি জনৈকা নারীকে বিবাহের প্রস্তাব করলাম। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) আমাকে বললেন, 'তুমি কি তাকে দেখেছ'? আমি বললাম, না। তিনি বললেন, 'তাকে দেখে নাও। কেননা এতে তোমাদের উভয়ের মধ্যে ভালবাসা জন্মাবে'।[৯]

অভিভাবক কর্তৃক পাত্রীর অনুমতি গ্রহণঃ এ

প্রসঙ্গে হাদীছে এসেছে,

عن ابى هريرة قال قال رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لاَتُنْكَحُ الْاَيِّمُ حَتَّى تُسْتَاْمَرَ وَلاَتُنْكَحُ الْبِكْرُ حَتَّى تُسْتَاْذَنَ قَالُوْا يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَكَيْفَ اِذْنُهَا قَالَ اَنْ تَسْكُوْتَ (متفق عليه)

আবু হুরায়রা (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, 'বালেগা বিবাহিতা নারীকে বিবাহ দেওয়া যাবে না, যতক্ষণ না তার স্পষ্ট অনুমতি নেওয়া হয়। এরূপে বালেগা কুমারীকেও বিবাহ দেওয়া যাবে না, যতক্ষণ না তার অনুমতি গ্রহণ করা হয়। ছাহাবীগণ জিজ্ঞেস করলেন, হে আল্লাহর রাসূল (ছাঃ)! তার অনুমতি কিরূপে বুঝা যাবে? (সেতো কথা বলবে না) তিনি বললেন, চুপ থাকাই তার অনুমতি'।[১০]

প্রকৃত অভিভাবক ব্যতীত বিবাহ হয় নাঃ

এরশাদ হচ্ছে,

عَنْ اَبِىْ مُوْسَى عَنِ النَّبِىِّ صَلَى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لاَ نِكَاحَ اِلاَّ بِوَلِىٍّ (رواه أحمد والترمذى)

'হযরত আবূ মূসা আশ'আরী (রাঃ) নবী করীম (ছাঃ) হ'তে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন, 'ওয়ালী (অভিভাবক) ছাড়া বিবাহ হয় না'।[১১]

প্রস্তাবের উপর প্রস্তাব না করাঃ

এরশাদ হচ্ছে,

عن ابى هريرة قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لاَ يَخْطُبُ الرَّجُلُ عَلَى خُطْبَةِ اَخِيْهِ حَتَّى يَتْرُكَ (متفق عليه)- يَنْكِحَ اَوْ

'হযরত আবু হুরায়রাহ (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, 'কোন ব্যক্তি যেন তার (মুসলমান) ভাইয়ের প্রস্তাবের উপর প্রস্তাব না করে। যতক্ষণ না সে বিয়ে করে অথবা ছেড়ে দেয়'।[১২]

আমোদ-প্রমোদঃ

এরশাদ হচ্ছে,

عن عائشة قالت كَانَتْ عِنْدِىْ جَارِيَةٌ مِنَ الْاَنْصَارِ زَوَّجْتُهَا فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَلاَ تُغَنِّيْنَ فَاِنَّ هَذَا الْحَيَّ مِنَ الْاَنْصَارِ يُحِبُّوْنَ الْغِنَاءَ-

'হযরত আয়েশা (রাঃ) বলেন, আমার নিকট এক আনছারী মেয়ে ছিল। আমি তাকে বিবাহ দিলাম। তখন রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বললেন, 'আয়েশা তোমরা কি গানের ব্যবস্থা করনি? এ আনছারী মহল্লাবাসীরা তো গানকে ভালবাসে'।[১৩]

বিবাহে গান গাওয়া যায়। তবে যুবক-যুবতী দ্বারা গান গাওয়ানো যাবে না। আবার বাদ্য যন্ত্র সহকারে গান পরিবেশন করা নিশ্চিত রূপে হারাম।[১৪]

---

৮. *মিশকাত, ঐ, হা/২৯৪৮।*
৯. মিশকাত, ঐ, হা/২৯৭৩।
১০. *মিশকাত, ঐ, হা/২৯৯২।*
১১. মিশকাত, ঐ, হা/২৯৯৬।
১২. মিশকাত, ঐ, হা/৩০০৯।
১৩. মিশকাত, ঐ, হা/৩০১৯।
১৪. মিশকাত, ঐ, পৃঃ ১৭২।

মোহরঃ

এরশাদ হচ্ছে, وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً 'আনন্দচিত্তে নারীদের মোহর দিয়ে দাও' *(নিসা ৪)*।

মোহরের পরিমাণঃ

মোহরের নির্দিষ্ট কোন পরিমাণ নেই। এটা সাধারণত বরের আর্থিক সঙ্গতির উপর নির্ভরশীল। তবে ওমর (রাঃ)-এর হাদীছ হ'তে প্রমাণিত হয় যে, বেশি মোহরে কোন কল্যাণ নেই। বিধায় আকাশ চুম্বি মোহর বর্জনীয়'।[১৫] রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর বিভিন্ন হাদীছ দ্বারা আমাদের দেশের গগণচুম্বি ও বাকী মোহরের প্রতিবাদ করা হয়েছে। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর যুগে কুরআন শিক্ষা দেওয়া, আংটি প্রদান, এক অঞ্জলী ছাতু, একমুঠো খেজুর, এক জোড়া সেণ্ডেল ইত্যাদিও মোহর হিসাবে প্রদানের দৃষ্টান্ত রয়েছে।[১৬] অতএব মোহর নগদ ও কম হওয়াই বাঞ্ছনীয়।

ওয়ালীমাঃ

এ প্রসঙ্গে এরশাদ হচ্ছে,

عن انس اَنَّ النَّبِيَّ صَلَى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأَى عَلَى عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ عَوْفٍ اَثَرُ الصُّفْرَةِ فَقَالَ مَا هٰذَا قَالَ اِنِّى تَزَوَّجْتُ اِمْرَأَةً عَلى وَزْنِ نَوَاةٍ مِنْ ذَهَبٍ قَالَ بَارَكَ اللّٰهُ لَكَ اَوْلِمْ وَلَوْ بِشَاةٍ- متفق عليه-

'হযরত আনাস (রাঃ) বলেন, নবী করীম (ছাঃ) আবদুর রহমান ইবনে আওফের শরীরে (গায়ে বা কাপড়ে) হলুদ রঙের চিহ্ন দেখে জিজ্ঞেস করলেন, এটি কি? তিনি বললেন, আমি এক খেজুর দানার ওযন পরিমাণ স্বর্ণ দিয়ে এক মহিলাকে বিবাহ করেছি। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বললেন, 'আল্লাহ তোমার বিবাহে বরকত দিন। ওয়ালীমা কর, যদিও একটি বকরী দ্বারা হয়'।[১৭]

অতএব ওয়ালীমার নামে আড়ম্বর অনুষ্ঠান, আলোকসজ্জা, ইত্যাদি বিদ'আতী কাজ না করে সামর্থ্য অনুযায়ী হাদীছ মোতাবেক ওয়ালীমা পালন করা উচিত। বিজাতীয় সংস্কৃতির অনুকরণে বিভিন্ন অনুষ্ঠান করে অর্থ অপচয় করা শরী'আত পরিপন্থী কাজ *(বনী ইসরাঈল ২৭)*।

সাক্ষীঃ

আল্লাহ তা'আলা বলেন,

وَاسْتَشْهِدُوا شَاهِدَيْنِ مِنْ رِّجَالِكُمْ فَاِنْ لَمْ يَكُوْنَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ-

'তোমরা পুরুষদের মধ্য হ'তে দু'জন সাক্ষী গ্রহণ কর। যদি দু'জন পুরুষ না হয়, তবে একজন পুরুষ ও দু'জন মহিলা' *(বাক্বারাহ ২৮২)*।

কবুল করানোঃ

শুধু বরকেই কবুল করাতে হবে। কনেকে কবুল করানোর কোন দলীল শরী'আতে নেই। কনের কাছ থেকে শুধু কনের অভিভাবক অনুমতি নিবেন।

বরের জন্য দো'আঃ

কবুলান্তে বরের জন্য সুন্নাতী দো'আ

بَارَكَ اللّٰهُ لَكَ وَبَارَكَ عَلَيْكَ وَجَمَعَ بَيْنَكُمَا فِىْ خَيْرٍ- (رواه الترمذى)

উপসংহারঃ

উপরোক্ত সংক্ষিপ্ত আলোচনায় প্রতিভাত হয় যে, প্রচলিত বৈবাহিক রসম-রেওয়ায বর্তমানে এক বিস্তীর্ণ বিদ'আতে পরিণত হয়েছে, যা রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর বিজ্ঞান সম্মত, পরিশীলিত সমাজ ব্যবস্থাকে কলংকিত করে পৃথিবীতে চরম বিশৃংখলা সৃষ্টি করেছে। হে তরুণ যুবক! সত্যিই যদি তুমি এ ক্ষণস্থায়ী বিনোদনে আনন্দিত হয়ে থাক, তাহ'লে কেন হে বন্ধু! নির্জনে একবার চিন্তা কর না সেই চিরন্তন সুখের কথা? কেন ভুলে যাচ্ছ যে, তোমার প্রভু তোমার মনোরনের জন্য যাবতীয় ব্যবস্থা করে রেখেছেন? সেখানকার অপূর্ব সুন্দরী হূরদের রূপ ও গুণ বর্ণনাতীত। তাই কুরআনে তোমার প্রভু বলেন, সেখানে থাকবে ঔজ্জ্বল্যে ভরা আনতনয়না পর্দাবৃত ও অবিচ্ছুরিত মতির ন্যায় রূপলাবণ্যে অনন্যা হূরগণ *(আর রহমান ৫৬, ৫৮)*।

MUKTI CLINIC (Pvt) Ltd.

Dr. S. M. A. MANNAN

M.B.B.S. BHS (Ex)
General Physician

FOUNDER & MANAGING DIRECTOR

+7

Vice President:
BPMA Central Executive Committee, Dhaka
General Secretary, BPMA, Rajshahi,
President, Greater Rangpur Samity, Rajshahi
General Secretary, Clinic Association, Rajshahi.

১৫. মিশকাত, ঐ, হা/৩০৬৬।
১৬. ঐ, 'মোহর' অধ্যায় দ্রষ্টব্য।
১৭. মিশকাত, ঐ, হা/৩০৭২।

কতিপয় শিরকী আমল

*আহমাদ আবদুল লতীফ নাহীর**

(শেষ কিস্তি)

১০. পবিত্র কুরআন, ছহীহ হাদীছ কিংবা ইসলামের কোন হুকুম-আহকামের সাথে ঠাট্টা-বিদ্রূপ করা। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ বলেন, 'আপনি বলুন, তোমরা কি আল্লাহ্র সাথে, তাঁর হুকুম-আহকামের সাথে এবং তাঁর রাসূলের সাথে ঠাট্টা করছিলে? কোন ওযর পেশ করো না। কারণ তোমরা যে ঈমান আনয়নের পরে কাফির হয়ে গেছ' *(তওবা ৬৫-৬৬)*।

১১. যদি কেউ পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছকে কিংবা এতদুভয়ের কোন হুকুম-আহকামকে জেনে-শুনে ইচ্ছাকৃতভাবে অস্বীকার করে, তবে সে ইসলামের গণ্ডি হ'তে বের হয়ে যাবে।

১২. আল্লাহ্কে ভর্ৎসনা করা, তাঁর দ্বীনকে অভিশাপ দেওয়া, রাসূল (ছাঃ) কে গালি দেওয়া, তাঁর কোন কার্যকে ঠাট্টা করা কিংবা তাঁর দেওয়া কোন হুকুম-আহকামের সমালোচনা করা। এ জাতীয় কাজ কেউ করলে নিঃসন্দেহে সে কাফির হয়ে যাবে।

১৩. পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছে বর্ণিত আল্লাহ্র সুন্দরতম নামসমূহ এবং গুণাবলী অজ্ঞতাবশতঃ বা প্রচলিত ভুল ব্যাখ্যা দ্বারা অস্বীকার করা।

১৪. আল্লাহ পাক মানবজাতির হেদায়াতের জন্য যুগে যুগে যে সকল নবী-রাসূল প্রেরণ করেছেন, তাঁদের প্রত্যেকের প্রতি ঈমান না আনা এবং তাদের কারো প্রতি খারাপ ধারণা পোষণ করা। আল্লাহ বলেন, 'আমরা রাসূলগণের মধ্যে কোন তারতম্য করি না' *(বাক্বারাহ ২৮৫)*।

১৫. আধুনিক কালে ইসলামের নীতি সঠিক নয়; বরং মানবরচিত প্রচলিত নীতিই সঠিক এই বিশ্বাস রেখে, আল্লাহ প্রদত্ত শরী'আত মোতাবেক বিচার-ফায়ছালা না করা। আল্লাহ পাক এরশাদ করেন, 'যারা আল্লাহ যা অবতীর্ণ করেছেন তদনুযায়ী ফায়ছালা করে না, তারাই কাফির' *(মায়েদাহ ৪৪)*।

১৬. ইসলাম বিরোধী আইনে বিচারকার্য পরিচালনা করা কিংবা মুসলিম বিচারককে অপসন্দ করা। আল্লাহ পাক এরশাদ করেন, 'তোমার পালনকর্তার কসম! সে ব্যক্তি ঈমানদার হতে পারবে না, যতক্ষণ না তাদের মধ্যে সৃষ্ট বিবাদের ব্যাপারে তোমাকে ন্যায়বিচারক বলে মেনে না নেয়। অতঃপর তোমার মীমাংসার ব্যাপারে নিজের মনে কোন রকম সংকীর্ণতা পাবে না এবং তা হৃষ্টচিত্তে কবুল করে নেবে' *(নিসা ৬৫)*।

১৭. কোন গায়রুল্লাহ্কে আইন বানানোর অধিকার দেওয়া, যে শরী'আতের খেলাপ আইন প্রণয়ন করে। এ মর্মে আল্লাহ পাক এরশাদ করেন, 'তাদের কি এমন শরীক দল আছে, যারা তাদের জন্য দ্বীনের মধ্যে ঐ সমস্ত আইন-ক্বানূন প্রবর্তন করে, যে সম্বন্ধে আল্লাহ কোন অনুমতি দেননি' *(শূরা ২১)*।

১৮. আল্লাহ পাক কর্তৃক কৃত হালালকে হারাম এবং হারামকে হালাল মনে করা। যেমন কিছু সংখ্যক আলেম বিকৃত ব্যাখ্যা করে সূদকে হালাল বলেন। অথচ আল্লাহ পাক এরশাদ করেন, 'আল্লাহ ব্যবসাকে হালাল এবং সূদকে হারাম করেছেন' *(বাক্বারাহ ২৭৫)*।

* ডাইরেক্টর, এহইয়াউত তুরাছ আল-ইসলামী, বাংলাদেশ অফিস, ঢাকা।

১৯. নাস্তিকতাবাদ, ধর্মনিরপেক্ষতাবাদ, জাতীয়তাবাদ, মার্কসবাদ প্রভৃতি ঈমান বিধ্বংসী মতবাদের উপর ঈমান আনা। আল্লাহ পাক এরশাদ করেন, 'যে ব্যক্তি ইসলাম ছাড়া অন্য কোন ধর্ম তালাশ করে, কস্মিনকালেও তা কবুল করা হবে না এবং আখেরাতে সে ক্ষতিগ্রস্ত হবে' *(আলে ইমরান ৮৫)*।

২০. দ্বীনের মধ্যে কোন পরিবর্তন-পরিবর্ধন করা বা ইসলামকে পরিত্যাগ করে অন্য ধর্ম গ্রহণ করা। আল্লাহ পাক এরশাদ করেন, 'তোমাদের মধ্যে যারা নিজের দ্বীন থেকে ফিরে দাঁড়াবে এবং কাফির অবস্থায় মৃত্যুবরণ করবে, দুনিয়া ও আখেরাতে তাদের যাবতীয় আমল বিনষ্ট হয়ে যাবে' *(বাক্বারাহ ২১৭)*। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এরশাদ করেন, 'আর যে ব্যক্তি দ্বীনকে পরিত্যাগ করবে, তাকে হত্যা করে ফেল' *(বুখারী)*।

২১. মুসলমানদের বিরুদ্ধে ইহুদী, খৃষ্টান ও নাস্তিকদেরকে সাহায্য-সহযোগিতা করা। আল্লাহ পাক এরশাদ করেন, 'মুমিনগণ যেন মুমিনকে ছেড়ে কোন কাফিরকে বন্ধুরূপে গ্রহণ না করে। যারা এরূপ করবে, আল্লাহ্র সাথে তাদের কোন সম্পর্ক থাকবে না। কিন্তু যদি তোমরা তাদের পক্ষ থেকে কোন অনিষ্টের আশংকা কর, তবে তাদের সাথে সতর্কতার সাথে থাকবে' *(আলে ইমরান ২৮)*।

২২. নাস্তিক, ইহুদী-খৃষ্টানদেরকে কাফির না বলা। কেননা স্বয়ং আল্লাহ তাদেরকে কাফির বলেছেন। আল্লাহ পাক এরশাদ করেন, 'আহলে কিতাব ও মুশরিকদের মধ্যে যারা কাফির, তারা জাহান্নামের আগুনে স্থায়ীভাবে থাকবে। তারা সৃষ্টির অধম' *(বাইয়েনাহ ৬)*।

২৩. দ্বীনকে রাষ্ট্র হ'তে পৃথক রাখা এবং এই আক্বীদা পোষণ করা যে, ইসলামে রাজনীতি নেই। আর একথা নিঃসন্দেহে কুরআন ও ছহীহ হাদীছ এবং রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর বাস্তব জীবনীকে মিথ্যা সাব্যস্ত করে।

২৪. কোন কোন ছূফী বলেন যে, আল্লাহ পাক দুনিয়া পরিচালনার দায়িত্ব কিছু কিছু আউলিয়ার (যাদেরকে কুতুব বলা হয়) উপর অর্পণ করেছেন। আসলে এ ধারণা 'আল্লাহ্র কার্যাবলীতে শিরক'-এর অন্তর্ভুক্ত। আল্লাহ পাক এরশাদ করেন, 'তাঁর হাতেই রয়েছে আসমান ও যমীন পরিচালনার ক্ষমতা' *(যুমার ৬৩)*।

২৫. উপরোল্লেখিত আমল সমূহ ওযূ বিনষ্টকারী আমলের মত। ওযূ বিনষ্টকারী আমলসমূহের কোন একটি করলে যেমন পুনরায় ওযূ করতে হয়, তেমনি ঐসব আমলের কোন একটা করলে বা এর কোনটির প্রতি বিশ্বাসস্থাপন করলে, তওবা করতঃ পুনরায় ইসলাম কবুল করে তাকে মুসলিম হ'তে হবে। অন্যথায় তার পূর্বের সমস্ত সৎ আমল বিনষ্ট হয়ে যাবে এবং সে চিরস্থায়ী জাহান্নামী হবে। আল্লাহ তা'আলা এরশাদ করেন, 'যদি তুমি শিরক কর তাহ'লে তোমার আমল সমূহ বিনষ্ট হবে এবং অবশ্যই তুমি ক্ষতিগ্রস্তদের অন্তর্ভুক্ত হবে' *(যুমার ৬৫)*।

পরিশেষে তিনি রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর শিখিয়ে দেওয়া নিম্নোক্ত দো'আটি পড়ার জন্য সকলের প্রতি আহবান জানান, اَللّٰهُمَّ إِنَّا نَعُوْذُبِكَ مِنْ أَنْ نُشْرِكَ بِكَ شَيْئًا نَعْلَمُهُ وَ نَسْتَغْفِرُكَ لِمَا لاَ نَعْلَمُ-

অর্থঃ 'হে আল্লাহ! আমরা তোমার নিকট ঐ শিরক হ'তে পানাহ চাই, যা জেনে-শুনে করি। আর যেগুলি না জেনে-শুনে করি, তা হ'তে ক্ষমা চাই *(আহমাদ, সনদ হাসান)*।

সাময়িক প্রসঙ্গ

সামাজিক অস্থিরতা এবং প্রতিকার

*মুহাম্মাদ শহীদুল মুলক**

ভেবেছিলাম চোখ কান বন্ধ রেখে মুখে তালা লাগিয়ে রাখব। কিন্তু সেটা আর হ'ল না। দেশের অবস্থা দেখে মনে হচ্ছে দেশে সন্ত্রাস ও চাঁদাবাজির বিপ্লব ঘটতে চলেছে। সমাজের সর্বত্রই আজ মানুষরূপী দুর্বৃত্তদের লাগামহীন পদচারণা। এই দুর্বৃত্তদের বহুরূপী কর্মকাণ্ডে মানুষ আজ দিশেহারা এবং সমাজ জীবন আজ বিপর্যস্ত। দেখে মনে হচ্ছে এদের প্রতিরোধ করার কেউ নেই। সামাজিক অস্থিরতা মানুষকে আজ চারিদিক থেকে গ্রাস করে ফেলেছে। এই অবস্থায় কি কোন সুস্থ বিবেক সম্পন্ন মানুষের পক্ষে ধৈর্যধারণ করা সম্ভব? একজন সচেতন নাগরিক হিসাবেও তো আমার একটা দায়িত্ব আছে। এই দায়িত্ববোধের উপলব্ধিই আমাকে আমার মানসিক যন্ত্রণার কিছু কথা জনসম্মুখে তুলে ধরতে উদ্বুদ্ধ করেছে।

স্বাধীন বাংলাদেশের সাধারণ মানুষের কেবল একটাই আশা ছিল যে, তারা মোটা কাপড় পরে দু'বেলা দু'মুঠো ডাল ভাত খেয়ে শান্তিতে ঘুমোতে পারবে। মানুষের যদি এই ন্যূনতম আশাটুকু না থাকে তবে তারা কি নিয়ে বাঁচবে? আর দেশ স্বাধীন করেই বা তারা কি পেল? তাদের এই আশাটুকু কি পূরণ হবে কোনদিন?

প্রতিদিন খবরের কাগজে চোখ রাখলেই দেখি চুরি, ডাকাতি, চাঁদাবাজি, ছিনতাই, লুটপাট, জবরদখল, খুন যখম, ধর্ষণ, এসিড নিক্ষেপ, সন্ত্রাস ইত্যাদির খবরে কাগজের পাতা সয়লাব হয়ে আছে। ইদানিং ব্যাংক ডাকাতির খবরও কাগজের পাতায় আসতে শুরু করেছে। এমন কোনদিন নেই যে ২/৪ টি খুনের খবর ছাপা হয় না। হয়ত কেউ কেউ বলতে পারেন কাগজে সবকিছুই একটু বাড়াবাড়ি বা অতিরঞ্জিত করে লেখা হয়। ধরে নিলাম তাদের কথাই ঠিক। ৪টি খুনের জায়গায় অন্ততঃ একটি খুনের খবর তো সত্যি না হয়ে পারে না। কিন্তু একজনই বা খুন হবে কেন? তিনি কি এদেশের নাগরিক নন? তাঁর কি বাঁচার অধিকার নেই? স্বাধীন দেশের নাগরিক হিসাবে তাঁর কি অন্য একজনের মত মুক্ত বাতাসে বুক ফুলিয়ে চলার অধিকার নেই? এর সদুত্তর কার কাছ থেকে পাওয়া যাবে?

আইন-শৃংখলা পরিস্থিতির যা অবস্থা, তাতে দেশে একটা নির্বাচিত সরকার যে কাজ করছে মনেই হচ্ছে না। আইন-শৃংখলার অভাবেই কিন্তু সামাজিক অস্থিরতা প্রতিনিয়ত বেড়ে চলেছে। যা বলার অপেক্ষা রাখে না। সামাজিক অবক্ষয় এতটাই নীচে নেমেছে- যা বলে শেষ করা যাবে না। এ প্রসঙ্গে আমার একটা বাস্তব অভিজ্ঞতার কথা উল্লেখ না করে পারছি না। একদিন আমি কার্যোপলক্ষে কোন একটা জায়গায় কিছুক্ষণের জন্য বসে ছিলাম। সেখানে ১৩/১৪ বছর বয়সী জনকয়েক ছেলেও বসেছিল। তাদের মধ্যে জনদু'একের কাছে মোবাইল ফোনও ছিল। মোবাইল এ তারা হরহামেশাই কথা বলছে। আমি যে তাদের বাবা দাদার বয়সী একজন বয়োজ্যেষ্ঠ লোক সেখানে বসে আছি, সেদিকে তাদের কোন ভ্রুক্ষেপই নেই। তাদের আলাপ-আলোচনার যে ধাঁচ আমরা ঐ বয়সে কোনদিন কল্পনাও করতে পারিনি। তাদের কথাবার্তা শুনে মনে হচ্ছিল যে সুযোগ থাকলে তখনই ১৪ হাত মাটির নীচে চলে যেতাম। ইয়াং জেনারেশনের মধ্যে যে কতটা অবক্ষয় এসেছে তা কল্পনা করাই যায় না। এগুলি সবই ধর্মহীন শিক্ষার নমুনা।

দেশের মানুষ আজ মহা দুশ্চিন্তার মধ্যে দিন কাটাচ্ছে। চারিদিকে শুধু অস্থিরতা আর অস্থিরতা। মানুষের মধ্যে আজ কোন শান্তি নেই। মানুষের মাঝে হা-হুতাশ ছাড়া কিছুই লক্ষ্য করা যায় না। এ অবস্থা তো কখনোও কাম্য নয়। এর আশু সমাধান দরকার। এখন যদি বলি এর জন্য কে দায়ী? এর কোন সদুত্তরও নেই এবং একে ওকে দোষারোপ করেও কোন লাভ নেই। এজন্য আমরা সবাই দায়ী। যেটা ঘটে গেছে সেটাকে তো ফেরানো যাবে না। এখন এই সংকট থেকে উত্তরণের পথ খুঁজে বের করাটাই হবে যুক্তিযুক্ত এবং সময়েরও দাবী বটে। কারণ দেশকে তো বাঁচাতে হবে। দেশের মানুষকে তো বাঁচাতে হবে। মানুষ যে আশা নিয়ে স্বাধীন বাংলাদেশের স্বপ্ন দেখেছিল তা আজ বাস্তবায়ন করতে হবে। সময় কিন্তু দ্রুত ফুরিয়ে যাচ্ছে।

বর্তমান জোট সরকার যে দু'টি মূল অঙ্গীকার যথা 'সন্ত্রাস দমন' এবং 'আইন-শৃংখলা পরিস্থিতির উন্নয়ন'-এর উপর ভর করে নিরংকুশ বিজয় অর্জন করেছে, সেই দু'টি অঙ্গীকার বাস্তবায়ন করলেই সংকটের প্রায় ৬০% ভাগ সমাধান হবে বলে অধিকাংশ জনগণ মনে করেন। বাংলাদেশকে সহায়তা দানের লক্ষ্যে প্যারিসে অনুষ্ঠিত সদ্য সমাপ্ত দাতাগোষ্ঠির বৈঠকের মন্তব্য এখানে প্রণিধানযোগ্য। দাতাগোষ্ঠী বেশ জোরেসোরেই বলেছেন যে, সরকার যদি সত্যিকার অর্থে বাংলাদেশের উন্নয়ন চায় তবে সন্ত্রাস দমন এবং আইন-শৃংখলা পরিস্থিতির উন্নতি করা ছাড়া কোন গত্যন্তর নেই। এখানে সুশাসনের প্রসঙ্গটি আপনা থেকেই এসে যায়। কেননা সুশাসন ছাড়া বর্তমান পরিস্থিতি থেকে উত্তরণের কোন বিকল্প নেই।

সন্ত্রাস দমন ও আইন শৃংখলার উন্নয়ন অথবা দুর্নীতি দমন যেটাই বলি না কেন সরকারের একার পক্ষে কিন্তু কোনটাই সুষ্ঠুভাবে করা সম্ভব নয়। এক্ষেত্রে বিরোধীদল সহ সমাজের সর্বস্তরের মানুষকে এগিয়ে আসতে হবে এবং সরকারের সাথে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে সকলকে একযোগে কাজ করতে হবে।

আমরা কেবল সমাজের সমস্যার কথা নিয়েই বেশী ঘাটাঘাটি করি। সমস্যার সমাধান কিভাবে হবে, এ নিয়ে আমরা খুব একটা মাথা ঘামাই না। সমস্যা চিহ্নিত করার পাশাপাশি সমস্যা সমাধানের পথও খুঁজে বের করা দরকার। বর্তমানে দেশে যে এক ভয়াবহ সামাজিক অস্থিরতা বিরাজ করছে, এর থেকে রেহাই পেতে নিম্নলিখিত পদক্ষেপগুলি বিবেচনার দাবী রাখে।

(ক) দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলে গ্রামে গ্রামে এবং শহরে/নগরে মহল্লায় মহল্লায় পুলিশিং (Policing) এর ব্যবস্থা করতে হবে। সমাজের বিভিন্ন স্তরের বিভিন্ন মতাবলম্বী লোকের সমন্বয়ে

* মুলক ভিলা, ২২২, টি,বি, রোড, লক্ষীপুর, রাজশাহী।

ভিজিল্যান্স টীম/কমিটি গঠনের মাধ্যমে পুলিশিং এর ব্যবস্থা করা যায়। এই কমিটিতে সংশ্লিষ্ট থানার অফিসারদেরও সম্পৃক্ত করতে হবে। পরিস্থিতি মোকাবেলা করার জন্য প্রয়োজনে ভিজিল্যান্স টীম/কমিটিকে কিছু কিছু ক্ষমতা দেওয়া যেতে পারে। এই টীম-এর মাধ্যমে যদি আমরা কিছু ভাল কাজ আশা করি, তবে তদবীরের কাজটি আপাততঃ বন্ধ রাখতে হবে। তাছাড়া স্থানীয় পর্যায়ের টীম/কমিটি হওয়ায় এবং কমিটিতে বিভিন্ন মতের লোক অন্তর্ভুক্ত হওয়ার ফলে অন্যায় বা অসামাজিক কাজে লিপ্ত ব্যক্তিটি ভাল না খারাপ-তা সহজেই নির্ণয় করা সম্ভব। এখানে পক্ষপাতিত্ব হওয়ার সম্ভাবনা খুবই কম। কাজেই এখানে তদবীর করারও কোন অবকাশ নেই। এক্ষেত্রে অভিযুক্ত ব্যক্তিটিকে আইন প্রয়োগকারী সংস্থার কাছে সোপর্দপূর্বক তাড়াতাড়ি বিচারের ব্যবস্থা করতে হবে।

(খ) স্থানীয় সরকার ও পল্লী উন্নয়ন মন্ত্রণালয়ের অধীনে যে সমস্ত স্বায়ত্তশাসিত সংস্থা রয়েছে, যেমন ইউনিয়ন পরিষদ বা গ্রাম সরকার, উপযেলা পরিষদ বা থানা সমন্বয় কমিটি, যেলা পরিষদ, পৌরসভা এবং সিটি কর্পোরেশন এগুলির মাধ্যমেও চুরি, ডাকাতি, ছিনতাই, চাঁদাবাজি, রাহাজানি, ধর্ষণ, সন্ত্রাস, দুর্নীতি ইত্যাদি নির্মূল করা সম্ভব যদি এই সংস্থাগুলিকে কার্যকরভাবে পরিচালনা করা হয়। প্রয়োজনবোধে আইন এর মাধ্যমে এই সংস্থাগুলিকে যথেষ্ট ক্ষমতা দিতে হবে এই মর্মে যে, তারা তাদের নিজ নিজ এলাকার সার্বিক আইন-শৃংখলা পরিস্থিতির জন্য দায়ী থাকবে। সমাজে কোন রকম অনাচার/ব্যভিচার যাতে সংঘটিত না হয়, সেদিকে তারা সতর্ক দৃষ্টি রাখবে। অন্যায় বা অসামাজিক কাজে লিপ্ত ব্যক্তিকে আইন প্রয়োগকারী সংস্থার কাছে বিচারের জন্য সোপর্দ করবে। এসব ক্ষেত্রে ত্বড়িৎ বিচারের ব্যবস্থা করতে হবে। অপরাধের গুরুত্ব অনুযায়ী কিছু কিছু ক্ষেত্রে সালিস বা মধ্যস্থতার মাধ্যমে বিচারকার্য ত্বরান্বিত করার ব্যবস্থা থাকতে হবে, যাতে বিচারাধীন মামলাগুলি স্তুপীকৃত হয়ে না থাকে। ভিজিল্যান্সের সুবিধার জন্য সিটি কর্পোরেশন বা পৌরসভার অধীনে যে সমস্ত ওয়ার্ডগুলি আছে, এই ওয়ার্ডগুলিকে বেশ কিছু মহল্লায় ভাগ করতে হবে এবং সংশ্লিষ্ট ওয়ার্ড কমিশনারের নেতৃত্বে প্রতিটি মহল্লায় ভিজিল্যান্স টীম/কমিটি গঠন করতে হবে। ওয়ার্ডের সার্বিক আইন-শৃংখলার জন্য সংশ্লিষ্ট ওয়ার্ড কমিশনারগণকে মেয়র/পৌরসভার চেয়ারম্যান ছাহেবের কাছে জবাবদিহী করতে হবে। আইন-শৃংখলা পরিস্থিতির উন্নতি/অবনতি এর উপর কমিশনার পদে বহাল থাকা না থাকা নির্ভর করবে। কেন্দ্রীয় পর্যায়ে প্রধানমন্ত্রী বা স্বরাষ্ট্র বা স্থানীয় সরকার মন্ত্রীর নেতৃত্বে আইন-শৃংখলা সংক্রান্ত কেন্দ্রীয় কাউন্সিল থাকবে এবং প্রতি মাসে সংস্থাগুলির কার্যক্রম পর্যালোচনা করতে হবে।

(গ) সামাজিক অস্থিরতার অন্যতম প্রধান কারণ হচ্ছে বেকারত্ব। যার ফলে অধিকাংশ শিক্ষিত/আধা শিক্ষিত বেকার যুবকেরাই আজ অনাচার/অনাচারে জড়িয়ে পড়ছে। কর্মসংস্থানের অভাবে সৎভাবে জীবন যাপন করার পথ আজ প্রায় রুদ্ধ। দেশে অসুস্থ রাজনীতি চর্চার কারণেও কোমলমতি বেকার ছেলেরা আজ বিপদগামী। কাজেই রাজনীতির মধ্যে যদি সুস্থতা ফিরিয়ে আনা যায় এবং কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করা যায়, তবে আইন-শৃংখলা পরিস্থিতির উন্নতি তথা সামাজিক অস্থিরতা অনেকাংশে কমে যাবে বলে আশা করা যায়। প্রাসঙ্গিকভাবেই এখানে একটা বিষয় উল্লেখ করা যায়। দেশের প্রতিটি এলাকায় নিশ্চয়ই কিছু না কিছু বিত্তবান লোক এবং প্রতিষ্ঠিত ব্যবসায়ী আছেন, যাদের অনেকেই হরহামেশাই প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে চাঁদাবাজি ও ছিনতাই-এর স্বীকার হয়ে তাদের বেশ মোটা অংকের অর্থ খোয়া যাচ্ছে। এলাকাভিত্তিক এই সকল ব্যবসায়ীগণ ও স্বচ্ছল ব্যক্তিগণ যদি যৌথ উদ্যোগে কমপিউটার সম্পর্কীয় তথ্য ও প্রযুক্তি ভিত্তিক এবং কুটির-শিল্প আকারে কিছু কিছু প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলেন, তবে এলাকার বেশ কিছু বেকার যুবকের কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা হ'তে পারে। একইভাবে যদি দেশের প্রতিটি এলাকায় ছোট ছোট শিল্প ও ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলা যায়, তবে দেশের বিরাজমান বেকার সমস্যার অনেকটা সমাধান হবে এবং সামাজিক অস্থিরতাও অনেকাংশে কমে আসবে বলে আশা করা যায়। আমরা যদি শিল্পোন্নত দেশগুলির দিকে দৃষ্টি দেই, তবে দেখতে পাব, এই দেশগুলি কিন্তু প্রাথমিক পর্যায়ে ছোট ছোট শিল্পকারখানার মাধ্যমেই তাদের যাত্রা শুরু করে আজ তারা বিরাট শিল্পোন্নত দেশে পরিণত হয়েছে। বাংলাদেশ সহ বিভিন্ন দেশ থেকে আজও বেকার যুবকেরা শিল্পোন্নত দেশগুলিতে কর্মসংস্থানের জন্য ছুটে যাচ্ছে। আমাদের এসব বেকার কর্মশক্তিকে কি আমরা কোনদিন দেশের কাজে লাগানোর চিন্তা-ভাবনা করেছি?

(ঘ) ইসলামী মূল্যবোধের অভাব সমাজিক অবক্ষয়ের সবচেয়ে বড় কারণ। ইসলামী চেতনায় বিশ্বাসী কোন মানুষ গর্হিত কাজে সহসা লিপ্ত হ'তে পারে না। দেশের জনগোষ্ঠীর শতকরা ৮০ ভাগেরও উপর মানুষ ইসলামে বিশ্বাসী। যেখানে ইসলামী শাসন ব্যবস্থা কায়েম থাকার কথা, সেখানে ধর্মনিরপেক্ষতা নির্ভর নামমাত্র গণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থা চালু রয়েছে। ধর্মনিরপেক্ষতার লেবাসে সমাজে বস্তুবাদ সর্বস্ব অপসংস্কৃতি চর্চার কারণে কোমলমতি যুবক ছেলে-মেয়েরা আজ হলিউড মার্কা সংস্কৃতির পিছনে ধাবিত হচ্ছে। ফলাফল যা হবার তাই হচ্ছে। যুবক-যুবতীরা এই অপসংস্কৃতির জৌলুসে বিভ্রান্ত হচ্ছে এবং তাদের চারিত্রিক স্খলন ঘটছে। তারা অসামাজিক কাজে জড়িয়ে পড়ছে এবং সমাজে শান্তি শৃংখলার বিঘ্ন ঘটাচ্ছে। ফলে দেশে সামাজিক অস্থিরতা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাচ্ছে। সমাজের এই দৈন্যদশা থেকে মুক্তি পেতে হ'লে মানুষের মধ্যে ইসলামী জাগরণের সৃষ্টি করতে হবে। প্রাথমিক শিক্ষার স্তর হ'তে বিশ্ববিদ্যালয় পর্যন্ত পাঠ্যক্রমের সঙ্গে ইসলামী শিক্ষার সংমিশ্রণ ঘটাতে হবে, যাতে ছেলে মেয়েদের মধ্যে কৈশোর থেকেই ইসলামী চেতনাবোধ জাগ্রত হওয়ার সুযোগ সৃষ্টি হয়। শান্তির ধর্ম ইসলামই পারে বর্তমান সমাজকে চলমান অস্থিরতা থেকে মুক্তি দিতে। সকলের প্রতি তাই আহ্বান জানাই ইসলামের পানে ধাবিত হওয়ার।

তা

বস্তাপচা সংস্কৃতির কবলে বনী আদম

মুহাম্মাদ হাশেম*

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

ডিশ-এন্টিনাঃ

বর্তমানে ডিশ-এন্টিনার ব্যাপার এরকম হয়েছে যে, টিভির সাথে এর সংযোগ ঘটানোর সাথে সাথেই বিভিন্ন চ্যানেলে পশ্চিমা জগতের নগ্ন, অর্ধনগ্ন ছবিগুলি টিভি পর্দায় ভেসে ওঠে। এই টিভি চ্যানেলগুলি মিনি চলচ্চিত্রের স্থান দখল করেছে। এখানে গান-বাদ্যের সাথে অঙ্গ প্রদর্শনীর মহড়া চলে, যা জাতীয় চরিত্র ধ্বংসের সবচেয়ে বড় হাতিয়ারে পরিণত হয়েছে। এই ডিশ-এন্টিনার নীল দংশনে এখন ঘরে ঘরে জাহান্নাম সৃষ্টি হচ্ছে। যেনা-ব্যভিচার বিস্তার লাভ করেছে। হায়া-শরম ক্রমেই বিলীন হয়ে যাচ্ছে। লজ্জার পর্দা যখন থাকে না, তখন মানুষ যা খুশি তাই করতে পারে। ফলে সমাজ এখন দ্রুত ধ্বংসের দিকেই এগুচ্ছে।

আজকের প্রগতিবাদীরা বলে থাকেন, 'আকাশ সংস্কৃতি (ডিশ-এন্টিনা) এদেশের জন্য প্রগতির দুয়ার খুলে দিয়েছে। অর্থাৎ এদেশে প্রগতির জোয়ার বইয়ে দিয়েছে। এটি প্রতিরোধের চেষ্টা করা মানে বাংলাদেশের অগ্রগতির দুয়ারকে বন্ধ করে দেয়া। যে বিচারেই হোক প্রযুক্তিগত অগ্রগতি থেকে মুখ ফিরিয়ে আনা যাবে না'।[১২]

বড়ই পরিতাপের বিষয় হচ্ছে, আজ যারা ডিশ-এন্টিনাকে প্রযুক্তির অগ্রগতি বলে মনে করেন, তারা হয়ত প্রকৃত অগ্রগতি কাকে বলে তার সংজ্ঞা সম্পর্কে মোটেও ওয়াকিফহাল নন। আমাদের নিজস্ব ঐতিহ্য ও সংস্কৃতি বজায় রেখে অন্য থেকে ভাল বা কল্যাণকর কিছু আহরণ করাই হচ্ছে প্রকৃত অগ্রগতি। এখন আমরা একটু সূক্ষ্মভাবে খতিয়ে দেখি যে, আমাদের জাতি ডিশ-এন্টিনা থেকে কি গ্রহণ করছে? তারা কি তাদের নিজস্ব ঐতিহ্য ও সংস্কৃতি বজায় রেখে ডিশ-এন্টিনা থেকে ভাল বা কল্যাণকর কিছু আহরণ করছে? এ প্রশ্নের উত্তরে এককথায় বলতে হবে যে, আমাদের জাতি বর্তমানে ডিশ-এন্টিনা প্রযুক্তির প্রভাবে তাদের নিজস্ব ঐতিহ্য, কৃষ্টি-কালচার ও সভ্যতা থেকে বিচ্যুত হয়ে সর্বোপরি নিজেদের সবকিছু আস্তাকুঁড়ে নিক্ষেপ করে দিয়ে পশ্চিমা জগতের বস্তাপচা কৃষ্টি-কালচার ও সভ্যতাকে গ্রহণ করেছে। এটা কি অগ্রগতি, না প্রকৃত অবনতি?

এই ডিশ-এন্টিনা প্রযুক্তি আমাদেরকে ফিরিয়ে নিয়ে যায় আইয়ামে জাহেলিয়াতের সেই অসভ্য ও বর্বর যুগের দিকে। স্মরণ করিয়ে দেয় আইয়ামে জাহেলিয়াতের সেই নগ্নতা, অশ্লীলতা ও বেহায়াপনাকে। ধ্বংস করে মানুষের ব্যক্তিগত মূল্যবোধ। অপমৃত্যু ঘটে আমাদের হাযার বছরের কষ্টার্জিত সভ্যতার।

তাছাড়া পশ্চিমা জগত মুসলিম জাতিকে সমূলে ধ্বংস করে দেয়ার জন্য অশ্লীলতা, নগ্নতা ও বেহায়াপনা সারা বিশ্বে নানাভাবে ছড়িয়ে দিচ্ছে। মালয়েশিয়ার প্রধানমন্ত্রী জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদে ভাষণ দানকালে বলেছিলেন, 'প্রচার মাধ্যমগুলিতে (অর্থাৎ সংবাদপত্র, টিভি, ডিশ-এন্টিনা, রেডিও ইত্যাদিতে) শুধু বিকৃত ছবিই প্রচার করা হচ্ছে না; বরং আমাদের উপলব্ধি ক্ষমতাকেও নস্যাৎ করে দেওয়া হচ্ছে। অতীতে পশ্চিমা মিশনারীগুলি দর্শন প্রচারে নিয়োজিত ছিল বা থাকত। আর বর্তমানে সংবাদ মাধ্যম আমাদের কাংখিত মূল্যবোধ ও সংস্কৃতি ধ্বংস করে দিচ্ছে। তাই তথাকথিত সংবাদ মাধ্যমের একচেটিয়া অধিকার খর্ব করতে হবে'।[১৩]

ইলেকট্রিক মিডিয়া আজকের বিশ্বে যেকোন জিনিসের প্রচার ও প্রসারকে সহজসাধ্য করেছে। পুঁজিবাদ, সমাজতন্ত্র, গণতন্ত্র ইত্যাদি বাতিল মতবাদের প্রচার-প্রসারে এগুলির ধ্বজাধারীরা প্রিন্ট ও ইলেকট্রিক মিডিয়ার সাহায্যে চালাচ্ছে তথ্য ও সাংস্কৃতিক সন্ত্রাস। তাছাড়া প্রিন্ট ও ইলেকট্রিক মিডিয়ার পাশাপাশি ব্যবহার করছে ডিশ-এন্টিনা। এসবের নিয়ন্ত্রণ ও উৎপাদন যেমন এরা নিজেদের হাতে রেখে দিতে চাইছে, ঠিক তেমনি সাংস্কৃতিক আগ্রাসনকে আরও সুসংহত ও শক্তিশালী করার স্বার্থে তার বেপরোয়া ব্যবহারও করে চলেছে। মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে, বিশ্বব্যাপী এসব বাতিল মতবাদের আধিপত্য ও কর্তৃত্ব বহাল রাখা। এ প্রসঙ্গে এদেরই একজন অন্যতম সমাজ বিজ্ঞানী Michael Kunezik বলেন, "Cultural imperialism through communication is a vital process for securing and maintaining economic nation and political hegenomy over other" (Television in the third world). অর্থাৎ 'অর্থনৈতিক আধিপত্য ও রাজনৈতিক কর্তৃত্ব অর্জন ও তা বহাল রাখার জন্য যোগাযোগ মাধ্যমের সহায়তায় সাংস্কৃতিক সাম্রাজ্যবাদ প্রতিষ্ঠা এক গুরুত্বপূর্ণ প্রক্রিয়া' (তৃতীয় বিশ্বের টেলিভিশন)। স্যাটেলাইটের মাধ্যমে ডিশ-এন্টিনার সাহায্যে পশ্চিমা জগতের ধর্মবিমুখ আল্লাহদ্রোহী ইন্দ্রিয়পরায়ণ ভোগবাদী জীবনের সকল অনুসঙ্গই আজ মুসলমানদের অন্দর মহলে ঢুকে পড়েছে।[১৪]

এবার ভিসিআর, ভিসিপি ও ভিডিও নিয়ে কিছু আলাপ-আলোচনা করা যাক। বর্তমানে বিজ্ঞানের নব বিস্ময়কর আবিষ্কারের জগতে ভিসিআর-ভিসিপি ও ভিডিও এক অনন্য সংযোজন। বলা বাহুল্য নতুনত্বের সন্ধান ও আবিষ্কার সাধন অবশ্যই পরমানন্দের। কিন্তু দুর্ভাগ্য যে, মানব সন্তান নবাবিষ্কৃতের সঠিক ব্যবহার করেনি। করেনি সে মহান আল্লাহ প্রদত্ত নে'মতের সঠিক মূল্যায়ন। ব্যবহার

---

* কুড়ালিয়া (পশ্চিম পাড়া), সিরাজগঞ্জ।

১২. দৈনিক ইত্তেফাক, ১০ই মার্চ, ২০০০ইং।

১৩. মাসিক 'আত-তাহরীক' সেপ্টেম্বর ১৯৯৯ইং, পৃঃ ১৯, মুহাম্মাদ আতাউর রহমান, নিবন্ধঃ 'আধুনিক সংস্কৃতি ও তার পরিণতি'।

১৪. মাসিক 'আত-তাহরীক' মার্চ ২০০১, পৃঃ ২৬-২৭, শাহ মুহাম্মাদ হাবীবুর রহমান, প্রবন্ধঃ পুঁজিবাদ, সমাজতন্ত্র ও ইসলাম।

করছে তাকে অবৈধ ও গুনাহের কাজে তথা স্রষ্টা আল্লাহ্‌র অসন্তুষ্টির পথে। বর্তমানে ভিসিআর-ভিসিপি ও ভিডিও যেরূপ শরী'আত গর্হিত কাজে ও অবৈধ বিনোদনে ব্যবহৃত হচ্ছে, তা দেখে মনে হয় এসব অশ্লীল কাজের জন্যই এগুলি আবিষ্কৃত। যেখানে ভিসিআর-ভিসিপির আসর বসে, সেখানে প্রায় দেখা যায় মদ, হিরোইন, তাস ও জুয়ার আসর জমে উঠেছে। তাছাড়া এসব আসরের আশেপাশে পতিতাদেরও আনাগোনা দেখা যায়। আর এসব ক্রিয়াকলাপে অংশগ্রহণ করে যুবক-যুবতী, ছাত্র-ছাত্রী মূল্যবান চরিত্র হারিয়ে বখাটে হয়ে যাচ্ছে।

যাই হোক স্যাটেলাইটের মাধ্যমে পরিবেশিত অনুষ্ঠান ও ভিসিআর-ভিসিপি এবং ভিডিওতে ধারণকৃত অনুষ্ঠান টিভির পর্দাতেই দেখতে হয়। টিভি ছাড়া এগুলি অর্থহীন। তবে বর্তমানে ভিসিআর-ভিসিপির বিকল্প হিসাবে কম্পিউটারকেও ব্যবহার করা হচ্ছে। এখানে মৌলিক বিষয় হ'ল টিভি। টিভি দেখলে যেরূপ মানসিক, নৈতিক ও আত্মিক ক্ষতি হয়, ঠিক তদ্রূপ শারীরিক ক্ষতিও সাধিত হয়। প্রখ্যাত সাংবাদিক ও খৃষ্টান মিশনারীর একজন অন্যতম সদস্য ডাঃ এন জাগমর তাঁর 'হোয়াই সাফার' নামক বইয়ে লিখেছেন, 'টেলিভিশন এক প্রকার এক্সরে মেশিন। ডাক্তারগণ যে এক্সরে মেশিন ব্যবহার করেন, তার মধ্যে সম্ভাব্য ক্ষতি থেকে রক্ষা পাবার ব্যবস্থা থাকে। পক্ষান্তরে টিভিতে এখন পর্যন্ত এমন কোন ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়নি। এ এক্সরে মেশিনটির অর্থাৎ টিভির আলোটা অত্যন্ত ক্ষতিকর। মানুষের স্পর্শকাতর অঙ্গ-প্রতঙ্গের উপর এ আলোটা কিরূপ প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে, তা কল্পনা করলে কলিজা কেঁপে ওঠে'।[১৫] তিনি আরও লিখেছেন, 'ছেলে-মেয়েরা টিভি সেটের সামনে বসে বিভিন্ন নোংরা অনুষ্ঠান দেখে, অথচ এর থেকে মানবদেহে জন্ম নেয় ঘাতক ব্যাধি ক্যান্সার। আমেরিকার বোষ্টন শহরে মাত্র একটি হাসপাতালে ঘাতক ব্যাধি ক্যান্সারের শিকার হয়ে ছ'শত ছেলে-মেয়ে চিকিৎসাধীন রয়েছে'।[১৬]

ডাঃ গ্রোড বে লিখেছেন, 'সাদাকালো টিভি সেটে ১৯ কিলোওয়াট, রঙ্গিন টিভিতে ২৫ কিলোওয়াট পর্যন্ত টিউব থাকে। প্রথম প্রথম ১৬ কিলোওয়াট টিউব বিশিষ্ট এক্সরে মেশিনের ব্যবহারকারী টেকনিশিয়ানের দেহে ক্যান্সারের জীবাণু জন্ম নিত (কিন্তু পরে তা প্রতিকারের ব্যবস্থা নেয়া হয়)। এবার অনুমান করুন, যেখানে ১৬ কিলোওয়াট টিউব বিশিষ্ট এক্সরে মেশিন ক্যান্সারের জীবাণু সৃষ্টি করত, সেখানে যে টিভিতে ১৯ থেকে ২৫ কিলোওয়াট টিউব থাকে, তা কতটুকু ক্ষতিকর'?[১৭]

'টিভিকা যহর' নামক পুস্তিকা থেকে জানা গেছে, টিভি-ভিসিআর, ডিশ-এন্টিনার অনুষ্ঠান দেখার ফলে দৃষ্টিশক্তি দুর্বল হয়[১৮] এবং টিভিতে অনুষ্ঠান দেখার ফলে মস্তিষ্কের শিরা ফেটে যায়।[১৯]

তাছাড়া যারা অন্ধকারে টিভি দেখেন তাদের ক্ষেত্রে এরকম হয় যে, টিভির 'পিকচার টিউব' থেকে বিচ্ছুরিত আলো টিভির ভেতর অবতল দর্পণের উপরে পড়ে। ক্রমাগতভাবে আসতে থাকা এই আলো টিভি স্ক্রিনের (পর্দার) ভিতর থেকে সরাসরি আমাদের চোখের কর্ণিয়ায় পড়ে। অন্ধকার ঘরে টিভি থেকে বিচ্ছুরিত আলো অন্য কোন উৎস না থাকায় তা প্রতিফলিত হয়ে দিক পরিবর্তন করতে পারে না। ফলে বিচ্ছুরিত আলোতে টিভি স্ক্রিনে যে ছবি ফুটে ওঠে তা বেশ শক্তিশালী। এই আলো ক্রমাগতভাবে চোখের কর্ণিয়ায় আঘাত করতে থাকলে চোখে জ্বালা-পোড়া সৃষ্টি হবে।[২০] এই জ্বালা-পোড়া অনেকক্ষণ টিভি দেখলে, চোখের সিলিয়ারী পেশী অধিক্ষণ ধরে একই পজিশনে কাজ করার ফলেও সৃষ্টি হয়।[২১] টিভি থেকে বিচ্ছুরিত আলো আমাদের চোখের ভিতরে অভ্যন্তরীণ প্রতিফলন ঘটায়। যার ফলে চোখের অক্ষিপটের উপরে চাপ সৃষ্টি হয়। আমরা আপাত দৃষ্টিতে টিভির আলোকে স্থির বলে মনে করি। কিন্তু আসলে তা মোটেও নয়। সর্বক্ষণ ঐ আলো তিরতির করে কাঁপে। আর এই কম্পিত আলোকরশ্মি দীর্ঘক্ষণ ধরে প্রত্যক্ষ করে চোখের স্নায়ুগুলি দুর্বল হয়ে পড়ে। দিনের পর দিন এভাবে চলতে থাকলে তাতে অবশ্যই চোখের ক্ষতি হ'তে বাধ্য।[২২]

এছাড়া দীর্ঘক্ষণ ধরে টিভি দেখলে রক্তে কোলেষ্টেরলের পরিমাণ বেড়ে যায়। ফলে অনেক মারাত্মক ব্যাধিতে আক্রান্ত হবার সমূহ সম্ভাবনা থাকে।[২৩] আবার গভীর রাত পর্যন্ত টিভি, ভিসিআর-ভিসিপি প্রভৃতি দেখে সকাল বেলা ঘুমানোর কু-অভ্যাস করলে স্বাস্থ্যের ক্ষতি ও নানা রোগে আক্রান্ত হবার সম্ভাবনা প্রকট।

অপরদিকে রেডিও, ক্যাসেটের অবস্থাও ভয়াবহ। রেডিওতে যেসব শিক্ষণীয় অনুষ্ঠান প্রচারিত হয়, সেসব অনুষ্ঠানের প্রথমে, শেষে ও মাঝখানে অথবা মাঝে মাঝে বাদ্য বাজানো হয়। ভাবখানা এই যে, বাদ্য-বাজনা ছাড়া কোন কিছুই চলতে পারে না। এছাড়া অন্যান্য অনুষ্ঠানে গান-বাদ্যের তো হিসাব নেই। রেডিও চালু করলে দেখা যায় সব সময় রেডিওতে ঝুমুর-ঝংকার ও যৌন উদ্দীপক গান-বাজনা প্রচারিত হচ্ছে। তাছাড়া বিভিন্ন বাতিল মতবাদ পৃথিবীর বিভিন্ন দেশ থেকে বাংলা ভাষায় রেডিওর মাধ্যমে প্রচার ও প্রসার করা হচ্ছে। আমাদের ক্যাসেটের ভুবনও দখল করে আছে ইহুদী-খৃষ্টান সাম্রাজ্যবাদী ও ভারতীয় ব্রাহ্মণ্যবাদী অশ্লীল গান বাদ্য। আধুনিক বিশ্বে আনন্দের নামে অশ্লীল গান-বাদ্যের সয়লাব সৃষ্টি করা হয়েছে। আধুনিক বিজ্ঞানের বিস্ময় কম্পিউটার জগতও এই বিজাতীয় সংস্কৃতির আগ্রাসন থেকে মুক্ত থাকতে পারেনি।

---

১৫. *স্মরণিকা ২০০০, পৃঃ ২৮।* ১৬. *প্রাগুক্ত, পৃঃ ২৮।*
১৭. *প্রাগুক্ত, পৃঃ ২৮।*
১৮. *প্রাগুক্ত, পৃঃ ২৮; মাসিক আত-তাহরীক অক্টোবর ১৯৯৮, পৃঃ ১২।*
১৯. *প্রাগুক্ত, পৃঃ ২৮।*
২০. *বিশ্ব বিচিত্রা, অদ্ভুদ বিজ্ঞান (সী-বিচ পাবলিকেশন্স, ৫৯, পৃঃ ২৪।*
২১. *প্রাগুক্ত, পৃঃ ৯৩।* ২২. *প্রাগুক্ত, পৃঃ ১২৩।*
২৩. *প্রাগুক্ত পৃঃ ২৪।*

কম্পিউটারকে ব্যবহার করা হচ্ছে ভিসিআর-ভিসিপির বিকল্প হিসাবে। পশ্চিমা বিশ্ব ইন্টারনেটের মাধ্যমে কম্পিউটারে ছাড়ছে অশ্লীল মারদাঙ্গা ছবি, উলঙ্গ প্রদর্শনী ও বাতিল মতবাদ। এ বিষয়ে মালয়েশিয়ার প্রধানমন্ত্রীর জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদে প্রদত্ত ভাষণটির কিছু অংশ স্মরণযোগ্য, যেখানে তিনি বলেন, 'পশ্চিমা বিশ্ব ইন্টারনেটের মাধ্যমে অশ্লীল ও মারদাঙ্গা ছবি গোটা বিশ্বে ছড়িয়ে দিচ্ছে। এটি কার্বণডাই-অক্সাইড নির্গমন ও মাদক চোরাচালানীর চেয়ে কম বিপদজনক নয়। তাদেরকে অবশ্যই সর্বব্যাপী ইন্টারনেটের অপব্যবহার বন্ধ করতে হবে'।[২৪]

বিভিন্ন সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে, রেডিও, টিভি, ভিসিআর-ভিসিপি, ডিশ-এন্টিনা ও চলচ্চিত্রে আজকাল আধুনিক গানের নামে যেসব পরিবেশিত হয়, তার প্রায় সবটুকুই আদি রসাত্মক। যা দর্শক শ্রোতাদের মনে যৌন সুড়সুড়ি দেয় এবং পরিণতিতে যেনা-ব্যভিচার বিস্তার লাভ করে। অথচ সাহিত্য ও শিল্পের নামে এগুলির পিছনে কোটি কোটি টাকার রাজস্ব ব্যয় করা হচ্ছে।[২৫] আজকের সমাজে এসিড নিক্ষেপ থেকে শুরু করে অগণিত নারী নির্যাতন, সন্ত্রাস, সর্বোপরি রাষ্ট্রীয় অশান্তির অগণিত কারণের পিছনে অশ্লীল গান-বাদ্য, বাজে ছবিযুক্ত বই-পুস্তক, পত্র-পত্রিকা ও ব্লু-ফিল্মের কুপ্রভাব যে কার্যকর শক্তি, এ কথা কে অস্বীকার করবে? সমাজপতি ও রাষ্ট্রীয় নেতারা এগুলো জেনেও না জানার ভান করেন। একদিকে তারা সিনেমা-টিভিতে নারী কেন্দ্রীক মারদাঙ্গা ও খুন-খারাবীতে ভরা ছবি, মদ, ভিসিআর, ডিশ-এন্টিনা ও গান-বাদ্যের লাইসেন্স দিচ্ছেন, অন্যদিকে নারী নির্যাতন ও সন্ত্রাস করতে নিষেধ করছেন। অবাধ যৌনতা ও সন্ত্রাস শিক্ষার সকল উৎসমুখ খুলে দিয়ে যুবক-যুবতীদের বলা হচ্ছে তোমরা যেনা-ব্যভিচার কর না, ধর্ষণ কর না, এসিড মের না, সন্ত্রাস ও চাঁদাবাজি কর না ইত্যাদি। এ যেন গুড়ের ভাণ্ড ঢেলে দিয়ে মাছিকে নছীহত করা, যেন সে গুড়ের উপরে না বসে।

এভাবে চলতে থাকলে এদেশের রাষ্ট্রীয়, ধর্মীয় ও সামাজিক এবং জাতিগত মূল্যবোধ ভেঙ্গে পড়বে। পশ্চিমা দেশ সমূহের মত এদেশের পরিস্থিতিও নিয়ন্ত্রনহারা হয়ে যাবে। এদেশ 'ফ্রী মিক্সিং'-এর দেশে পরিণত হয়ে ধর্মীয় মূল্যবোধ খতম হয়ে যাবে। দেশ আক্রান্ত হবে আল্লাহ্র চতুর্মুখী আযাব-গযবে। এজন্য সমাজ ও রাষ্ট্র নেতা এবং প্রত্যেক পরিবারের অভিভাবকদের সময় থাকতেই এদিকে নযর দেয়া উচিত।

সর্বোপরি বাংলাদেশের সংবাদ মাধ্যম তথা রেডিও, টিভি ও ভিসিআর-ভিসিপি এবং চলচ্চিত্র ইত্যাদি যে বিজাতিরা তাদের এ দেশীয় এজেন্টদের মাধ্যমে পরিচালনা করছে, এতে কোনই সন্দেহ নেই। কেননা সরাসরি ধর্মীয় কাজ না করার কথা বলা হ'লে হয়ত কেউই শুনবে না বরং বিদ্রোহের আগুন দাউ দাউ করে জ্বলে উঠবে। তাই বিনোদন যন্ত্রের মাধ্যমে বিনোদনের নামে পরিকল্পিত এমন কিছু ব্যবস্থা রাখা হয়েছে, যেন মানুষ তাদের নিজেদের অজান্তেই ধর্মহীন বা ধর্ম সম্পর্কে উদাসীন হয়ে পড়ে। মুসলিম উম্মাহ্কে ইসলাম থেকে বিচ্যুত করে, তাদেরকে দুনিয়া থেকে চিরতরে নিশ্চিহ্ন করার প্রকাশ্য-অপ্রকাশ্য যত পন্থা রয়েছে, সমস্ত পন্থা বিজাতিরা আজ অবলম্বন করছে।

বাংলাদেশসহ সারা বিশ্বের বিনোদন এবং গান-বাদ্যও নারীকেন্দ্রীক হয়ে পরিচালিত হচ্ছে। তাই আমি এখানে গান-বাদ্য ও বেগানা তথা গায়ের মাহরাম নারীর প্রতি অবৈধ দৃষ্টি চালনা সম্পর্কে ইসলামের দিক-নির্দেশনা পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছ থেকে আলোচনা করা যুক্তিযুক্ত মনে করছি। -

ইসলামী গান, জিহাদের দফ ও দামামা ব্যতীত অন্য সকল প্রকারের গান-বাজনা ও ডুগি-তবলা, হারমোনিয়াম, দোতারা এবং এ জাতীয় সকল প্রকার বাদ্যযন্ত্র ইসলামে হারাম। এ সব গান-বাদ্য মানুষকে ছালাত ও আল্লাহ্র যিকির থেকে বিরত রাখে। আল্লাহ তা'আলা বলেন, 'যারা গান-বাদ্য ও খেল-তামাশার বস্তু ক্রয় করে, তাদের জন্য অপমানজনক শাস্তি রয়েছে' *(লুক্বমান ৬)*।

যে ইসলামে নারীদেরকে পর্দার অন্তরাল থেকে অন্য কোন পরপুরুষের সাথে কথা বলার সময় নারী কণ্ঠের স্বাভাবিক অর্থাৎ স্বভাবসূলভ কোমলতা ও নাজুকতা পরিহার করার কথা বলা হয়েছে, যেন যাদের অন্তরে ব্যাধি রয়েছে তারা কোন কু-বাসনা করতে না পারে *(আহযাব ৩২)*। তাহ'লে নারীরা হাযার হাযার দর্শক জনতার সামনে নগ্ন, অর্ধনগ্ন দেহে হেলেদুলে ঝুমুর-ঝংকার নাচবে-গাইবে, সভা-সমিতিতে ভাষণ দিবে ইত্যাদি কিভাবে তা ইসলামে বৈধ হ'তে পারে?

খ্যাতনামা হাম্বলী পণ্ডিত ইবনু আক্বীল বলেন, 'যদি গায়িকা গায়ের মাহরাম মহিলা হয়, তবে তার গান শুনা হারাম হবে। এ বিষয়ে হাম্বলী বিদ্বানদের মধ্যে কোন মতভেদ নেই। ইবনু হাযম বলেন, গায়ের মাহরাম অপরিচিতা মহিলার গান শুনা ও তা থেকে মজা অনুভব করা সকল মুসলমানের জন্য হারাম।[২৬]

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) সব ধরনের বাদ্যযন্ত্রকে ক্বিয়ামতের আলামত বলেছেন।[২৭] বিশিষ্ট তাবেঈ নাফে' (রহঃ) একদা আবদুল্লাহ ইবনু ওমর (রাঃ)-এর সাথে রাস্তায় ছিলেন। এমতাবস্থায় এক গায়িকার বাঁশির সুর শোনা গেল। ইবনু ওমর (রাঃ) তখন দু'কানে আঙ্গুল দিয়ে অন্য পথে ধাবিত হন। কিছু দূর যাবার পর নাফে' (রহঃ)-কে জিজ্ঞেস করেন, গায়িকার বাঁশির আওয়াজ কি শোনা যায়? নাফে' বললেন, না। তখন তিনি দু'কান থেকে আঙ্গুল বের করে

২৪. *মাসিক আত-তাহরীক, সেপ্টেম্বর ১৯৯৯, পৃঃ ১৯।*
২৫. *মাসিক আত-তাহরীক, জুলাই ১৯৯৯, পৃঃ ৬।*
২৬. *প্রাগুক্ত, পৃঃ ৬।*
২৭. *বুখারী ২/৮০৭ পৃঃ; মাসিক আত-তাহরীক, জানুয়ারী ২০০১, পৃঃ ৫০, প্রশ্নোত্তরঃ ১/১০৬।*

এনে বলেন, একদিন এক রাখাল বালকের বাঁশির আওয়াজ শুনে আমি রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-কে এরূপ করতে দেখেছিলাম।[২৮] সে যুগে যখন এরকম অবস্থা ছিল, তখন এ যুগে আমাদের চলাফেরা কেমন হওয়া উচিৎ?

পুরুষের সুরেলা কণ্ঠের গান থেকেও মেয়েদের পরহেয করতে বলা হয়েছে। যাতে মেয়েরা ঐ পরপুরুষের প্রতি আকৃষ্ট না হয়। বারা বিন মালেক (রাঃ) একজন সুন্দর কণ্ঠের মানুষ ছিলেন। বিভিন্ন সফরে তিনি রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর সাথে থাকতেন ও 'রাজায' নামক গান শুনাতেন। একদা তাঁরা মহিলাদের নিকট দিয়ে যাচ্ছিলেন। তখন রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এটা অপসন্দ করছিলেন যে, বেগানা মেয়েরা তার গান শুনুক।[২৯] রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) যেখানে পুরুষ কণ্ঠের গানের মধ্যে মেয়েদের জন্য ফিৎনার আশংক করেছেন, সেখানে নারী কণ্ঠের সুরেলা গান পুরুষের জন্য কত মারাত্মক হ'তে পারে তা সহজেই অনুমান করা চলে।

গান-বাদ্য মানুষের হৃদয়ে নিফাক্ব সৃষ্টি করে, ফলে সে মুনাফিক্ব হয়ে যায়। আর মুনাফিক্বদের স্থান জাহান্নামের সর্ব নিম্নস্তরে *(নিসা ১৫৪)*। এ সম্পর্কে আবদুল্লাহ ইবনু মাস'উদ (রাঃ) বলেন, গান-বাদ্য মানুষের হৃদয়ে নিফাক্ব সৃষ্টি করে, যেমন পানি লতা-গুল্ম সৃষ্টি করে বা উৎপন্ন করে। আর যিকর মানুষের হৃদয়ে ঈমান সৃষ্টি করে, যেমন পানি ফসল উৎপন্ন করে।[৩০]

এ হাদীছের ব্যাখ্যায় হাফিয ইবনুল ক্বাইয়িম (রহঃ) বলেন, যে ব্যক্তি গানে অভ্যস্ত হয়, সে মনের দিক দিয়ে মুনাফিক্ব হয়ে যায়, অথচ সে বুঝতে পারে না। যদি সে নিফাক্বের মূল তাৎপর্য উপলব্ধি করত, তাহ'লে সে তা হৃদয়ের মধ্যে চাক্ষুস দেখতে পেত। কেননা একই হৃদয়ে একই সাথে গানের মুহাব্বত ও কুরআনের মুহাব্বত একত্রিত হ'তে পারে না, যতক্ষণ না সে একটিকে ছেড়ে দেয়।[৩১]

কুরআনের ভাষা ও বক্তব্য তাদের অন্তরে কোন প্রভাব ফেলে না। কুরআন ও হাদীছ থেকে কোন মজা তারা অনুভব করে না। কুরআন ও আযানের ধ্বনি তাদের হৃদয়তন্ত্রীকে অনুরণিত করে না। চোখের দু'পাতাকে ভিজিয়ে দেয় না। কুরআন-হাদীছের নৈতিক ও সামাজিক বিধান সমূহ তাদের মানসপটে কোনরূপ রেখাপাত করে না। কুরআনের গভীর তত্ত্ব ও তথ্য বৈজ্ঞানিক অভিধা তাদের বুদ্ধিবৃত্তিকে সজাগ করে না। বরং এগুলির পিছনে সময় ও শ্রম ব্যয় করাকে তারা নিতান্তই অপচয় কিংবা বৃথা সময় ক্ষেপণ মনে করে। তারা মুছল্লী হ'লেও অলস মুছল্লী হয়। সময় মত মসজিদে জামা'আতে ছালাত আদায় থেকে তারা অধিকাংশ সময় পিছিয়ে থাকে। দ্বীনী কাজে তাদেরকে আহ্বান করলে দুনিয়াবী কাজের ঝামেলার অজুহাত দেখিয়ে তারা সরে পড়ে।[৩২]

যেখানে গান-বাদ্যের মজলিস হয়, সেখানে শয়তান ও তার সাথীরা এমনভাবে চক্রজাল বিস্তার করে যে, ঐ মজলিস ছেড়ে উঠে এসে মসজিদে জামা'আতে যোগদান করা অসম্ভব হয়ে পড়ে। এমনকি অনেক প্রয়োজনীয় ও পারিবারিক বা সামাজিক গুরুত্বপূর্ণ কাজের কথা সে ভুলে যায় কিংবা ভুলে না গেলেও ঐ শয়তানী পরিবেশ তাকে তা থেকে দূরে থাকতে যেকোন অজুহাতে বাধ্য করে। আল্লাহ্র স্মরণ থেকে সে গাফেল হয়ে যায়। কেননা আল্লাহ বলেন, 'যে ব্যক্তি দয়াময় আল্লাহ থেকে চোখ ফিরিয়ে নেয়, আমি তার জন্য একজন শয়তান নিয়োজিত করি। অতঃপর সে-ই হয় তার সাথী। এই শয়তানরাই তাদেরকে সৎ পথে বাধা দান করে। অথচ মানুষ ধারণা করে যে, তারা সৎপথে রয়েছে। অবশেষে যখন সে আমার নিকটে ফিরে আসবে, তখন সে শয়তানকে বলবে, হায়! আমার ও তোমার মধ্যে যদি পূর্ব ও পশ্চিমের দূরত্ব থাকত? কতইনা হীন সাথী সে' *(যুখরুফ ৩৬-৩৮)*।

ইসলামে গান-বাজনা কঠোরভাবে হারাম হওয়া সত্ত্বেও অনেক মুসলমান ভাই গান-বাদ্যকে হালাল মনে করে। এ বিষয়ে রাসূল (ছাঃ) বলেন, আমার উম্মতের কিছু লোক এমন হবে যে, তারা ব্যভিচার, রেশমের কাপড় পরিধান করা, মদ ও গান-বাদ্যকে হালাল মনে করবে।[৩৩] যারা গান-বাদ্যকে হালাল মনে করে তাদের জন্য তো অবশ্যই কঠিন শাস্তি হয়েছে। তাছাড়া আহলুস সুন্নাত ওয়াল জামা'আতের আক্বীদা হচ্ছে, আল্লাহ তা'আলা ও আখেরাতের প্রতি বিশ্বাসী কোন তাওহীদবাদী মুসলিমকে কোন গুনাহর কারণে কাফের বলে আখ্যায়িত করা যাবে না, যতক্ষণ না সে ঐ গুনাহকে হালাল মনে করে। অর্থাৎ যদি সে কোন গুনাহকে হালাল বা জায়েয মনে করে তাহ'লে সে কাফের হয়ে যাবে। কারণ এর দ্বারা সে আল্লাহ ও তাঁর রাসূল (ছাঃ)-এর প্রতি মিথ্যারোপ করে দ্বীন থেকে বের হয়ে যায়। আর যদি সে এসব গুনাহকে হালাল মনে না করে এতে লিপ্ত হয়, তাহ'লে সে কাফের হবে না বটে, বরং দুর্বল ঈমানদার বলে বিবেচিত হবে।[৩৪]

উপরোল্লিখিত হাদীছগুলি ব্যতীত আরও অনেক ছহীহ হাদীছ রয়েছে, যেখানে গান-বাদ্য করা ও শোনাকে নিষিদ্ধ করা হয়েছে এবং যারা গান-বাদ্য করে ও শোনে তাদের ভয়ংকর পরিণতি উল্লেখ করা হয়েছে। স্থান স্বল্পতার দরুণ ঐ হাদীছগুলি উল্লেখ করা সম্ভব হ'ল না।

---

২৮. মাসিক আত-তাহরীক, জুলাই ১৯৯৯ইং পৃঃ ৪; মে, ১৯৯৮ প্রশ্নোত্তরঃ ৯/৯৮; অক্টোবর ২০০০ প্রশ্নোত্তরঃ ১৫/১৫, পৃঃ ৫২; গৃহীতঃ আহমাদ, আবূদাঊদ, মিশকাত হা/৪৮১১ 'বয়ান ও কবিতা' অধ্যায়; কুরতুবী ১০/২৯০ পৃঃ।

২৯. মাসিক আত-তাহরীক, জুলাই ১৯৯৯, পৃঃ ৬। হাকেম হাদীছটিকে ছহীহ বলেছেন ও যাহাবী সেটাকে সমর্থন করেছেন।

৩০. প্রাগুক্ত, পৃঃ ৫। *৩১. প্রাগুক্ত, পৃঃ ৫।*

৩২. প্রাগুক্ত, পৃঃ ৫। *৩৩. বুখারী ২/৮৩৭ পৃঃ।*

৩৪. ইমাম আবূ জা'ফর ত্বাহাবী, আহলে সুন্নাত ওয়াল জামা'আতের আক্বীদা (টীকা, আল্লামা শায়খ আবদুল আযীয বিন আবদুল্লাহ বিন বায (রহঃ), অনুবাদঃ মুহাম্মাদ রক্বীবুদ্দীন আহমাদ হুসাইন (প্রকাশনায়ঃ অনুবাদ ও মুদ্রণ সংস্থা, ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়, রিয়াদ, সৌদী আরব প্রকাশকালঃ আগষ্ট ১৯৯৪ইং) পৃঃ ৪৭-৪৮।

এখন কোন গায়র মাহরাম নারী তথা পরনারীর প্রতি অবৈধ দৃষ্টিপাত করা সম্পর্কে কিছু আলোচনা করা হচ্ছে। এ বিষয়ে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা বলেন, 'মুমিনদেরকে বলুন, তারা যেন তাদের দৃষ্টি অবনমিত রাখে এবং তাদের যৌনাঙ্গ হেফাযত করে। এটা তাদের জন্য অধিকতর পবিত্র। নিশ্চয়ই তারা যা করে আল্লাহ তা অবহিত আছেন' *(নূর ৩০)*।

জাবির ইবনু আবদুল্লাহ (রাঃ) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-কে মেয়েদের প্রতি হঠাৎ দৃষ্টি পড়া সম্পর্কে জিজ্ঞেস করেছিলাম। তিনি আমাকে চক্ষু ফিরিয়ে নেওয়ার আদেশ করেন।[৩৫] অবশ্য বিবাহের প্রয়োজনে দেখা, চিকিৎসার উদ্দেশ্যে দেখা ইত্যাদি ব্যতিক্রম, যা একাধিক ছহীহ হাদীছ দ্বারা প্রমাণিত।[৩৬] তাহ'লে যেখানে কোন পর নারীর প্রতি অনিচ্ছাকৃত হঠাৎ দৃষ্টি পড়লে সাথে সাথে দৃষ্টি ফিরিয়ে নিতে বলা হয়েছে, সেখানে ঘন্টার পর ঘন্টা টিভি, ভিসিআর-ভিসিপি, যাত্রা, সার্কাস প্রভৃতিতে বিভিন্ন সুন্দরী রমনীদের সাজসজ্জায় ভরা উলঙ্গ, অর্ধোলঙ্গ দেহ বল্গরীর অশ্লীল অঙ্গভঙ্গি প্রদর্শন, ঝুমুর-ঝংকার নাচ গান ইত্যাদি দেখা কিভাবে বৈধ হ'তে পারে?

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, 'আল্লাহ বলেন, কু-দৃষ্টি হচ্ছে শয়তানের বিষাক্ত তীর সমূহের অন্যতম তীর। যে ব্যক্তি (মনের ইচ্ছা থাকা সত্ত্বেও) আমার ভয়ে দৃষ্টি ফিরিয়ে রাখবে, তাকে এর প্রতিদানে আমি এমন সুদৃঢ় ঈমান দান করব, যার মিষ্টতা সে অন্তরে অনুভব করবে।[৩৭] আবূ উমামাহ (রাঃ) থেকে বর্ণিত রাসূল (ছাঃ) বলেন, যদি কোন মুসলমানের দৃষ্টি কোন মহিলার সৌন্দর্যের উপর পড়ে এবং সে সাথে সাথে আপন দৃষ্টি ফিরিয়ে নেয়, তাহ'লে আল্লাহ তা'আলা তাকে এমন ইবাদত করার তাওফীক্ব প্রদান করবেন, যার মধুরতা সে নিজেই অনুভব করবে।[৩৮]

তাছাড়া অন্য একটি ছহীহ হাদীছে বলা হয়েছে, দেখা হচ্ছে চোখের যেনা, ফুসলানো কণ্ঠের যেনা, তৃপ্তির সাথে কথা শোনা কর্ণের যেনা, হাত দ্বারা স্পর্শ করা হাতের যেনা, অবৈধ উদ্দেশ্যে চলা পায়ের যেনা।[৩৯]

অশ্লীল কথা ও কর্ম সম্পর্কে আল্লাহ বলেন, 'তিনি সকল প্রকার প্রকাশ্য ও অপ্রকাশ্য অশ্লীল কথা ও কর্মকে হারাম করেছেন' *(আ'রাফ ৩৩)*। তাছাড়া রাসূল (ছাঃ) বলেন, 'অশ্লীল কথা ও কর্ম মানুষকে জাহান্নামে নিয়ে যায়'।[৪০]

প্রকৃতপক্ষে টিভি, ভিসিআর-ভিসিপি, ডিশ-এন্টিনা, সিনেমা, রেডিও ইত্যাদির প্রভাবে মুসলমানদের হাযার বছরের নিজস্ব ঐতিহ্য ও সংস্কৃতি আজ বিলুপ্ত প্রায়। এমন কোন অপকর্ম নেই যা এসবের কুপ্রভাবে বিস্তার ঘটেনি। সামান্য চক্ষু, কর্ণ সর্বোপরি মনোতৃপ্তির জন্য কোন বিবেকবান মানুষ এত বিশাল ক্ষতিকে বরণ করতে কখনও প্রস্তুত হবে না।

একমাত্র অর্থের কারণে হাযারো বনী আদম আজ জীবন চলার পথে লাইনচ্যুত হচ্ছে। অর্থের অভাবে কত মানুষ অর্ধাহারে, অনাহারে অতিষ্ঠ হয়ে এক মুঠো অন্নের জন্য মানুষের দুয়ারে দুয়ারে ঘুরে বেড়াচ্ছে। অথচ কিছু ব্যক্তি অঢেল অর্থ-সম্পত্তির মালিক হয়ে টিভি, ভিসিআর-ভিসিপি, ডিশ-এন্টিনা দিয়ে নিজের ঘরের শোভা বর্ধন করে চরম ভোগ বিলাসে মত্ত রয়েছে। আজ তারা ভিক্ষুককে যা-তা বলে বিরক্তির সাথে তাড়িয়ে দেয়। তারা যদি তাদের অর্জিত সম্পদের সামান্য কিছু অংশ দান করত, তাহ'লে হয়ত ভিক্ষুকের সংখ্যা খুবই নগন্য হ'ত।

আর সময় নদীর মতই বহমান ও ক্ষণস্থায়ী। একবার যে সময় চলে যায়, সে সময় আর কোনদিন কখনও ফিরে আসে না। দুনিয়ার প্রতিটি ক্ষণের হিসাব আল্লাহ্র নিকটে দিতে হবে। অথচ আজ অহেতুক টিভি, ভিসিআর-ভিসিপি, ডিশ-এন্টিনা, রেডিও অশ্লীল গান বাদ্যের ক্যাসেট দেখা-শুনার মধ্যে ব্যয় করছি আমাদের মহামূল্যবান সময়গুলি।

শত শত বছর যাবৎ পৃথিবীর নেতৃত্ব দানকারী একমাত্র সত্য ধর্মের অনুসারী মুসলিম জাতিকে তাদের নেতৃত্ব ফিরিয়ে পাবার এবং স্বীয় ঈমান রক্ষা করার তাকীদে ইহুদী-খৃষ্টান সাম্রাজ্যবাদী ও ভারতীয় ব্রাহ্মণ্যবাদী এবং তাদের দোসরদের গভীর ষড়যন্ত্রের শিকার হওয়া থেকে সতর্ক থাকা একান্ত প্রয়োজন। তারা যে আমাদের শত্রু এবং দুনিয়া থেকে মুসলমানদেরকে নিশ্চিহ্ন করে দিতে চায়, ফিলিস্তীন, চেচনিয়া, বসনিয়া, কসোভো, কাশ্মীর প্রভৃতি অঞ্চলের দিকে একটু নযর দিলেই এর সত্যতা দিবালোকের ন্যায় স্পষ্ট হয়ে উঠবে। বিজাতিরা বিশেষ করে ইহুদী-খৃষ্টান সম্প্রদায় নানান পন্থায় আমাদেরকে ইহুদী-খৃষ্টান বা ধর্মহীন করতে চায়। আমরা আজ তাদের বহুমুখী ষড়যন্ত্রের শিকার। তাদের অন্ধ অনুকরণ ও ষড়যন্ত্র বুঝতে না পারায় বিশ্বব্যাপী আজ মুসলমানদের করুণ অবস্থা। তাদের অন্ধ অনুকরণ ছেড়ে দিয়ে কুরআন ও ছহীহ হাদীছের আলোকে আমাদের ব্যক্তিগত, পারিবারিক, সামাজিক, রাষ্ট্রীয় তথা সার্বিক জীবন গড়ে না তুললে বিজাতীয় গোলামী থেকে মুক্তি লাভ অসম্ভব এবং পরকালীন কঠিন আযাবের হুমকী তো আছেই। তাই আসুন! সবাই মিলে একতাবদ্ধ হয়ে পবিত্র কুরআন ও ছহীহ সুন্নাহ্র আলোকে নির্ভেজাল ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার সংগ্রামে ঝাঁপিয়ে পড়ি। আল্লাহ তা'আলা আমাদেরকে আত্মপ্রবঞ্চনা, বাতিলের যাবতীয় ষড়যন্ত্র ও তাদের অন্ধ অনুকরণ থেকে বেঁচে থাকার তাওফীক্ব দান করুন। আমীন!!

---

৩৫. *মাসিক আত-তাহরীক, মার্চ ২০০১, পৃঃ ৫৬ প্রশ্নোত্তরঃ ৩২/২০৭ গৃহীতঃ মুসলিম, মিশকাত হা/৩১০৪।*
৩৬. *ঐ, জুন ২০০০ ইং পৃঃ ৫২ প্রশ্নোত্তরঃ ১৩/২৫৩।*
৩৭. *মুসতাদরাক লিল হাকিম, তাবারাণী, তারগীব ৩/৩১৭; তাফসীরে ইবনে কাছীর ৩/২৮২।*
৩৮. *মুসনাদে আহমাদ, বায়হাক্বী, মিশকাত ২/৪, ইবনে কাছীর ৩/২৮২।*
৩৯. *মাসিক আত-তাহরীক, জুন ২০০০, পৃঃ ৫২, প্রশ্নোত্তরঃ ১৩/২৫৩।*
৪০. *মাসিক আত-তাহরীক, জানুয়ারী ২০০১, পৃঃ ৫০; প্রশ্নোত্তরঃ ৬/১১১, গৃহীতঃ মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা/৪৮২৪ 'আদব' অধ্যায়।*

Contents

গল্পের মাধ্যমে জ্ঞান

দ্বীনি শিক্ষা বনাম আধুনিক শিক্ষা

দ্বীনি শিক্ষায় শিক্ষিত ব্যক্তিকে দর্শনেই চেনা যায়। তাঁর বেশভূষা আধুনিক শিক্ষায় শিক্ষিত ব্যক্তিদের বেশ-ভূষা হ'তে স্বতন্ত্র। আধুনিক শিক্ষায় শিক্ষিত ব্যক্তিরা বিজাতীয় প্রভাবে প্রভাবিত। দ্বীনি শিক্ষায় শিক্ষিত ব্যক্তি এবং আধুনিক শিক্ষিত ব্যক্তি উভয়েই নিজেকে মুসলিম নামে পরিচয় দিয়ে থাকেন। কিন্তু মুসলিম হওয়ার গুণাবলী আধুনিক শিক্ষায় শিক্ষিত ব্যক্তিদের অধিকাংশেরই মধ্যে নেই বললে চলে। প্রিয় নবীজির আদর্শের অনুসরণ তাঁদের মধ্যে যৎ-সামান্যই দৃষ্ট হয়। দাঁড়ি রাখা প্রিয় নবীজির একটি গুরুত্বপূর্ণ বাহ্যিক আদর্শ। উচ্চশিক্ষিত ব্যক্তিদের মধ্যে এই আদর্শের বাস্তবায়ন নেই বললেই চলে। অথচ দ্বীনি শিক্ষায় শিক্ষিত ব্যক্তিদের সবাই এই আদর্শের প্রতি অত্যন্ত শ্রদ্ধাশীল।

দুই ধরনের শিক্ষার প্রভাবে দুই ধরনের চরিত্র গড়ে উঠে। দ্বীনি শিক্ষার প্রভাবে শিক্ষিত ব্যক্তিরা নমনীয় চরিত্রের অধিকারী হন। অপরপক্ষে আধুনিক শিক্ষায় শিক্ষিত ব্যক্তিরা নমনীয় চরিত্রের অধিকারী হন নগণ্য সংখ্যায়। কারণ তাঁদের অন্তরে আল্লাহ্‌র ভয় পয়দা হওয়ার শিক্ষা দেওয়া হয় না। অথচ দ্বীনি শিক্ষা ব্যবস্থায় আল্লাহ্‌র ভয় দেলে পয়দা হওয়া শিক্ষা দেওয়া হয়ে থাকে। আল্লাহ্‌র ভয় অন্তরে পয়দা না হওয়ার কারণে আধুনিক শিক্ষায় শিক্ষিত ব্যক্তিরা উগ্র স্বভাবের হয়ে থাকেন। নিম্নের গল্পটি এর প্রমাণ দিবে।-

এক দম্পতি দুই পুত্র সন্তানের মাতা-পিতা। মা তাদেরকে দ্বীনি শিক্ষায় শিক্ষিত করতে চান। আর পিতা তাদেরকে আধুনিক শিক্ষায় শিক্ষিত করতে চান এ জন্য যে, তারা শিক্ষিত হয়ে বেশি উপায়-উপার্জন করতে পারবে। ফলে তাদের জীবনে সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য আসবে। মা কিন্তু তার জিদ বহাল রেখেছেন। তাঁর উক্তি, উপায়-উপার্জন কম হ'লেও তারা মাতা-পিতার প্রতি শ্রদ্ধাশীল থাকবে এবং পরকালের প্রতি তাদের মন আকৃষ্ট হবে।

যাক, শেষ পর্যন্ত ফায়ছালা হয়, এক ছেলে আধুনিক শিক্ষা গ্রহণ করবে এবং আরেক ছেলে দ্বীনি শিক্ষা লাভ করবে। সেই ফায়ছালা মোতাবেক দুই ছেলে দুই ধরনের শিক্ষায় শিক্ষিত হ'তে থাকে।

আধুনিক শিক্ষায় ইঞ্জিনিয়ারিং ডিগ্রি লাভ করে এক ছেলে মোটা বেতনের চাকুরী পায়। বেতন বাদেও তার উপরি পাওনা আছে এবং ঈদ বোনাস আছে। কাজেই সে মাতা-পিতাকে যথেষ্ট আর্থিক সাহায্য করতে পারে। দ্বীনি শিক্ষায় শিক্ষিত ছেলেটির তেমন আয়-উপার্জন নেই। ফলে সে মাতা-পিতাকে তেমন আর্থিক সাহায্য করতে পারে না। এতে পিতা তার প্রতি প্রসন্ন নন। কিন্তু মা তাতে অখুশী নন। কারণ তার ইচ্ছা মোতাবেকই তো সে দ্বীনি শিক্ষা লাভ করেছে। আয় উপার্জন বেশি করতে পারবে না জেনে শুনেই তিনি ছেলেকে দ্বীনি শিক্ষায় শিক্ষিত করেছেন। কাজেই তাঁর তো অখুশী থাকলে চলবে না।

ঈদের ছুটিতে দুই ছেলে বাড়ী এসেছে। ইঞ্জিনিয়ার ছেলে বাপের হাতে ঈদের খরচ বাবদ মোটা টাকা দিয়েছে। কিন্তু অপরজন তা পারেনি। এতে পিতা ঐ ছেলের সাথে প্রসন্ন চিত্তে কথা বলছেন না। মা এটা লক্ষ্য করেছেন। অবশেষে স্বামীকে দুই ছেলের গুণাগুণ প্রত্যক্ষ করানোর জন্য মা অভিনয়ের আশ্রয় নেন। স্বামীকে ঘরের উপরের তালার উঠিয়ে দিয়ে মা ঘরের মেঝেতে পানি ঢেলে দিয়ে তাতে গড়াগড়ি দিচ্ছেন এবং কান্নাকাটি করছেন। ইঞ্জিনিয়ার ছেলে ঘরে এসে মার এই হাল দেখে জিজ্ঞেস করে, মা তোমার কি হয়েছে, তুমি গড়াগড়ি দিচ্ছ কেন এবং কাঁদছ কেন? মা বললেন, তোমার আব্বা আমাকে মেরেছে। এই কথা শুনামাত্র ছেলে উত্তেজিত হয়ে যায় এবং পিতার উদ্দেশ্যে অশ্লীল কথাবার্তা শুরু করে দেয় ও পিতাকে শাসাতে থাকে। ঐ মুহূর্তে পিতাকে ওখানে পেলে সে সম্ভবতঃ প্রহার না করে ছাড়ত না- এরূপ মনোভাব ব্যক্ত করে। মা-ই তাকে শান্ত হবার জন্য বাইরে যেতে বলেন। ছেলে বাইরে চলে যায়। পিতা উপর তালা থেকে ছেলের সব কথাবার্তা শুনে তার আস্ফালন লক্ষ্য করে স্তম্ভিত হয়ে যান।

এরপর অন্য ছেলে ঘরে এসে মার অবস্থা দেখে জিজ্ঞেস করে জানতে পারল, পিতা মাকে মেরেছে। ছেলে মাকে বলল, 'মা, তুমি সম্ভবতঃ কিছু অন্যায় করেছ। আব্বা তাই তোমাকে মেরেছে। অনর্থক কেউ কাউকে মারতে পারে না। তুমি আমাকে জানাচ্ছ ভাল, কিন্তু একথা কাকেও জানাবে না, এমনকি খাতিরের কোন মেয়েকেও না। ছেলে মাকে সান্ত্বনা দিতে থাকে। পিতা ছেলের সব কথাবার্তা শুনলেন। অতঃপর তিনি উপর থেকে নেমে এসে ছেলেকে বুকে জড়িয়ে ধরেন।

❑ মুহাম্মাদ আতাউর রহমান
সাং- সন্ন্যাস বাড়ী
বান্দাইখাড়া, নওগাঁ।

নিপুন কারুকাজ ও গ্রাহকদের সন্তুষ্টিই
শতরূপার অঙ্গীকার
শতরূপা জুয়েলারী হাউস
শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত
সর্বাধুনিক অলংকার নির্মাতা ও বিক্রেতা
মালোপাড়া, রাজশাহী
ফোন- ৭৭৫৪৯৫।

চিকিৎসা জগত

চোখ উঠা

ডাঃ মুহাম্মাদ হাফীযুদ্দীন*

চক্ষুর উপর ও চক্ষুর পাতার নিম্নস্থ শ্লৈষ্মিক ঝিল্লির প্রদাহকে চক্ষু প্রদাহ বা চোখ উঠা রোগ বলে। এটিকে অত্যন্ত ছোঁয়াচে বা ভাইরাস রোগও বলা হয়। বাড়ী, কোন প্রতিষ্ঠান বা এলাকায় একজন আক্রান্ত হ'লে পরপর সকলকে আক্রমণ করে। এটি বায়ুবাহিত রোগ।

কারণঃ

ধুলা, কুটা, পাথরের কয়লার গুড়া, শীতল ঝাপটা বায়ু লাগা, প্রবল আলোতে দীর্ঘক্ষণ কাজ করা, অত্যধিক ঠাণ্ডা লাগা ইত্যাদি এই রোগের প্রধান কারণ। তবে হাম ও বসন্ত রোগের পরে বা মেহ বা প্রদর রোগের সাথেও এই পীড়া হ'তে দেখা যায়।

লক্ষণঃ

চক্ষু চুলকানো, চক্ষু লাল হওয়া, এতে উত্তাপ এবং চক্ষুর পাতার নীচে বালুকণা আছে মনে হওয়া ও চক্ষু সর্বদা কুটকুট বা খচ্‌খচ্‌ করা, চক্ষু দিয়ে অনবরত পানি ঝরা, জ্বালা-পুড়া করা, চক্ষুতে পুঁজ উৎপন্ন হওয়া এবং ঘুমালে চক্ষুর পাতা জোড়া লাগা ও করকর করা, চক্ষু রগড়ালে চক্ষুর রগগুলি টনটন করা, চক্ষুতে আলো বা ঠাণ্ডা সহ্য না হওয়া, চক্ষুতে ক্ষত ইত্যাদি নানা উপসর্গ দেখা দেওয়াই এই রোগের প্রধান লক্ষণ।

হোমিও চিকিৎসাঃ

চক্ষু প্রদাহ বা চোখ উঠার প্রথম অবস্থায় ***এ্যাকোনাইট ন্যাপ*** ৩ দিলে পীড়া আর বৃদ্ধি পায় না। অবশ্য চোখে অত্যন্ত বেদনা, আলোক অসহ্য, সামান্য জ্বরজ্বর ভাব, পিপাসা, নাড়ী দ্রুত ও পূর্ণ লক্ষণেও ইহা প্রয়োগ করতে হবে। কোন বাহ্য আঘাতের জন্য চোখ উঠলে ***আর্নিকা মন্ট*** ৬ বিশেষ উপকারী। চক্ষু প্রদাহে বড় জ্বালা-যন্ত্রণা থাকলে ***আর্সেনিক এলব*** ৬ প্রযোজ্য। চক্ষুর সাদা অংশ ও মুখমণ্ডল খুব লাল, দপদপানি, বেদনা, ফুলা এবং আলোক অসহ্য হ'লে ***বেলেডোনা*** ৬ প্রয়োগ বিধেয়। অত্যন্ত ঠাণ্ডা লাগার দরুন পীড়া হ'লে এবং চোখ দিয়ে অনবরত পানি পড়া, বালিপড়ার মত চোখ খুচ্‌খুচ্‌ করা, জ্বালা-যন্ত্রণা ও লাল ভাব থাকলে ***ইউফ্রেসিয়া*** ৬ প্রয়োগ বিধি। প্রথমে পানি পড়া পরে পুঁজের মত পিঁচুটী ও রাতে জোড়া ও বেদনা থাকলে ***মার্কুসল*** ৬ এবং চোখে সুচীবৎ বেদনা ও ফুলা থাকলে ***পালসেটিলা*** ৩০ দিলে পীড়া আরোগ্য হয়।[১]

আনুসঙ্গিক সেবা-শুশ্রুষা ও চিকিৎসাঃ

সকালে ও বিকালে ঈষৎ উষ্ণ পানিতে দুধ মিশিয়ে চক্ষু ধৌত করা, চক্ষু পর্দা দ্বারা ঢেকে রাখা অর্থাৎ সানগ্লাস বা চশমা ব্যবহার করা, রোগীকে আলোকবিহীন ঘরে থাকা উচিৎ। কিছুতেই উত্তেজিত হওয়া উচিৎ নয়। জ্বর না থাকলে ঈষৎ গরম পানিতে গোসল করা যেতে পারে। হলুদ মাখানো ভিজা পরিষ্কার ন্যাকড়া দ্বারা চক্ষুর পিঁচুটী মুছে ফেলা যেতে পারে।

সাবধানতাঃ

পীড়িত ব্যক্তির সংস্পর্শে না থাকাই ভাল। পীড়িত ব্যক্তির কাপড়-চোপড় বা গামছাদি দ্বারা রোগ অন্য ব্যক্তিতে আসে। সুতরাং এগুলি ব্যবহার না করাই শ্রেয়। বাজারের যে সে রকমের মলম চোখে বাহ্যিক ব্যবহার করা উচিৎ নয় (প্রাগুক্ত)। পীড়ার প্রথম অবস্থায় তাচ্ছিল্য করলে বা উহাতে অত্যাচার করলে এই পীড়া পুরাতন আকার ধারণ করে। তখন নিম্নলিখিত ওষুধগুলি ব্যবহার করলে বিশেষ উপকার পাওয়া যায়ঃ

(১) সালফার ৩০ঃ পুনঃ পুনঃ পীড়ার প্রকাশ, হাত-পা জ্বালা, মাথা ধরা বা গরম, চুলকানি-পাঁচড়া থাকলে।

(২) ক্যালকেরিয়া কার্ব ৩০ঃ সালফারের পরে ইহা প্রয়োগ করলে বিশেষ উপকার পাওয়া যায়।

(৩) হিপার সালফ ৩০ঃ কতগুলি সালফারের লক্ষণ আবার কতগুলি ক্যালকেরিয়া-এর লক্ষণ। মার্কুরিয়াসের পর বা পারদাদির দোষ থাকলে এটি ব্যবহার করা কর্তব্য (প্রাগুক্ত)।

দেশীয় টোটকা ওষুধঃ

কাঁচপোকা রং-এর উৎকৃষ্ট ম্যাজেন্টা রং আন্দাজ ৮/১০ গ্রেন এক আউন্স পরিশুদ্ধ পানিতে কিংবা গোলাপ পানিতে মিশিয়ে সেই লোসন ৩/৪ ফোটা মাত্রায় দিন-রাতে ৬/৭ বার বাহ্যিক প্রয়োগ করলে ২/১ দিনের মধ্যেই প্রদাহ ও লালবর্ণ কমে চোখ প্রায় স্বাভাবিক অবস্থা প্রাপ্ত হয়। আঘাত কিংবা অন্য কোন কারণে প্রদাহ বা পীড়া হ'লে এবং পীড়া বহুদিনের পুরাতন হ'লেও এতে উপকার হয়।

ম্যাজেন্টার কোন প্রকার বিষাক্ত দোষ নেই এবং উহাতে চক্ষুর কোন অনিষ্টও হওয়ার আশংকা নেই। উহার সাথে ৮/১০ গ্রেন এসিডবোরিক মিশালে আরো অধিক উপকার হয়।[২]

---

* এ,এম,এইচ, আই (কলকাতা), এইচ,এস,পি (পাক), হোমিও ফিজিশিয়ান বাংলাদেশ, হোমিও চিকিৎসক, আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী, নওদাপাড়া, সপুরা, রাজশাহী।

১. ডাঃ বটকৃষ্ণ পাল সরল গৃহ চিকিৎসা, পৃঃ ১৫৩-৫৫।

২. ডাঃ এন,সি, ঘোষ, কম্পোরেটিভ মেটিরিয়া মেডিকা, পৃঃ ৪৬০।

ক্ষেত-খামার

বাসার ছাদে ও বারান্দায় শাক-সবজির চাষ

বসতবাড়ির আঙিনার পাশাপাশি শহরাঞ্চলে পাকা বাড়ির ফাঁক-ফোকরে, ছাদে বা বারান্দায় রোদ পড়ে এমন সব জায়গায় টব বসিয়ে নিজের পসন্দমত শাক-সবজি ফলানো যায়। এতে নিজের উৎপাদিত ফসল আস্বাদনের যেমন তৃপ্তি পাওয়া যায়, তেমনি বাজারের উপর নির্ভরশীলতাও কতক অংশে কমে যায়।

টবে আবাদযোগ্য সবজিঃ যেসব সবজি সংখ্যায় কম লাগে এবং একবার লাগিয়ে ক্রমাগত অনেকদিন ধরে খাওয়া যায়, সেসব সবজিরই আবাদ টবে বা পাত্রে করা বাঞ্ছনীয়। উদাহরণ স্বরূপ টমেটো, বেগুন, মরিচ, শসা, ঝিংগা, মিষ্টি কুমড়া, মটরশুঁটি, কলমিশুঁটি, কলমিশাক, লাউ, পুঁইশাক, লেটুস, ব্রকলী, ধনেপাতা, পুদিনা, থানকুনি, তুলসী এমনকি পেঁপে পর্যন্ত টবে ফলানো যেতে পারে।

মাটির টব, অব্যবহৃত পুরনো হাঁড়ি, মাটির চাড়ি, তেলের টিন, বাঁশের তৈরি ঝুড়ি, ব্যাটারি কেস, কাঠের বাক্স, কাঠের ট্রে, সিমেন্টের তৈরি হালকা টব ইত্যাদিতে সবজি চাষ করা যায়। গাছের বৃদ্ধি এবং সবজির ফলন টবে বা পাত্রে ব্যবহৃত মাটির অবস্থার উপর অনেকখানি নির্ভরশীল। মাটি অবশ্যই উর্বর, হালকা এবং ঝুরঝুরে হ'তে হবে। পানি শুকিয়ে গেলে টবের মাটিতে যেন চটা না ধরে বা মাটি ফেটে না যায়, সেদিকে খেয়াল রেখেই টবের মাটি তৈরি করতে হয়। ঝুরঝুরে হালকা মাটিতে বাতাসের প্রাচুর্য ও আর্দ্রতা বেশি সময় ধরে বহাল থাকে বলে শিকড় ও কাণ্ডের বৃদ্ধি দ্রুত হয়। টবের মাটি ঝুরঝুরে রাখতে হ'লে সমপরিমাণে আর্বজনামুক্ত বেলে-দোআঁশ মাটি ও জৈব সার (গোবর, পচা সার, কচুরিপানা, হাঁস-মুরগির বিষ্টা, পচা সার) একত্রে ভালভাবে মিশাতে হয়। এঁটেল মাটিতে জৈব সারের পরিমাণ আরো বেশী হওয়া প্রয়োজন।

সাধারণভাবে প্রত্যেক সবজিতে প্রচুর আলো-বাতাসের প্রয়োজন হয়। ফ্লাট বাড়িতে কিংবা অল্পপরিসর স্থানে বেশি সংখ্যক টব রাখতে গেলে প্রচুর আলো-বাতাসপূর্ণ স্থানের অভাব হয়। তাই প্রয়োজনবোধে পাতা জাতীয় সবজির টবগুলি কিছুটা ছায়াযুক্ত স্থানে (বারান্দায়) সিঁড়ির পাশে বা ছাদে রাখা যেতে পারে। যেসব সবজি ফল দেয়, সেসব সবজির টব যথেষ্ট আলো-বাতাসপূর্ণ স্থানে রাখা প্রয়োজন।

আমের কয়েকটি অনিষ্টকারী পোকা দমন পদ্ধতি

আমের ক্ষতিকর পোকার মধ্যে ভোমরা ও মাছি পোকা উল্লেখযোগ্য। এছাড়া আমগাছের পাতার একটি অনিষ্ঠকারী পোকা হ'ল 'বিছা'।

পূর্ণবয়স্ক ভোমরা পোকার স্ত্রী পোকা চৈত্র মাসে আমের গায়ে ছোট সাদা লম্বা ডিম পাড়ে। ডিম ফোটার পর কীড়া কচি আমের গায়ে ছিদ্র করে ভেতরে ঢুকে এর শাস কুড়ে খায়। আম বড় হওয়ার সাথে সাথে এই সূক্ষ্ম ছিদ্রটি বন্ধ হয়ে যায়। তাই ভেতরে পোকা থাকলেও বাহির থেকে বুঝা যায় না। প্রায় এক মাস ফলের ভেতর খেয়ে কীড়া পুত্তলিতে পরিণত হয় এবং প্রায় সপ্তাহ দু'য়েক পরে পূর্ণবয়স্ক পোকা আম ছিদ্র করে বের হয়ে আসে।

প্রতিকারঃ (১) আম বাগান পরিষ্কার রাখতে হবে এবং বাগানে যাতে জংগল গড়ে উঠতে না পারে সেদিকে খেয়াল রাখতে হবে। (২) আম গাছে পরগাছা থাকলে সরিয়ে ফেলতে হবে। (৩) আম গাছের মরা ডালপালা কেটে ফেলতে হবে। (৪) গাছের গায়ে কোন গর্ত থাকলে তা ভালভাবে পরিষ্কার করে বন্ধ করে দিতে হবে যেন কোন পোকা আশ্রয় নিতে না পারে। (৫) যে সব আমে পোকা লাগার সম্ভাবনা বা লেগেছে বলে অনুমান করা যায়, সেগুলি কাঁচা অবস্থায় ব্যবহার করা উচিত। এতে পরবর্তী বছর পোকার আক্রমণের সম্ভাবনা কম থাকে। (৬) আমের গুটি বাঁধার ২/১ সপ্তাহ পরে ডাইমেক্রন বাইড্রিন ৪ ছটাক অথবা ডায়াজিনন তরল লেবাসিড ৬ ছটাক সাড়ে ১২ মণ পানিতে মিশিয়ে সিঞ্চন যন্ত্রের সাহায্যে ভালভাবে ছিটিয়ে দিলে সুফল পাওয়া যায়। এছাড়াও অন্যান্য কোম্পানীর বিভিন্ন কীটনাশক ওষুধ সঠিক মাত্রায় প্রয়োগ করে এ পোকা দমন করা যায়।

আমপাতার বিছা পোকাঃ এটি আমপাতার একটি বিশেষ অনিষ্টকারী পোকা। এ পোকার কীড়া আমগাছের পাতা খেতে খেতে গাছকে সময় সময় এমনভাবে পত্রশূন্য করে দেয় যে, গাছে কোন ফুল বা ফল আসতে পারে না। সাধারণত মধ্য মাঘ থেকে কার্তিক মাস পর্যন্ত এ পোকা দেখা যায়। অগ্রহায়ণ থেকে মধ্য মাঘ পর্যন্ত এরা পুত্তলী অবস্থায় থাকে। মধ্য আষাঢ় থেকে মধ্য ভাদ্র পর্যন্ত সময়ে এদের আক্রমণ বেশি হয়।

প্রতিকারঃ (১) গুটি সংগ্রহ করে নষ্ট করে দিতে হবে। (২) ডিম এবং দলবদ্ধভাবে কীড়াসহ পাতা সংগ্রহ করে পুড়িয়ে ফেলতে হবে। (৩) আলো ফাঁদের সাহায্যে মথ সংগ্রহ করে মেরে ফেললে এদের আক্রমণ কমে আসবে। (৪) এছাড়া ডাইমেক্রন, বাইড্রিন, লিবাসিড বা অন্যান্য যেকোন নির্ধারিত তরল কীটনাশক ওষুধ ৬ ছটাক সাড়ে ১২ মণ পানিতে মিশিয়ে সিঞ্চনযন্ত্রের সাহায্যে গাছের পাতায় প্রয়োগ করে এ পোকা দমন করা যায়।

মাছি পোকাঃ আম ফলের মাছি পোকা কীড়া পাকা আমের ভিতরে খেতে থাকে। যার ফলে আম পচে যায় এবং ঝরে পড়ে। আক্রান্ত আমের খোসার উপরিভাগ সুস্থ আমের চেয়ে একটু ভিন্ন প্রকৃতির। আক্রান্ত ফল কাটলে শাঁসের মধ্যে সাদা কীড়া দেখতে পাওয়া যায়। স্ত্রী মাছি ডিমপাড়া নল দিয়ে আমের গায়ে সরু ছিদ্র করে ডিম পাড়ে। ২/১ দিনের মধ্যে ডিম থেকে শুককীট বের হয় এবং ফলের শাঁস খেয়ে বাড়তে থাকে। যখন এদের খাওয়া সম্পূর্ণ হয়, তখন এরা মাটিতে পড়ে যায় এবং ছোট বাদামী রংয়ের পুত্তলিতে রূপান্তরিত হয়। পুত্তলী মাটিতে লুকানো অবস্থায় থাকে। ডিম থেকে পূর্ণাঙ্গ মাছি বের হতে প্রায় এক সপ্তাহ লাগে।

প্রতিকারঃ (১) আক্রান্ত ফল সংগ্রহ করে মাটির নীচে পুঁতে রাখতে হবে (২) ফল পাকার ২৫-৩০ দিন আগে ১০ ছটাক ডিপটেরেক্স অথবা ৬ ছটাক মালথিয়ন বা ৪ ছটাক ডাইমেক্রন বা বাইড্রিন সাড়ে ১২ মণ পানিতে মিশিয়ে সিঞ্চনযন্ত্রের সাহায্যে আমে ছিটিয়ে দিতে হবে। অন্যান্য কোম্পানীর বিভিন্ন কীটনাশক ওষুধও সঠিক মাত্রায় প্রয়োগ করা চলে।

ডগার গল পোকাঃ এ পোকা রাজশাহী যেলাতে উন্নত জাতের আমের যথেষ্ট ক্ষতি করে থাকে। এদের আক্রমণে আক্রান্ত শাখার অগ্রভাগে মোচাকৃতির ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গর্তের সৃষ্টি হয়। এতে ফুল ও ফল ধরে না। পাতার উপরে তুলার মত সাদা বিষ্টা এবং এক প্রকার আঁঠালো মিষ্টি রস দেখে এ পোকার আক্রমণ বুঝা যায়।

প্রতিকারঃ গল সৃষ্টি হওয়ার আগেই এ পোকা দমনের ব্যবস্থা করা উচিত। ভাদ্র মাসের প্রথম থেকেই কীটনাশক ওষুধ ডাইমেহোয়েট-৪০ তরল বা নোভাক্রন-৪০ তরল চা-চামচের ৬ চামচ প্রতি সাড়ে বার সের পানিতে মিশিয়ে সিঞ্চনযন্ত্রের সাহায্যে আম গাছে ভালভাবে ছিটিয়ে দিতে হবে। এ ওষুধ ইনজেকশন দিয়েও প্রয়োগ করা যায়। আক্রান্ত শাখায় বর্মাযন্ত্রের সাহায্যে ৩-৪টি ১ ইঞ্চি ব্যাসের গর্ত করে প্রতি গর্তে চা-চামচের আধা চামচ ওষুধ প্রয়োগ করে গাছের বাকল দিয়ে গর্তটি বন্ধ করে দিতে হবে।

॥ সংকলিত ॥

হে যবুক! তোমার প্রতি ফোঁটা রক্ত আল্লাহর দেওয়া পবিত্র আমানত। এসো তা ব্যয় করি নির্ভেজাল সত্যের পথে।

কবিতা

উচিৎ শিক্ষা দাও

-মুহাম্মাদ খলীলুর রহমান
সিনিয়র শিক্ষক
বনগ্রাম এইচ, টি, এল, দাখিল মাদরাসা
হোসনাবাদ, সরিষাবাড়ী, জামালপুর।

ওরে মুজাহিদ! এখনও তোর ভাঙ্গল না নীদ, কবে হবি জাগ্রত?
লুটেরা তোদের কুড়াল মেরে করছে ক্ষত-বিক্ষত।
ঈমান-আক্বীদা করছে হরণ
লুটছে ইয্যত শত শত।
ওরে আফগান বীর! কেড়ে নিচ্ছে তোদের নীড় বৃটেন ও মার্কিনে
উলঙ্গ তলোয়ার হস্তে ধরে ঝাঁপিয়ে পড় রণে।
সিংহের ন্যায় গর্জে উঠ
জীবন-মরণ পণে।
হে বীর মুজাহিদ! ওরা করছে দ্বীনের অসম্মান,
দ্বীনের সূর্য করছে গ্রাস সন্ত্রাসী লুটেরা মার্কিন।
কত মুসলিম দেখছে তাকিয়ে হত্যাযজ্ঞের নোংরা নীতি,
নীরব থেকে নেপথ্যে নিভিয়ে দিতে দ্বীনের বাতি।
ওরা কি যিম্মী সন্ত্রাসীদের হাতে,
না-কি হানাদারের পা চাটা পক্ষপাতি?
ওরা খুন পিয়াসী, মাংস ভোজী, বিশ্বসেরা বেঈমান,
বিশ্বজুড়ে মুসলিম যেথা, চালায় সেথা অভিযান।
মতলব শুধু একটাই তাদের
মুসলিম হত্যার শ্লোগান।
ওরা হায়েনা, বিষধর সাপ, বিষভরা ওদের বুলি,
উচিৎ শিক্ষা দিয়ে ওদের মুখোশ দাও খুলি।
বিষদাঁত ভেঙ্গে উপড়ে ফেলো
আর না খেলে রক্তের হোলি।
হে তরুণ, বীর মুজাহিদ, নওজোয়ান!
তোদের পানে চেয়ে আছে, নিখিলের সব মুসলমান।
তাগূতের আছে এ্যাটম বোমা আর ট্যাংক, কামান, বিমান
সম্বল তোদের খাঁটি ঈমান আর বুকে পাক কুরআন।
ঈমানী বলে বলিয়ান হয়ে রণে দাও সাড়া,
এলাহী মদদে একদিন ওরা হবেই ওয়াত্বান ছাড়া।
তাকবীর ধ্বনির বজ্র নিনাদে
পড়বে সবাই মারা।
মুখে নিয়ে তাকবীর ধ্বনি জাগো মুজাহিদ বীর
বজ্র নিনাদে বল সবে ফের নারায়ে তাকবীর।

আত-তাহরীক

-মুহাম্মাদ আরীফুর রহমান
সাতবাড়িয়া মাধ্যমিক বিদ্যালয়
কেশবপুর, যশোর।

বাংলার বুকে যখন অন্ধকার
সঠিক ইসলাম বিপন্ন হেথার।
নব দিগন্তের সূর্যের ন্যায় এলে তুমি
তোমার আগমনে হ'ল ধন্য বাংলা ভূমি।
হৃদয়ের প্রয়োজন অমৃত যে বাণী
পদার্পনে নিয়ে এলে 'আত-তাহরীক' তুমি।
'আত-তাহরীক' জানালে তুমি বিশ্বকে তব
যমীনে অধিকার সবারই সম।
ভ্রান্ত নীতির ঘটাতে পতন
'আত-তাহরীক' তোমার শুভাগমন।
ধন্য আজি মুসলিম জাতি
আরো অন্য কেহ।
অমৃত বাণী তোমার পাতাতে খুদাই করা,
শিরক-বিদ'আতের হ'ল পতন তাহরীক তোমার দ্বারা।

যেন তিমির রজনী হয়ে শেষ
'আত-তাহরীক' রবি উঠিয়াছে বেশ।
ভুবন দৃপ্ত এখন জয়োল্লাসে
তোমার মত নির্ভীক তাহরীক পেয়ে।
লিখিয়াছি অনবরত তোমারই শানে
পায়নি ঠাঁই মোর লেখা তোমার পাতার কোন খানে।
মুসলিম জাতির অধিকার আনলে তুমি ভবে;
এগিয়ে চল 'আত-তাহরীক' তুমি জাহিলিয়াত দূর হবে।
জনারণ্যে 'আত-তাহরীক' আমি গেয়েছি তোমার যশ
তোমার পাতায় লেখা আমার চির অভিলাষ।

জিহাদ

-ইউসুফ আবুল হাসান
মাধবদী, নরসিংদী।

মুসলমানের রুধির পিয়ে ধরার যমীন লালে লাল,
পুত্র শোকে, ভাইয়ের দুঃখে মুমিন হৃদয় বেসামাল।
অযোধ্যাতে আল্লাহ্র ঘরে বুত্-পূজার ঐ পায়তারা,
ক্ষুধার জ্বালায় দেশে দেশে আজ লক্ষ শিশু যায় মারা।
ইরান, ইরাক, পাকিস্তানে আজকে সবার নিঁদ হারাম,
সন্ত্রাসীদের শীর্ষে নাকি লিস্ট হয়েছে ওদের নাম।
আল্-আহাদের ঝাণ্ডা বয়ে কেউ দাঁড়ালে বিশ্বমাঝ,
'মৌলবাদী' গালি দিয়ে হায় নেয় কেড়ে নেয় মাথার তাজ।
আহমেদাবাদ জ্বলছে আজি বিরান কাবুল-কান্দাহার;
কাশ্মীরে নিত্যদিনই মুসলমানে খাচ্ছে মার।
লক্ষ লক্ষ ফিলিস্তিনীর নেই যে হায় নেই ঠিকানা
বুলডোজারে জ্যান্ত ওদের পিষ্ছে আজ শ্বেত-হায়েনা।
সোমালী, মরো, রোহিঙ্গারা কেঁদে কেঁদে চায় নাজাত
রক্ষা করো দয়াল প্রভু, ধ্বংস যে প্রায় আজ উম্মাত্।
বিশ্বজুড়ে নেই কোথাও নেই স্বাধিকার মুসলিমের,
সন্ত্রাসের ঐ গন্ধ শুঁকে কণ্ঠে রোধে আজ তাদের।
দুধে ধোয়া মার্কিন মোড়ল, সন্ত্রাসী নয় ইসরাঈল
হালাকুদের সাথে ওদের থাকনা যতই থাকনা মিল!
মুজাহিদদের হত্যা করে রুশ-ভারতে বাহ্বা পায়,
জান বাঁচাতে অস্ত্র নিলে বীর চেচেনের শির লুটায়।
কেমন করে সইব জ্বালা থাকতে লহু এই বুকে?
আসছে আঘাত দ্বীনের পরে, মরছে মুমিন আজ ধুকে!
অশ্রু যে আজ নেই নয়নে, অগ্নি ঝরে চোখ থেকে,
দ্বীনকে আযাদ করতে মুমিন চল্ জিহাদে সব রেখে।

দেশ হারাদের দেশে

-আনিসুর রহমান ছিদ্দীকি
৪র্থ বর্ষ, বি,আই,টি, রাজশাহী।

বয়ে যাচ্ছে আজ বড় দুর্দিন
অশ্রু সাগরে ভাসে তামাম ফিলিস্তীন।
হায়ামায়া হীন ইসরাঈল নাচছে,
মুসলিমের রক্তে তারা খুশির গোসল করছে।
দুনিয়াতে আর নেই এমন যালিম।
বন্দীদের দেয় তারা ভীষণ যন্ত্রণা,
কুকুরের প্রতিও মানুষ এত নির্দয় হয় না।
ওরা কি মানুষ না কি পশু বিবেকহীন?
মাছুম শিশুর বুকেও গুলি ছোঁড়ে ওরা,
দুর্বল নারীকেও মারে, করে গৃহহারা।
বিশ্ববাসী আর কত দিন রবে উদাসীন?
দেশ হারিয়ে লাখ মানুষ ঘুরে দেশে দেশে।
ফিরে কি পাবে না স্বদেশ, মরবে ফকিরী বেশে?
আসবে না কি নবীন খালিদ, নবীন ছালাহুদ্দীন?

সোনামণিদের পাতা

গত সংখ্যার মেধা পরীক্ষা (কুরআন)-এর সঠিক উত্তরঃ

১. কেবলমাত্র আল্লাহই জানেন ক্বিয়ামত কখন হবে, তিনিই বৃষ্টি বর্ষণ করেন এবং গর্ভাশয়ে যা থাকে তা জানেন, আগামীকাল কি উপার্জন করবে এবং কোথায় মৃত্যুবরণ করবে তাও জানেন *(লুক্বমান ৩৪)*।
২. পথ নির্দেশনা ও শয়তানের প্রতি নিক্ষেপের জন্য *(আন'আম ৯৭ ও মুলক ৫)*।
৩. সূরা নিসা ৩৪ ও বাক্বারাহ ২২৮ নং আয়াতে।
৪. ধুম্রবিহীন আগুন থেকে জ্বিন এবং আলো থেকে ফেরেশতা সৃষ্টি করেছেন *(আর রহমান ১৫ ও আবদুর রাযযাক, মুসান্নাফ, ১১শ খণ্ড, পৃঃ ৪২৫)*।
৫. সূরা মা'আরিজ ৪ নং আয়াতে।

গত সংখ্যার সাধারণ জ্ঞান (প্রাণী জগৎ)-এর সঠিক উত্তরঃ

১. থাইল্যাণ্ডে।
২. ডলফিন।
৩. গাণ্ডারের।
৪. সামনের পায়ে (হাঁটুতে)।
৫. লেরিকোরিয়া পার্ভা মাছ (আমেরিকা)।

চলতি সংখ্যার ধাঁধাঁ

১. বাংলাদেশ বিমানের প্রতীকি চিহ্ন কি?
২. এমন একটি জিনিসের নাম বল, যা আকাশে উড়ে এবং ক্ষেতে গিয়ে পড়ে?
৩. যার দাঁত আছে অথচ খেতে পারে না?
৪. যার শুড় আছে কিন্তু টানতে পারে না?
৫. যা সহজে লাভ করা যায়?

❐ সংকলনেঃ জামিরুল
হাড়াভাঙ্গা মাদরাসা, ১০ম শ্রেণী
গাংনী, মেহেরপুর।

চলতি সংখ্যার সাধারণ জ্ঞান (উদ্ভিদ জগৎ)

১. এমন একটি গাছের নাম বল সাপ যেমন তার খোসা বদলায়, গাছও তেমনি তার ছাল বদলায়?
২. ডাল রোপণ করলেও গাছ হয়, এরূপ একটি গাছের নাম বল?
৩. এমন পাঁচটি গাছের নাম বল, বৎসরের নির্দিষ্ট সময়ে যাদের পাতা সম্পূর্ণরূপে ঝরে যায়?
৪. কোন্ গাছ একবার ফল দিয়ে মারা যায় এবং কাটলে প্রচুর রস বের হয়?
৫. কোন্ গাছের কস/রস কাপড়ে লাগলে স্থায়ীভাবে দাগ পড়ে যায়?

❐ সংকলনেঃ মুহাম্মাদ আতাউর রহমান
সন্ন্যাসবাড়ী, নওগাঁ।

সোনামণি সংবাদ

শাখা গঠনঃ

(২৭৮) বায়তুল আমান জামে মসজিদ (বালক) শাখা, কাদিরগঞ্জ, রাজশাহী মহানগরীঃ

পরিচালনা পরিষদঃ

প্রধান উপদেষ্টা ঃ মুহাম্মাদ সুলায়মান আলী (সহকারী অধ্যাপক (দর্শন), সরদহ কলেজ)
উপদেষ্টা ঃ মুহাম্মাদ শামসুল আলম
পরিচালক ঃ মুহাম্মাদ তরীকুল ইসলাম
সহ-পরিচালক ঃ মুহাম্মাদ মেহেদী হাসান
সহ-পরিচালক ঃ মুহাম্মাদ আবদুল ওয়ারিছ।

কর্মপরিষদঃ

১. সাধারণ সম্পাদক ঃ মুহাম্মাদ শফীউল ইসলাম (৫ম)
২. সাংগঠনিক সম্পাদক ঃ মুহাম্মাদ মাঈদুল হাসান (৫ম)
৩. প্রচার সম্পাদক ঃ মুহাম্মাদ ফুয়াদ হাসান (৩য়)
৪. সাহিত্য ও পাঠাগার সম্পাদক ঃ মুহাম্মাদ রাজীব হাসান (৪র্থ)
৫. স্বাস্থ্য ও সমাজকল্যাণ সম্পাদকঃ মুহাম্মাদ নাঈম হোসাইন (৩য়)।

(২৭৯) বায়তুল আমান জামে মসজিদ (বালিকা) শাখা, কাদিরগঞ্জ, রাজশাহী মহানগরীঃ

পরিচালনা পরিষদঃ

প্রধান উপদেষ্টা ঃ মাওলানা যাকারিয়া (ইমাম, উক্ত মসজিদ)
উপদেষ্টা ঃ হাফেয ইদরীস আলী
পরিচালিকাঃ সাহেলা বাশার
সহ-পরিচালিকা ঃ আসমা ফারিহা
সহ-পরিচালিকা ঃ রুমানা সুলতানা।

কর্মপরিষদঃ

১. সাধারণ সম্পাদিকা ঃ তাহমীনা আখতার (৫ম)
২. সাংগঠনিক সম্পাদিকা ঃ রনজিতা আখতার (৭ম)
৩. প্রচার সম্পাদিকা ঃ তাহলিনা খাতুন (৭ম)
৪. সাহিত্য ও পাঠাগার সম্পাদিকা ঃ তাসনীন বাশার (৪র্থ)
৫. স্বাস্থ্য ও সমাজকল্যাণ সম্পাদিকাঃ সুমী আখতার (৪র্থ)।

(২৮০) লিচু বাগান জামে মসজিদ (বালক) শাখা, রাজশাহী মহানগরীঃ

পরিচালনা পরিষদঃ

প্রধান উপদেষ্টা ঃ অধ্যাপক ইমদাদুল ইসলাম (সিটি কলেজ, রাজশাহী)
উপদেষ্টা ঃ মুহাম্মাদ গোলাম কবীর
পরিচালক ঃ মুহাম্মাদ আযাদ
সহ-পরিচালক ঃ মুহাম্মাদ সাজ্জাদ হোসাইন
সহ-পরিচালক ঃ মুহাম্মাদ নাছিরুদ্দীন।

কর্মপরিষদঃ

১. সাধারণ সম্পাদক ঃ মুহাম্মাদ মেহেদী হাসান
২. সাংগঠনিক সম্পাদক ঃ মুহাম্মাদ সাদ্দাম হোসাইন
৩. প্রচার সম্পাদক ঃ মুহাম্মাদ আব্দুল্লাহ
৪. সাহিত্য ও পাঠাগার সম্পাদক ঃ সোহাইল ইবনে সীনা
৫. স্বাস্থ্য ও সমাজকল্যাণ সম্পাদকঃ মুস্তাফীযুর রহমান।

(২৮১) লিচু বাগান জামে মসজিদ (বালিকা) শাখা, রাজশাহী মহানগরীঃ

পরিচালনা পরিষদঃ

প্রধান উপদেষ্টা ঃ অধ্যাপক রেযওয়ানুল হক্ব (শাহমখদুম কলেজ, রাজশাহী)
উপদেষ্টা ঃ অধ্যাপক আশরাফ আলী
পরিচালক ঃ এইচ,এম, আহমাদুল্লাহ সিরাজী
সহ-পরিচালক ঃ মুহাম্মাদ ওমর ফারূক
সহ-পরিচালক ঃ রাজু আহমাদ।

কর্মপরিষদঃ

১. সাধারণ সম্পাদিকা ঃ মুসাম্মাৎ সালমা খাতুন
২. সাংগঠনিক সম্পাদিকা ঃ মুসাম্মাৎ খুকুমণি
৩. প্রচার সম্পাদিকা ঃ মুসাম্মাৎ প্রিয়ামণি
৪. সাহিত্য ও পাঠাগার সম্পাদিকা ঃ মুসাম্মাৎ আসমা খাতুন
৫. স্বাস্থ্য ও সমাজকল্যাণ সম্পাদিকাঃ মুসাম্মাৎ বৃষ্টি আরা খাতুন।

প্রশিক্ষণঃ

১. রাজশাহী যেলা ও মহানগরীঃ

(ক) ২ এপ্রিল ২০০২ মঙ্গলবারঃ অদ্য বাদ আছর হ'তে বহরমপুর আহলেহাদীছ জামে মসজিদে ৩০ জন সোনামণির উপস্থিতিতে সোনামণি সোনিয়া আক্তার-এর কুরআন তেলাওয়াতের মাধ্যমে সোনামণি বিশেষ প্রশিক্ষণ শিবির অনুষ্ঠিত হয়।

প্রশিক্ষণে স্বাগত ভাষণ দেন অত্র মসজিদের ইমাম মতিউর রহমান। উক্ত প্রশিক্ষণে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন, 'সোনামণি' কেন্দ্রীয় পরিচালক মুহাম্মাদ আযীযুর রহমান। তিনি 'সোনামণি' সংগঠনের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য, মূলমন্ত্র, ঈমান, ইসলামের স্তম্ভ এবং সোনামণিদের অধিকার সম্পর্কে গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা রাখেন। আরও আলোচনা রাখেন 'সোনাণি' রাজশাহী মহানগরীর প্রধান উপদেষ্টা ও রিভারভিউ স্কুলের সহকারী শিক্ষক মুহাম্মাদ নূরুল হুদা। অনুষ্ঠান পরিচালনা করেন রাজশাহী মহানগরীর সহ-পরিচালক মুহাম্মাদ খুরশিদ আলম। অনুষ্ঠান শেষে প্রশিক্ষণের উপর বিশেষ প্রতিযোগিতা ও পুরস্কারের ব্যবস্থা করা হয়।

(খ) ১১ এপ্রিল ২০০২ বৃহস্পতিবারঃ অদ্য বাদ আছর হ'তে মির্যাপুর আহলেহাদীছ জামে মসজিদে ৪৮ জন সোনামণির উপস্থিতিতে সোনামণি রাযিয়া সুলতানার কুরআন তেলাওয়াত এবং খাদীজাতুল কুবরা-এর জাগরণী পাঠের মাধ্যমে 'সোনামণি' প্রশিক্ষণ শিবির অনুষ্ঠিত হয়। প্রশিক্ষণে স্বাগত ভাষণ দেন অত্র মসজিদের মুয়াযযিন মুহাম্মাদ আব্দুল্লাহ। প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'সোনামণি' কেন্দ্রীয় পরিচালক মুহাম্মাদ আযীযুর রহমান। তিনি সোনামণি সংগঠনের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য, মূলমন্ত্র, ইত্যাদি বিষয়ে গুরুত্বপূর্ণ প্রশিক্ষণ দেন। প্রশিক্ষণ পরিচালনা করেন সোনামণি রাজশাহী মহানগরীর সহ-পরিচালক মুহাম্মাদ খুরশিদ আলম।

(গ) ১২ এপ্রিল ২০০২ শুক্রবারঃ অদ্য সকাল ৯-টা হ'তে মৌগাছি আহলেহাদীছ জামে মসজিদ, মোহনপুরে ৩৫ জন সোনামণির উপস্থিতিতে এক বিশেষ প্রশিক্ষণ শিবির অনুষ্ঠিত হয়।

উক্ত প্রশিক্ষণ শিবিরে উদ্বোধনী ভাষণ দেন অত্র উপযেলার সোনামণি পরিচালক আব্দুল আযীয সরকার। প্রধান অতিথি

হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'সোনামণি' কেন্দ্রীয় পরিচালক মুহাম্মাদ আযীযুর রহমান। তিনি সংগঠন, পথ চলা, কথা বলা ইত্যাদি বিষয়ে গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা রাখেন। অন্যান্যদের মধ্যে রাজশাহী যেলার সোনামণি পরিচালক শরীফুল ইসলাম, অত্র উপযেলার সোনামণি প্রধান উপদেষ্টা নিযামুদ্দীন ও উপদেষ্টা ডাঃ সাইফুল ইসলাম বক্তব্য রাখেন।

(ঘ) ২৬ এপ্রিল ২০০২ শুক্রবারঃ অদ্য সকাল ৮-টা হ'তে মোহনপুর উপযেলার খানপুর প্রাথমিক বিদ্যালয়ের হল রুমে ২০৭ জন সোনামণি, ১০ জন যুবক এবং ১৪ জন অভিভাবকের উপস্থিতিতে সোনামণি বিশেষ প্রশিক্ষণ শিবির অনুষ্ঠিত হয়।

উক্ত প্রশিক্ষণ শিবিরে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন সোনামণি কেন্দ্রীয় পরিচালক মুহাম্মাদ আযীযুর রহমান। তিনি সূরা লুক্বমানের ১৭ নং আয়াতের আলোকে সোনামণিদেরকে নিয়মিত ছালাত আদায়, ভাল কাজের পরামর্শ প্রদান, খারাপ কাজ থেকে বিরত থাকা, বিপদে ধৈর্য ধারণ করা ইত্যাদি বিষয়ে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ও আকর্ষণীয় বক্তব্য রাখেন। তিনি সোনামণি অভিভাবকদের উদ্দেশ্য সোনামণি সংগঠনের গুরুত্ব এবং এ দায়িত্ব পালনে সার্বিক সহযোগিতার উপর বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা রাখেন। অন্যান্যদের মধ্যে আলোচনা রাখেন সোনামণি কেন্দ্রীয় সহ-পরিচালক ডাঃ আব্দুস সাত্তার, অত্র উপযেলার সোনামণি উপদেষ্টা ডাঃ সাইফুল ইসলাম, পরিচালক আব্দুল আযীয সরকার, সহ-পরিচালক জান মুহাম্মাদ প্রমুখ। অনুষ্ঠান পরিচালনায় সার্বিক সহযোগিতা করেন অত্র গ্রামের সোনামণি শাখার উপদেষ্টা দিদার বক্স ও শমসের আলী।

(ঙ) ১০ মে ২০০২ শুক্রবারঃ অদ্য সকাল ৮-৩০ মিঃ হ'তে রাজশাহী মহানগরীর হাতেম খাঁ আহলেহাদীছ জামে মসজিদে ৩২ জন সোনামণির উপস্থিতিতে এক বিশেষ প্রশিক্ষণ শিবির অনুষ্ঠিত হয়। অনুষ্ঠানে উদ্বোধনী ভাষণ দেন মহানগরীর প্রধান উপদেষ্টা নূরুল হুদা। প্রশিক্ষণ শিবিরে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন সোনামণি কেন্দ্রীয় পরিচালক মুহাম্মাদ আযীযুর রহমান। তিনি সোনামণিদেরকে হাতে কলমে ওযূ ও সাংগঠনিক বিষয়ে গুরুত্বপূর্ণ প্রশিক্ষণ দেন। অন্যান্যদের মধ্যে আলোচনা রাখেন সোনামণি রাজশাহী মহানগরীর সহ-পরিচালক নযরুল ইসলাম ও খুরশীদ আলম।

২. নাটোরঃ ১১ এপ্রিল ২০০২ বৃহস্পতিবারঃ অদ্য শুকুলপট্টি আহলেহাদীছ জামে মসজিদে 'সোনামণি' নাটোর যেলার উদ্যোগে সোনামণিদের এক বিশেষ প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়। প্রশিক্ষণে উপস্থিত ছিলেন সোনামণি কেন্দ্রীয় সহ-পরিচালক শিহাবুদ্দীন আহমাদ ও রাজশাহী মহানগরীর পরিচালক মুহাম্মাদ জাহিদুল ইসলাম।

৩. পাবনাঃ ১৩ এপ্রিল ২০০২ শনিবারঃ অদ্য খয়েরসূতী, পাবনা যেলার উদ্যোগে সোনামণি প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়। এতে বিভিন্ন বিষয়ের উপর গুরুত্বপূর্ণ প্রশিক্ষণ প্রদান করেন সোনামণি কেন্দ্রীয় সহ-পরিচালক শিহাবুদ্দীন আহমাদ ও রাজশাহী মহানগরীর পরিচালক মুহাম্মাদ জাহিদুল ইসলাম।

সামষ্টিক পাঠচক্রঃ গত ৪ এপ্রিল ২০০২ বৃহস্পতিবার বাদ আছর হ'তে আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী, নওদাপাড়া মাদরাসা সোনামণি শাখার উদ্যোগে দুই শতাধিক সোনামণির উপস্থিতিতে সামষ্টিক পাঠচক্র নামক বিশেষ আকর্ষণীয় সোনামণি অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়। এ অনুষ্ঠানে সোনামণিদের গঠনতন্ত্রের ৯ম অধ্যায়ের ৫টি নীতিবাক্য ও ১০টি গুণাবলী মুখস্থ করানো হয়। অনুষ্ঠান পরিচালনা করেন সোনামণি কেন্দ্রীয় সহ-পরিচালক শিহাবুদ্দীন আহমাদ এবং তাঁকে সহযোগিতা করেন অত্র মাদরাসা শাখার সকল সোনামণি দায়িত্বশীলবৃন্দ।

বুদ্ধিমত্তা (ইংরেজী)

SONAMONI (সোনামণি) ইংরেজী শব্দটির অক্ষর ভিত্তিক বিশ্লেষণঃ

S= Study অর্থঃ অধ্যয়ন বা পাঠ। ইসলামী জ্ঞানার্জনসহ সকল বিষয়ে নিয়মিত লেখাপড়া করা প্রত্যেক সোনামণির জন্য অত্যাবশ্যক।

O= Obedient অর্থঃ অনুগত বা কর্তব্যপরায়ণ। মহান আল্লাহ, রাসূল (ছাঃ), পিতা-মাতাসহ সকল অভিভাবক এবং সংগঠনের সকল পর্যায়ের নেতা ও দায়িত্বশীলদের নির্দেশাবলী সোনামণিদেরকে যথাযথভাবে মেনে চলা একান্ত প্রয়োজন।

N= Nobility অর্থঃ মহত্ত্বতা। সোনামণিদেরকে কাজে কর্মে-আচরণে মহৎ গুণের পরিচয় দিতে হবে।

A= Abide অর্থঃ মেনে চলা। সংগঠনের আওতাভুক্ত শিশু-কিশোরদেরকে সকল প্রকার ইসলামী ও সাংগঠনিক নীতিমালা ও নির্দেশনা যথাযথ মেনে চলার মানসিকতা অর্জন করতে হবে।

M= Model অর্থঃ আদর্শ। ভবিষ্যতে ইসলামী আদর্শ বাস্তবায়নের জন্য সোনামণিদেরকে সৎ, চরিত্রবান তথা মডেল হিসাবে গড়ে তোলা আমাদের সকলের দায়িত্ব।

O= Organization অর্থঃ সংগঠন। সোনামণি সংগঠনের মাধ্যমে আদর্শ পরিবার, দেশ ও জাতি গড়ে তোলার সর্বাত্মক প্রচেষ্টা চালানো এদেশের সকল দায়িত্বশীলদের অন্যতম দায়িত্ব।

N= Novice অর্থঃ শিক্ষার্থী বা শিক্ষানুরাগী। সোনামণিদেরকে সাপ্তাহিক বৈঠক, সমাবেশ, প্রতিযোগিতা ও প্রশিক্ষণের মাধ্যমে শিক্ষানুরাগী করে গড়ে তোলা।

I= Intelligence অর্থঃ বুদ্ধি বা জ্ঞান। সোনামণিদেরকে সকল কাজ ও বিষয়ে ইসলামী জ্ঞানার্জন ও বুদ্ধি-বিবেক সম্পন্ন হ'তে হবে।

বাংলাদেশের ৫ কোটি ৬০ লক্ষ শিশু-কিশোর তথা সোনামণিদেরকে ইংরেজী SONAMONI (সোনামণি) শব্দটির অক্ষরভিত্তিক বিশ্লেষণের আলোকে ইসলামী চেতনা সৃষ্টির লক্ষ্যে অন্তর্দৃষ্টিসম্পন্ন ও চিন্তাশীল সোনামণি তৈরীর নিমিত্তে মানসিক উন্মেষ ঘটানোর জন্যই সোনামণি সংগঠনের এ ক্ষুদ্র প্রয়াস।

সুন্নাহ

-মামুনুর রশীদ
৯ম শ্রেণী, আলীপুর সিনিয়র মাদরাসা
উজাল খলসী, দুর্গাপুর, রাজশাহী।

কুরআন আছে, হাদীছ আছে,
আছে নবীর সুন্নাহ
নবীর আদর্শে জীবন গড়
হে মুসলিম উম্মাহ।
কুরআন হাদীছ মেনে চল
এই দুনিয়ায় হবে সুখী।
পরকালে আমল দেখে
আল্লাহ তা'আলা হবেন খুশী।
নবীর সুন্নাহ-
সকল কালের জন্য এটা প্রযোজ্য,
কারো জন্য কোন কালে
হবে না তা অযোগ্য।
আল্লাহ তা'আলা খুশী হবেন
সুন্নাহ মতে চললে,
দয়াল নবী খুশী হবেন
হাদীছের কথা বললে।
নবীর সুন্নাহ টিকিয়ে রাখতে
বীরের মত মরব,
মরণ কালেও আমি
সুন্নাহ্র কথা বলব।
জীবন ভর আমি
সুন্নাহ্র উপর চলব
লোক সমাজে
সুন্নাহ্র কথা প্রচার করব॥

***

চল এগিয়ে চল

-আব্দুল মুক্বীত
১০ম শ্রেণী
নওদাপাড়া মাদরাসা
সপুরা, রাজশাহী।

চল এগিয়ে চল তোরা
চল এগিয়ে চল
সম্মুখ পানে চল এগিয়ে
সোনামণির দল॥ ঐ
অমানিশার ঘোর কাটিয়ে
কুসংস্কারের জাল ভেদিয়ে
ডিঙ্গিয়ে পর্বত হিমাচল॥ ঐ
খালেদ ত্বারেকের মত বীর হয়ে
মাথায় দামামার তাজ পরিয়ে
অন্যায় সব দু'পায়ে দল॥ ঐ
সমাজ বিপ্লবে তোরাই আশা
দেশ গঠনে দিবেই দিশা
শির উঁচু করে সামনে চল॥ ঐ

***

স্বদেশ-বিদেশ

স্বদেশ

আহলেহাদীছ হওয়ার অপরাধে সমাজচ্যুত

ইসলাম সার্বজনীন ও শান্তির ধর্ম। আর পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছ মানার মধ্যেই রয়েছে সেই শান্তি। কিন্তু যুগে যুগে পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছের অনেক অনুসারীই বহিষ্কৃত হয়েছেন সমাজ থেকে, ধিকৃত হয়েছেন নানাভাবে। এমনই একটি নির্মম ঘটনা ঘটেছে রাজশাহী যেলার দুর্গাপুর উপযেলাধীন উজানখলসী গ্রামে। ২০০০ সাল থেকে সেখানকার অধিকাংশ লোক ছহীহ হাদীছের আলোকে ঈদের ছালাতসহ শারঈ অন্যান্য হুকুম-আহকাম মেনে চলতে থাকেন। সেকারণ সেখানে পৃথক দু'টি ঈদের জামা'আত অনুষ্ঠিত হয়ে আসছে। উক্ত গ্রামের একটি পাড়ার তিনটি পরিবার পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছ অনুসরণের দৃঢ় প্রত্যয় নিয়ে পার্শ্ববর্তী আহলেহাদীছ জামা'আতে এবারের ঈদুল আযহার ছালাত আদায় করলে পাড়ার অন্যান্য মুছল্লীরা তাদের উপর রুদ্র মূর্তি ধারণ করে। তারা উক্ত তিন পরিবারের কুরবানীর গোশত সমাজের অপরাপর কুরবানীর গোশতের সাথে না মিশিয়ে আহলেহাদীছ হওয়ার কৈফিয়ত তলব করে এবং এক পর্যায়ে সমাজ থেকে বহিষ্কারের ঘোষণা দেয়। উক্ত ঘটনা একজন স্থানীয় আলেম ও সমাজ প্রধানের উপস্থিতিতে সংঘটিত হয়।

৩০ বছরে ১ লক্ষ ৩৫ হাযার কোটি টাকার বিদেশী সাহায্য ও অনুদান লুট হয়েছে

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থনীতি বিভাগের অধ্যাপক আবুল বরকত বিবিসি'র সাথে সাক্ষাৎকারে একটি ভয়াবহ তথ্য প্রকাশ করেছেন। গত ১৪ এপ্রিল বিবিসি'র বাংলা সার্ভিসকে প্রদত্ত সাক্ষাৎকারে তিনি বলেছেন যে, বাংলাদেশের জন্মের পর থেকে প্রদত্ত বিদেশী সাহায্য ও অনুদানের ১ লাখ ৮০ হাযার কোটি টাকার মধ্যে তিন-চতুর্থাংশ অর্থাৎ ১ লক্ষ ৩৫ হাযার কোটি টাকা লুটপাট হয়েছে। ডলারের হিসাবে তিনি বলেন যে, বিগত ৩০ বছরে প্রাপ্ত বিদেশী সাহায্য ও অনুদানের পরিমাণ ৪০ বিলিয়ন মার্কিন ডলার। অর্থাৎ ৪ হাযার কোটি ডলার। এই অর্থের ৭৫ শতাংশ লুটপাট হয়েছে। অধ্যাপক বরকত ৪০ বিলিয়ন ডলারের বিনিময় মূল্য ধরেছেন ১ লক্ষ ৮০ হাযার কোটি টাকা। এক্ষেত্রে তিনি হয়ত বিনিময় হার ধরছেন ৪৫ টাকা। এই অবস্থা ছিল অবশ্য ১৯৯৬-৯৭ সালে। এখন এই বিনিময় হার ৬০ টাকা। সেই হিসাবে ৪০ বিলিয়ন ডলার হয় ২ লক্ষ ৪০ হাযার কোটি টাকা। এর তিন-চতুর্থাংশ হয় ১ লক্ষ ৮০ হাযার কোটি টাকা।

যাই হোক, তাঁর মতে, বৈদেশিক সাহায্যপুষ্ট প্রকল্পসমূহের প্রকল্প প্রণয়ন বা ডিজাইন থেকে শুরু করে বাস্তবায়ন পর্যন্ত সমস্ত পর্যায়ই অত্যন্ত অস্বচ্ছ। তাঁর মতে প্রকল্প ডিজাইন করার সাথে মানুষের কোন সম্পৃক্ততা নেই। এ ব্যাপারে স্বৈরাচারী সরকার বা গণতান্ত্রিকভাবে নির্বাচিত সরকার কোন আমলেই জনগণকে বিস্তারিত অবহিত করেনি। এমনকি যখন কোন প্রকল্প হাতে নেয়া হয়, তখন সেই প্রকল্পটির সাথে উন্নয়ন অগ্রাধিকারের কোন সম্পর্ক আছে কি-না সেটিও জনগণকে কোন সময় বলা হয়নি। তাঁর মতে প্রকল্প প্রণয়ন ও বাস্তবায়নের সাথে অর্থাৎ সরকারের

আমলা ও মন্ত্রী এরাই যে শুধু দুর্নীতির সাথে জড়িত তা নয়; বরং এটা দুই পক্ষেই ঘটে। এর সাথে দেশী ও বিদেশী যন্ত্রপাতি সরবরাহকারী, দেশী ও বিদেশী পরামর্শক, দেশী ও বিদেশী কমিশন এজেন্ট, আমলা, রাজনীতিবিদ, নির্মাণ ঠিকাদারসহ বিভিন্ন স্তরের এলিট গোষ্ঠী সরাসরি সম্পৃক্ত। সেই সাথে আছে বিভিন্ন কাজের গুণগতমানের হেরফের ও আমদানীকৃত মূল্য সামগ্রীর অতিরিক্ত মূল্য দেখানো।

সেন্ট মার্টিনে মালয়েশিয়া বিশ্বমানের পর্যটন কেন্দ্র গড়ে তুলতে আগ্রহী

বাংলাদেশের পর্যটন শিল্প উন্নয়নে মালয়েশিয়া আন্তরিক আগ্রহ প্রকাশ করেছে। বিশেষ করে মায়ানমার সংলগ্ন হওয়ায় টেকনাফ ও সেন্ট মার্টিন দ্বীপে মালয়েশীয় বিনিয়োগকারীরা বিশ্বমানের পর্যটন বিনোদন কেন্দ্র গড়ে তুলতে বেশী আগ্রহ দেখিয়েছে।

গত ২১ এপ্রিল বাংলাদেশে সফররত মালয়েশীয় সংস্কৃতি, শিল্পকলা ও পর্যটনমন্ত্রী দাতুক আবদুল কাদির বিন শেখ ফাদজির এবং বাংলাদেশের বেসামরিক বিমান ও পর্যটন প্রতিমন্ত্রী মীর মুহাম্মাদ নাছিরুদ্দীনের মধ্যে পারস্পরিক স্বার্থ-সংশ্লিষ্ট বিষয়ে আলোচনাকালে মালয়েশীয় মন্ত্রী ঐ আগ্রহ প্রকাশ করেন।

বিমান ও পর্যটনমন্ত্রীর সচিবালয়স্থ অফিস কক্ষে এই আলোচনা অনুষ্ঠিত হয়। আলোচনার এক পর্যায়ে মালয়েশীয় মন্ত্রী ও তাঁর সফরসঙ্গীদের বাংলাদেশের পর্যটনের উপর নির্মিত একটি ডকুমেন্টারী ফিল্ম দেখানো হয়। তাঁরা সেন্টমার্টিন দ্বীপ দেখে অভিভূত হন। এ সময়ে মালয়েশীয় পর্যটনমন্ত্রী বলেন, পর্যটনের ক্ষেত্রে আমরা বাংলাদেশের সঙ্গে নতুন বন্ধন রচনা করতে চাই। এ প্রসঙ্গে তিনি বলেন, ইতিমধ্যে মালয়েশিয়া এয়ারলাইন্স বাংলাদেশী পর্যটকদের নিয়ে প্যাকেজ ট্যুর শুরু করেছে। আমি চাই মালয়েশিয়া এয়ারলাইন্স যেন মালয়েশিয়ার পর্যটকদের নিয়ে একই ধরনের প্যাকেজ ট্যুরের ব্যবস্থা করে। এর জবাবে বিমান ও পর্যটন প্রতিমন্ত্রী মীর মুহাম্মাদ নাছিরুদ্দীন বলেন, ঐ ধরনের ব্যবস্থা করা হ'লে আমাদের পর্যটন কর্পোরেশন মালয়েশীয় পর্যটকদের বাংলাদেশ ঘুরে দেখার দায়িত্ব গ্রহণ করবে।

মোট বৈদেশিক সাহায্যের অর্ধেকেরও বেশী দেয় জাপান, অন্যেরা শুধু বড় বড় কথা বলে

-অর্থমন্ত্রী

অর্থ ও পরিকল্পনামন্ত্রী এম, সাইফুর রহমান বলেছেন, বাংলাদেশের উন্নয়ন বিদেশী সাহায্য নির্ভর নয়। বাংলাদেশের মোট উন্নয়ন ব্যয়ের মাত্র ৭ শতাংশ আসে বৈদেশিক সাহায্য ও ঋণ থেকে। আর মোট বৈদেশিক সাহায্যের অর্ধেকেরও বেশী দেয় জাপান। কিন্তু জাপান কখনো কোন বিষয়ে হৈচৈ করে না এবং বড় বড় কথাও বলে না। সাহায্যে যে সব দেশের অংশ অনেক কম, তারাই বড় বড় কথা বলে। জাপানী অর্থ সহায়তায় বাংলাদেশের মানবসম্পদ উন্নয়নে বৃত্তির উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তৃতায় মন্ত্রী গত ২১ এপ্রিল একথা বলেন।

এম, সাইফুর রহমান বলেন, বছরে ৫/৬টি দেশ থেকে যে সহায়তা পাওয়া যায়, তার অর্ধেকেরও বেশী পাওয়া যায় কেবল জাপান থেকে। কিছু পশ্চিমা দেশের বাড়াবাড়িতে মন্ত্রী বিরক্তি প্রকাশ করে একথা বলেন। তিনি বলেন, স্বাধীনতা পরবর্তীকাল থেকে জাপান বাংলাদেশের বড় বড় উন্নয়ন কর্মকাণ্ডে নীরব অবদান রেখে চলেছে। গত ৩০ বছরে কেবল জাপানই ৬শ' কোটি মার্কিন ডলার সাহায্য দিয়েছে। অথচ ইউরোপীয় ইউনিয়নভুক্ত দেশগুলি আলোচ্য সময়ে মাত্র ১শ' কোটির কিছু বেশী ডলারের সাহায্য দিয়েছে। কিন্তু সর্বাপেক্ষা বেশী সহায়তা করেও কখনো জাপান কোন বিষয়ে হৈচৈ করেনি। এর মূলে রয়েছে জাপানের এশীয় মূল্যবোধ ও সংস্কৃতি বোধ।

আদমজী জুট মিল, চিটাগাং স্টিল মিল ও বিমান বেসরকারীকরণ করা হবে

বিশেষ পন্থায় আদমজী জুট মিল, চিটাগাং স্টিল মিল ও বিমান বেসরকারীকরণ করা হবে। যতই শ্রমিক বিক্ষোভ হোক খুলনা নিউজপ্রিন্ট মিল বেসরকারীকরণের সিদ্ধান্ত পরিবর্তন করা হবে না। কারণ কোন অবস্থাতেই নিউজপ্রিন্ট মিল লাভজনক হবে না। আর ভর্তুকি দিয়েও এ মিল চালু রাখা সম্ভব নয়। রাষ্ট্রায়ত্ত প্রতিষ্ঠান বেসরকারীকরণ বিষয়ে অর্থনৈতিক রির্পোটার্স ফোরামের (ইআরএফ) সাথে এক আলোচনায় প্রাইভেটাইজেশন কমিশনের চেয়ারম্যান ইনাম আহমাদ চৌধুরী একথা বলেছেন।

জনাব চৌধুরী বলেন, বিশ্বায়নের প্রতিযোগিতায় টিকে থাকতে বেসরকারীকরণের বিকল্প নেই। উন্নয়নশীল প্রায় সকল দেশই দ্রুতগতিতে বেসরকারীকরণ করে চলেছে। তিনি বলেন, পার্শ্ববর্তী দেশ ভারত, পাকিস্তান, শ্রীলংকা, মালয়েশিয়া অত্যন্ত দৃঢ়তার সাথে বেসরকারীকরণ করেছে। আমরাও দেশের অর্থনৈতিক ভিত্তি মযবূত করতে বেসরকারীকরণ করছি, বিশ্ব ব্যাংকের চাপে নয়। বেসরকারী খাতকে কার্যকর, আরো শক্তিশালী ও প্রতিযোগিতামূলক করতে চাই। তিনি প্রসঙ্গত বিগত দিনের অভিজ্ঞতার কথা উল্লেখ করে বলেন, বেসরকারীকরণের ফলে বাস্তবিক অর্থে কেউ চাকরি হারায় না; বরং চাকরির নতুন নতুন সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে। জনাব ইনাম আহমাদ বলেন, চলতি সালে (২০০২) বর্তমান তালিকার ৮০ শতাংশ প্রতিষ্ঠান বেসরকারীকরণ করা হবে। এ তালিকায় মোট ৭৮টি প্রতিষ্ঠান রয়েছে। যার মধ্যে আগে ৩২টির তালিকা ছিল, এবার আরো ৫৬টি প্রতিষ্ঠান বেসরকারীকরণের অনুমোদন হয়েছে। এই ৭৮টির মধ্যে দুই-তৃতীয়াংশই লোকসানী প্রতিষ্ঠান। তিনি আরো বলেন, এখনো বছরে রাষ্ট্রায়ত্ত প্রতিষ্ঠানে ৪ হাযার কোটি টাকা ভর্তুকি দিতে হচ্ছে। এটা আর সরকারের পক্ষে সম্ভব নয়। এই রক্তক্ষরণ বন্ধে বেসরকারীকরণের বিকল্প নেই।

দেশে অ্যাজমায় ৭০ লাখ ও যক্ষ্মায় ৫০ লাখ মানুষ ভুগছে

বাংলাদেশে প্রায় ৭০ লাখ মানুষ অ্যাজমা রোগে ভুগছে। আরো প্রায় ৫০ লাখ মানুষ যক্ষ্মা রোগে আক্রান্ত। বিভিন্ন সমীক্ষার উদ্ধৃতি দিয়ে স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণমন্ত্রী ডঃ খন্দকার মোশাররফ হোসেন এই পরিসংখ্যান উল্লেখ করেন।

গত ৭ মে বিশ্ব অ্যাজমা দিবস ২০০২ উপলক্ষে আয়োজিত এক আলোচনা সভায় স্বাস্থ্যমন্ত্রী বলেন, বক্ষব্যাধি বাংলাদেশে একটি মারাত্মক স্বাস্থ্য সমস্যা। পরিবেশ দূষণ ও ধূমপানের কারণে দেশে ক্রনিক ব্রংকাইটিস, ফুসফুস ক্যান্সার ও নিউমোনিয়ার প্রকোপ দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে বলে মন্ত্রী উল্লেখ করেন। দেশের

মানুষের সচেতনতা বৃদ্ধির জন্য বিশ্ব অ্যাজমা দিবস পালন নিঃসন্দেহে একটি মহৎ কাজ বলে মন্ত্রী মত ব্যক্ত করেন। মন্ত্রী বলেন, দেশের প্রতিটি মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে রেসপিরেটরী ইউনিট চালু করা যায় কি-না সরকার তা সক্রিয়ভাবে বিবেচনা করছে।

কাঁচা ঘাস লতা-পাতা খেয়ে জীবন যাপন

যশোর উপযেলার শুড়ো বাগডাঙ্গা গ্রামের অশোক কুমার বিশ্বাস প্রতিদিন তিন বেলা খাবার হিসাবে গোগ্রাসে কাঁচা ঘাস, লতা-পাতা, শাক-সবজি খেয়ে থাকেন। নিজের লেখা গানের কলি 'মানুষ অভ্যাসের দাস, বাঁচতে পারে খেয়ে লতা-পাতা, ঘাস'- গুনগুনিয়ে গেয়ে সকাল, দুপুর ও রাতে খাবার হিসাবে খান ঘাস, লতা-পাতা। অনেকের কাছে অবিশ্বাস্য মনে হ'লেও সত্য যে, তিনি দীর্ঘ ৩ বছর যাবত এই অভ্যাস অনুযায়ী ঘাস, লতা-পাতা খাচ্ছেন। তবে শুধু রাতে কাঁচা ঘাসের সাথে আধা ছটাক চালের ভাত খান। তিনি বাঘারপাড়া ডিগ্রী কলেজের রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগের প্রভাষক।

একান্ত সাক্ষাৎকারে প্রভাষক অশোক কুমার বিশ্বাস জানান, মাঠ ও বিল থেকে সবুজ কাঁচা ঘাস, শাক-সবজি, থানকুচি, লতা-পাতা সংগ্রহ করে পানিতে ধুয়ে প্রতিদিন রুটিন মাফিক খাবার হিসাবে খান। এতে কোনরূপ পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া গত ৩ বছরে হয়নি।

মেঘনাবক্ষে লঞ্চডুবি, নিহত তিন শতাধিক

চাঁদপুরের মতলব থানাধীন ষাটনল এলাকায় উত্তাল মেঘনা নদীর বক্ষে কালবৈশাখীর হিংস্র ছোবলে মর্মান্তিক মৃত্যু ঘটেছে চার শতাধিক লঞ্চযাত্রীর। গত ৩রা মে সন্ধ্যা ৭-টায় সদরঘাট লঞ্চ টার্মিনাল থেকে অতিরিক্ত যাত্রী বোঝাই করে পটুয়াখালীর রাঙ্গাবালির উদ্দেশ্যে ছেড়ে যায় দ্বিতল বিশিষ্ট লঞ্চ এমভি সালাউদ্দীন-২। জায়গার তুলনায় অতিরিক্ত যাত্রী বোঝাই থাকায় এমনিতেই লঞ্চের অবস্থা ছিল টালমাটাল। তার উপর কাঠপট্টি স্টেশন থেকে লঞ্চের ডেকে তোলা হয় প্রচুর চালের বস্তা। আকাশে মেঘের ঘনঘটা আর দমকা বাতাস দেখেও সারেং সামান্যতম সতর্ক হয়নি। সে ৫ শতাধিক যাত্রীর প্রাণ হুমকির মুখে ঠেলে দিয়ে যাত্রা অব্যাহত রাখে। রাত ৯-টা থেকে সাড়ে ৯-টার মধ্যে পুরনো আমলে তৈরী লঞ্চটি যখন ষাটনল এলাকায় প্রশান্ত মেঘনাবক্ষের মাঝামাঝি জায়গায় আসে ঠিক তখনই প্রচুর বৃষ্টিপাতের মধ্যে কালবৈশাখী ঝড়ের এক ধাক্কায় লঞ্চটি কাত হয়ে পড়ে যায়। এমভি সালাউদ্দীন-২ ডুবে যাওয়ার অন্যতম কারণ হচ্ছে যে, ঐ সময় সে অপর একটি লঞ্চের সাথে প্রতিযোগিতা করছিল ও ধাক্কা খেয়ে টলছিল। তাল সামলানোর আগেই ঝড়ের আঘাতে একদিকে কাৎ হয়ে ডুবে যায়। যাত্রীদের কোন প্রকার সুযোগ না দিয়েই কয়েক মিনিটের মধ্যেই লঞ্চটি সমস্ত যাত্রী নিয়ে ১৫০ ফুট গভীর পানিতে তলিয়ে যায়। নিমজ্জিত হওয়ার ৫৮ ঘন্টা পর এমভি সালাউদ্দীন-২ কে উদ্ধার করা হয়।

৫০০ জন যাত্রীর মধ্যে এ দুর্ঘটনায় ৩৬৩ নিহত হয়েছেন। ৪০/৫০টি লাশ খুঁজে পাওয়া যাচ্ছেনা বলে নিখোঁজ ব্যক্তিদের আত্মীয়-স্বজনরা জানান। এছাড়া প্রত্যক্ষদর্শীরা জানান, মেঘনার স্রোতে ভাটি এলাকার দিকে আরো ৩০/৪০টি লাশ তারা ভেসে যেতে দেখেছে। ষাটনল এলাকার আশপাশেও কয়েকটি লাশ ভাসতে দেখা গেছে। এছাড়া দুর্ঘটনার পরপরই জেলে নৌকা ও দু'টি লঞ্চের মাধ্যমে ৮০ থেকে ৯০ জন যাত্রীকে জীবিত উদ্ধার করা সম্ভব হয়। এত অধিক সংখ্যক যাত্রী নিহত হওয়ার অন্যতম কারণ হ'লঃ ঐ স্থানে পানির নীচে ছিল কারেন্ট জালের বিস্তৃতি। যাতে পুরা লঞ্চটি জড়িয়ে যাওয়ায় কোন যাত্রী বের হতে পারেনি।

একই কোম্পানীর সালাউদ্দীন-৩ লঞ্চটি ১৯৯৭ সালের ৮ নভেম্বর চাঁদপুরে ডুবে যায়। দুর্ঘটনা কবলিত এসব লঞ্চের নিহত যাত্রীদের সবার লাশ পাওয়া যায় না। কারণ মালিক টাকা দিয়ে এক শ্রেণীর ডুবুরীদের মাধ্যমে মৃত যাত্রীদের পেট কেটে সব কিছু বের করে দেয়। ফলে ঐ লাশ আর কোন দিন ভেসে ওঠে না। কেউ ক্ষতিপূরণ দাবী করতে পারে না। মালিক বেচেঁ যায়।

গত ২৬ বছরে ৪৯৬টি লঞ্চ দুর্ঘটনা হয়েছে। সমসংখ্যক তদন্ত কমিটিও গঠিত হয়েছে। কিন্তু একটিরও সুফারিশ বাস্তবায়িত হয়নি। কারণ মালিক পক্ষ টাকার জোরে কর্তৃপক্ষের মুখ বন্ধ করে রাখে। রিপোর্টে অনভিজ্ঞ চালক সারেং, অতিরিক্ত যাত্রী বোঝাই, লঞ্চের বাতি ও সার্চ লাইটের অভাব, নদীতে সংকেত বাতির অপ্রতুলতা, নদীপথে ডুবোচর ও কারেন্ট জাল ইত্যাদির কথা বলা হলেও এ ব্যাপারে কোন পদক্ষেপ গৃহীত হয়নি।

[আমরা এই মর্মান্তিক দুর্ঘটনায় নিহত যাত্রীদের অকাল মৃত্যুতে গভীর দুঃখ প্রকাশ করছি এবং তাদের শোক সন্তপ্ত পরিবারবর্গের প্রতি গভীর সমবেদনা জ্ঞাপন করছি। -সম্পাদক]

বিশাল আকার-আয়তন নিয়ে সন্দ্বীপ উত্তর-পশ্চিম দিকে সম্প্রসারিত হচ্ছে

ঐতিহাসিক সমৃদ্ধ জনপদ 'স্বর্ণদ্বীপ' খ্যাত সাগরের টিপ সন্দ্বীপ তার উত্তর-পশ্চিম উপকূল ভাগ জুড়ে ক্রমে সম্প্রসারিত হচ্ছে। অগভীর এবং নিস্তরঙ্গ সাগরকূলে জাগছে বিশাল আয়তনের চর। ভাটার পর মালার মত চরের পর চর দেখা যাচ্ছে। এর অনেকগুলি জোয়ারের সময়ও হচ্ছে দৃশ্যমান। অভূতপূর্ব বেশী মাত্রায় ক্রমাগত পলি সঞ্চয়নের অব্যাহত ভূমিরূপ তাত্ত্বিক ও ভূগাঠনিক জটিল প্রক্রিয়াকে লাগসই প্রযুক্তির মাধ্যমে এখনই ধরে রাখার এবং বিবর্ধন-বিবর্তনে সহায়তা প্রদানের উপর জোরালো তাগিদ দিয়েছেন সংশ্লিষ্ট বিশেষজ্ঞ মহল। তাতে নতুন চরমালা কালের বিপন্ন জনপদ সন্দ্বীপকে সুনিশ্চিতভাবে রক্ষাই শুধু করবে না, উপরন্তু অদূর ভবিষ্যতে বৃহত্তর নোয়াখালীর চরাঞ্চল, উপকূলভাগের সাথে যুক্ত করবে। বিশাল-বিস্তীর্ণ নয়া জনবসতি ও ফসলি এলাকা সৃজন করবে। নতুন সঞ্চারমান চরপুঞ্জের আয়তন প্রায় ১৮০ কিলোমিটার।

রাঃবিঃ প্রফেসর আযহারুল ইসলামের 'আইসেস্কো' পুরস্কার লাভ

পদার্থ বিজ্ঞান গবেষণার ক্ষেত্রে অনন্য সাধারণ কৃতিত্বের স্বীকৃতিস্বরূপ রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের পদার্থ বিজ্ঞান বিভাগের প্রফেসর ডঃ এ,কে,এম, আজহারুল ইসলামকে ৫৬ জাতি ইসলামী সম্মেলন সংস্থা ওআইসি-এর ইসলামী শিক্ষা, বিজ্ঞান ও সাংস্কৃতিক সংস্থা (Islamic Education, Science & Cultural Organization (ISESCO) 'আইসেস্কো' ২০০১

বিজ্ঞান পুরস্কারে ভূষিত করা হয়েছে। বাংলাদেশ থেকে তিনিই প্রথম এই পুরস্কার লাভের গৌরব অর্জন করলেন। ফালিদা-হিল হামূদ।

গত ২২ ডিসেম্বর ২০০১ সংযুক্ত আরব আমীরাতের শারজাহতে এক বর্ণাঢ্য অনুষ্ঠানে শারজাহর শাসক ডঃ শেখ সুলতান বিন মুহাম্মাদ আলী কাসিমী প্রফেসর আজহারুল ইসলামকে পুরস্কার বাবদ সম্মাননা পত্র ও ৫ হাযার ডলারের চেক প্রদান করেন।

ডঃ আযহারুল ইসলাম ১৯৪৬ সালে বগুড়া যেলার সারিয়াকান্দী থানাধীন হাসনার পাড়া গ্রামে এক সম্ভ্রান্ত আহলেহাদীছ পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। পিতা মরহুম ময়েজউদ্দীন ও মাতা মরহুমা আয়েশা খাতুন। ডঃ ইসলাম গ্রামের স্কুল থেকে ঢাকা বোর্ডের অধীনে ১৯৬১ সালে মেট্রিকুলেশন পরীক্ষায় ৮ম স্থান অধিকার করেন এবং এইচ, এস,সি পরীক্ষায় একটি পত্রের পরীক্ষা না দিয়েও ৫ম স্থান অধিকার করেন। এরপর ১৯৬৬ সালে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পদার্থ বিজ্ঞানে অনার্স পরীক্ষায় ১ম শ্রেণীতে ১ম এবং ১৯৬৭ সালে মাষ্টার্স পরীক্ষায় ১ম শ্রেণীতে ১ম হন। শিক্ষা জীবনে অনন্য কৃতিত্বের স্বাক্ষর রাখার জন্য ১৯৬৭-৬৮ শিক্ষাবর্ষে 'পাকিস্তানের শ্রেষ্ঠ ছাত্র' হিসেবে প্রেসিডেন্টস গোল্ড মেডেলসহ বিভিন্ন পুরস্কার লাভ করেন। ১৯৬৮ সালে তিনি রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে পদার্থ বিজ্ঞান বিভাগে অধ্যাপনা শুরু করেন এবং ১৯৮৪ সালে 'প্রফেসর' পদে উন্নীত হন। তিনি ১৯৬৯ সালে লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ের ইম্পেরিয়াল কলেজ থেকে ডি.আই.সি এবং ১৯৭২ সালে লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পদার্থ বিজ্ঞানে পি.এইচ.ডি ডিগ্রী লাভ করেন। তিনি কানাডা ও আমেরিকাসহ এশিয়া, আফ্রিকা ও ইউরোপের ২৫টি দেশ ভ্রমণ করেন। এ পর্যন্ত তিনি ২৭টি আন্তর্জাতিক সম্মেলনে গবেষণামূলক প্রবন্ধ উপস্থাপন করে অশেষ সুনাম অর্জন করেন।

ডঃ আযহারুল ইসলাম লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ের ইম্পেরিয়াল কলেজ ল্যাব, অক্সফোর্ড-এর রাদারফোর্ড ল্যাব, রেডিং বিশ্ববিদ্যালয়ের ডে,জে, থমসন ল্যাব, কেমব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্যাভেন্ডিস ল্যাব এবং ভারতের ব্যাঙ্গালোরের জওহরলাল নেহেরু সেন্টার ফর এ্যাডভান্সড রিসার্চ-এর ভিজিটিং ফেলো। এ পর্যন্ত তাঁর ১০০টিরও বেশী গবেষণা প্রবন্ধ দেশী-বিদেশী জার্নালে প্রকাশিত হয়েছে এবং তিনি ৭টি পাঠ্যপুস্তকের প্রণেতা। এছাড়াও তিনি লণ্ডন ইনস্টিটিউট অব ফিজিক্সের নির্বাচিত ফেলো। সম্প্রতি তিনি বাংলাদেশ একাডেমী অব সায়েন্স-এর ফেলো ও ইতালীর বিশ্ববিশ্রুত আব্দুস সালাম ইন্টারন্যাশনাল সেন্টার ফর থিওরিটিক্যাল ফিজিক্স-এর সিনিয়র এসোসিয়েট নির্বাচিত হয়েছেন। তিনি আমেরিকান এসোসিয়েটস এ্যাডভান্সমেন্ট অব সায়েন্স এবং বাংলা একাডেমীর আজীবন সদস্য। তিনি বাংলাদেশ ফিজিক্যাল সোসাইটির ভাইস প্রেসিডেন্ট, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় পদার্থ বিজ্ঞান বিভাগের চেয়ারম্যান, বিজ্ঞান অনুষদের ডীন, সিনেট ও সিন্ডিকেট সদস্য, হাউজ টিউটর ও প্রাধ্যক্ষের দায়িত্ব পালন করেছেন। তিনি বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশনের গঠিত বিভিন্ন কমিটির সদস্য ছিলেন।

সম্প্রতি বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক গঠিত 'শিক্ষা সংস্কার' জাতীয় কমিটির তিনি সদস্য মনোনীত হয়েছেন। তাছাড়া তিনি কুষ্টিয়া ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়, জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়, সিলেটের শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়, বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয় এবং রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের গুরুত্বপূর্ণ বহু কমিটির সদস্য হিসেবে কাজ করেছেন। তিনি বাংলাদেশ রেড ক্রিসেন্ট সোসাইটি, বাংলাদেশ ডায়াবেটিক এসোসিয়েশন, আঞ্জুমান-ই মফিদুল ইসলাম, প্রবীণ হিতৈষী সংঘ প্রভৃতি বহু সামাজিক প্রতিষ্ঠানের সাথে জড়িত রয়েছেন। রাজশাহী মহানগরী ফুলকুঁড়ি বিজ্ঞান চক্র প্রতিষ্ঠার পর হতেই তিনি এর উপদেষ্টামণ্ডলীর সভাপতি পদে আসীন রয়েছেন।

গত ১০ই এপ্রিল বুধবার সকাল ১১-টায় কাযী নযরুল ইসলাম মিলনায়তনে আয়োজিত এক অনুষ্ঠানের মাধ্যমে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের পক্ষ হ'তে তাঁকে সম্মানিত করে স্মারক ক্রেস্ট উপহার দেন মাননীয় ভাইস চ্যান্সেলর প্রফেসর ফাইসুল ইসলাম ফারূকী। অনুষ্ঠানে বক্তাগণ দেশের জন্য এই বিরল সম্মান আনয়নকারী অনন্য প্রতিভার অধিকারী প্রফেসর ইসলামের প্রতি সরকারী অনীহার বিরুদ্ধে ক্ষোভ প্রকাশ করেন। তাঁরা বলেন, সরকারী পৃষ্ঠপোষকতা পেলে দেশেই বহু প্রতিভার স্ফূরণ ঘটানো সম্ভব। সাথে সাথে দেশ থেকে মেধা পাচার বন্ধ করাও সম্ভব।

উল্লেখ্য যে, লণ্ডনে ব্যাপক চাহিদা ও সুযোগ থাকা সত্ত্বেও তিনি দেশের সেবা করার জন্য নিজ বিশ্ববিদ্যালয়ে থেকে সীমিত সুযোগ-সুবিধার মধ্যেই কঠিন সাধনা ও অধ্যবসায়ের মাধ্যমে তাঁর মৌলিক গবেষণায় সাফল্য লাভ করেন। এখনও তিনি দিনরাত বিজ্ঞান গবেষণায় নিয়োজিত রয়েছেন। তাঁর স্ত্রী ডঃ শামসুন্নাহার ইসলাম রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের পদার্থ বিজ্ঞান বিভাগের প্রফেসর ও বর্তমান চেয়ারপারসন।

মেঘনাবক্ষে নিমজ্জিতদের পরিবারবর্গকে লাশপ্রতি এক লাখ টাকা করে 'সান্ত্বনা অনুদান' প্রদান করুন

-সরকারের প্রতি আমীরে জামা'আত

'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ'-এর মুহতারাম আমীরে জামা'আত **ডঃ মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব** গত ৩রা মে দিবাগত রাত্রিতে চাঁদপুরের অদূরে ষাটনলে মেঘনাবক্ষে নিমজ্জিত 'সালাউদ্দীন-২' ডবল ডেকার লঞ্চের প্রায় চার শতাধিক অসহায় যাত্রীর আকস্মিক মর্মান্তিক মৃত্যুতে গভীর দুঃখ প্রকাশ করেন। তিনি তাদের শোকাহত পরিবারবর্গের প্রতি গভীর সমবেদনা জ্ঞাপন করেন ও নিহত মুসলিমদের রূহের মাগফিরাত কামনা করেন। তিনি দুর্ঘটনার জন্য দায়ী ব্যক্তিদের 'দ্রুত বিচার' আইনে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি দাবী করেন এবং নিহতদের পরিবারবর্গকে লাশ প্রতি একলাখ টাকা করে 'সান্ত্বনা অনুদান' প্রদানের জন্য সরকারের প্রতি আহ্বান জানান। তিনি দেশের প্রেসিডেন্ট, প্রধানমন্ত্রী, বিরোধীদলীয় নেত্রী, সাবেক প্রেসিডেন্ট এরশাদ, ডান ও বাম কোন রাজনৈতিক দলের নেতাকে দ্রুত দুর্ঘটনাস্থলে পৌঁছে নিহতদের আত্মীয়-পরিজনকে সান্ত্বনা দিতে ব্যর্থ হওয়ায় ক্ষোভ প্রকাশ করে বলেন, দলীয় কোন লোকের আহত বা নিহত হবার খবরে যেভাবে নেতাদের সক্রিয় হ'তে দেখা যায়, স্মরণকালের এই ভয়াবহতম দুর্ঘটনায় নিহতদের প্রতি তাদের মধ্যে সেটি পরিলক্ষিত না হওয়ায় বিষয়টি জনগণের মনে গভীরভাবে রেখাপাত করেছে। তিনি রাজনীতিবিদ হবার চাইতে মানবতাবাদী হবার জন্য সকলের প্রতি আহ্বান জানান।

বিদেশ

লণ্ডনে ইসরাঈল ও মার্কিন বিরোধী স্মরণকালের বৃহত্তম বিক্ষোভ মিছিল

ফিলিস্তীনে ইসরাঈলী বর্বর আগ্রাসন ও হত্যাকাণ্ডের বিরুদ্ধে গত ১৪ এপ্রিল লক্ষাধিক মানুষের প্রচণ্ড বিক্ষোভে প্রকম্পিত হয়ে ওঠে লণ্ডন নগরী। নির্ধারিত সময়ের আগেই লন্ডনের ঐতিহাসিক হাইড পার্ক শান্তিকামী জনতার উত্তাল তরঙ্গে জনসমুদ্রের রূপ নেয়। ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে সমবেত জনতার গগনবিদারী শ্লোগানে মুখরিত হয় রাজপথ, জনপদ। বিশাল রাজপথে সকল যানবাহন বন্ধ ছিল। রাস্তার দু'পাশে দাঁড়িয়ে বহু মানুষ হাত নেড়ে প্রতিবাদী জনতাকে সমর্থন জানায়। ইসরাঈল ও মার্কিন বিরোধী স্মরণকালের বৃহত্তম এই বিক্ষোভ মিছিলটি ছিল কয়েক কিলোমিটার দীর্ঘ। প্রতিবাদী জনতা মিছিল নিয়ে হাইড পার্ক থেকে ট্রাফালগার স্কোয়ারে গিয়ে সমাবেশে মিলিত হন। দেড় লাখ মানুষের স্থান সংকুলান হয় যেখানে, সেই ট্রাফালগার স্কোয়ারে তিল ধারণের ঠাঁই ছিল না। এমনকি চতুর্দিকের সড়ক ও ভবন ছিল লোকে লোকারণ্য। সমাবেশে মুসলিম নেতৃবৃন্দের মধ্যে বক্তব্য রাখেন ফ্রীডম অব আল-আকছা'র চেয়ারম্যান ইসমাঈল পেটেল, ইনষ্টিটিউট অব ইসলামিক পলিটিক্যাল থট-এর ডাইরেক্টর ড. আযম তামীমী, মুসলিম এইড চেয়ারম্যান ইকবাল সাকরাইন ওবিই, ইসলামিক হিউম্যান রাইট কমিশনের চেয়ারম্যান মাসুদ শাদজারেহ, ইসলামিক ইউনিভার্সাল এসোসিয়েশনের আলী আলমী প্রমুখ। বক্তারা ইসরাঈলী আগ্রাসন বন্ধে আমেরিকার ভূমিকার নিন্দা করেন। তাঁরা জাতিসংঘের প্রতি দ্রুত পদক্ষেপ গ্রহণের আহ্বান জানান।

যৌন কেলেঙ্কারির অভিযোগে ১৭৬ জন মার্কিন ধর্মযাজক বরখাস্ত

গত চার মাসে যুক্তরাষ্ট্রের ২৮টি স্টেট এবং ডিস্ট্রিক্ট অব কলম্বিয়ার ১৭৬ জন ধর্মযাজককে রোমান ক্যাথলিক চার্চ থেকে বরখাস্ত করা হয়েছে। এদের সকলের বিরুদ্ধেই শিশু-কিশোরকে যৌন নির্যাতনের গুরুতর অভিযোগ রয়েছে। এছাড়া আরো ২৬০ জনের তালিকা আদালতকে দেওয়া হয়েছে বিচার বিভাগীয় পদক্ষেপ গ্রহণের জন্য। উল্লেখ্য যে, যুক্তরাষ্ট্রের রোমান ক্যাথলিক চার্চের মোট ৪৬০৭৫ জন ধর্মযাজকের মধ্যে ১২ শতাধিকের বিরুদ্ধেই চার্চে ধর্মীয় শিক্ষা নিতে আগত শিশু, কিশোর-কিশোরীদের সাথে একযুগেরও অধিক সময় আগে থেকে যৌন সম্পর্ক রয়েছে বলে অভিযোগ উঠেছে। ওয়াশিংটন পোষ্টের খবরে উল্লেখ করা হয়েছে যে, শুধুমাত্র ক্যালিফোর্নিয়া এবং ম্যাসেচ্যুসটস স্টেটেই ৫৫০ জন তরুণ-তরুণী ধর্মযাজক কর্তৃক যৌন উৎপীড়নের শিকারের অভিযোগ করেছেন।

ইরাকী তেল আমদানী নিষিদ্ধ করে মার্কিন সিনেটের রায়

মার্কিন সিনেট ইরাক থেকে তেল আমদানীর বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণের পক্ষে ভোট দিয়েছেন। এই বিলের মাধ্যমে ইরাকে উৎপাদিত তেল আমদানী থেকে যুক্তরাষ্ট্রকে বিরত রাখা হবে। সিনেটে উত্থাপিত এ সংক্রান্ত একটি যরূরী বিলের সংশোধনী প্রস্তাবের পক্ষে ৮৮ ভোট এবং বিপক্ষে ১০ ভোট পড়ে। মার্কিন তেল কোম্পানীগুলিকে ইরাক থেকে পেট্রোলিয়াম ও পেট্রোলিয়ামজাত পণ্য আমদানী বন্ধ করার লক্ষ্যে এই সংশোধনী বিল আনা হয়। এ বিলে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের জাতীয় নিরাপত্তা এবং পররাষ্ট্রনীতির বিরোধী হওয়ায় ইরাক থেকে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে পেট্রোলিয়াম বা পেট্রোলিয়ামজাত পণ্য আমদানী নিষিদ্ধ করা হয়।

পশ্চিম তীরের ফিলিস্তীন স্বায়ত্তশাসিত অঞ্চলে ইসরাঈলী হামলার প্রতিবাদে বাগদাদ গত ৮ এপ্রিল ৩০ দিনের জন্য তেল রফতানী বন্ধ ঘোষণা দেওয়ার প্রেক্ষিতে যুক্তরাষ্ট্র এই ব্যবস্থা নেয়। উল্লেখ্য, গত ২০০১ সালে যুক্তরাষ্ট্র প্রতিদিন গড়ে ১ কোটি ৬ লাখ ব্যারেল তেল আমদানী করে। সরকারী হিসাব অনুযায়ী এর সিংহভাগই আসে কানাডা, সঊদী আরব এবং ভেনিজুয়েলা থেকে। এর মধ্যে ইরাক থেকে শতকরা প্রায় ৯ ভাগ তেল আমদানী করা হয়।

ব্রিটেনে অর্ধেকেরও বেশী তরুণ মাদকাসক্ত

ব্রিটেনের মোট জনসংখ্যার শতকরা ২৮ ভাগ এবং তরুণ সমাজের অর্ধেকেরও বেশী অর্থাৎ প্রায় ১ কোটি ৩০ লাখ লোক অবৈধ মাদক সেবন করে। স্থানীয় একটি সংবাদপত্র এ তথ্য জানায়।

ব্রিটেনের অবজারভার পত্রিকার আইসিএম জরিপে বলা হয়, দেশের ১৬ থেকে ২৪ বছর বয়সী জনসংখ্যার শতকরা ৫১ ভাগ অবৈধ মাদক সেবন করে। এছাড়া ৫০ লাখ লোক নিয়মিত ক্যালাবিস এবং ২০ লাখেরও বেশী লোক নিয়মিত একষ্ট্যাসি, এমফেটামিন ও কোকেন সেবন করে। ইউরোপীয় মনিটরিং সেন্টার অব ড্রাগ এণ্ড ড্রাগ এ্যাডিকসন-এর তথ্য অনুযায়ী ইউরোপীয় ইউনিয়নভুক্ত দেশগুলির মধ্যে মাদক সেবনের ক্ষেত্রে সংখ্যার দিক থেকে ব্রিটেনের অবস্থান শীর্ষে।

দঃ কোরিয়ায় চীনা বিমান বিধ্বস্ত, নিহত ১০৯

চীনের একটি যাত্রীবাহী বিমান গত ১৫ এপ্রিল ১৬৬ জন আরোহীসহ দক্ষিণ কোরিয়ার পার্বত্য অঞ্চলে বিধ্বস্ত হ'লে এর শতাধিক যাত্রী ও ক্রু নিহত হন। এয়ার চায়নার বোয়িং ৭৬৭ বিমানটি ১৫৫ জন যাত্রী ও ১১ জন ক্রু নিয়ে চীনের রাজধানী বেইজিং থেকে দক্ষিণ কোরিয়ার পুসান শহরে যাওয়ার সময় দুর্যোগপূর্ণ আবহাওয়ার দরুন উক্ত পার্বত্য এলাকায় দুর্ঘটনার কবলে পড়ে বিধ্বস্ত হয়। বিমানটির অন্তত ১০৯ আরোহী নিহত হয়েছেন এবং ৫৪ জন আরোহীকে উদ্ধার করা হয়েছে। এর যাত্রীদের অধিকাংশই দক্ষিণ কোরীয় নাগরিক। দুর্ঘটনার সময় উক্ত এলাকায় প্রচণ্ড বৃষ্টি হচ্ছিল এবং আকাশ ছিল কুয়াশাচ্ছন্ন। বিমানটি ভূমিতে আছড়ে পড়ার পর এটিতে আগুন ধরে যায়। উল্লেখ্য, এয়ার চায়না বিমান সংস্থার ৫৭ বছরের ইতিহাসে এই প্রথম এ ধরনের দুর্ঘটনা ঘটল।

অং সান সুচির মুক্তি লাভ

মিয়ানমারের বিরোধী দলীয় নেত্রী ও নোবেল শান্তি পুরস্কার বিজয়ী অং সান সুচিকে দেশের সামরিক জান্তা গত ৬ মে মুক্তি দিয়েছে। সুচি গত ১৯ মাস গৃহবন্দি ছিলেন। বন্দিদশা থেকে মুক্তির পরপরই তিনি ইয়াংগুনে দলীয় সদর দপ্তরে যান এবং গণতন্ত্রের জন্য সংগ্রাম অব্যাহত রাখার অঙ্গীকার ব্যক্ত করেন। বিশ্ব নেতৃবৃন্দ সুচির মুক্তিকে স্বাগত জানিয়েছেন।

সামরিক সরকারের মুখপাত্র কর্নেল হ্লা মিন বলেন, সুচি এখন থেকে তাঁর রাজনৈতিক তৎপরতা সহ সব ধরনের কাজ করার স্বাধীনতা ভোগ করবেন। তবে সরকারি বিবৃতিতে সুচির নাম উল্লেখ না করে সব নাগরিককে স্বাধীনভাবে রাজনৈতিক তৎপরতায় অংশগ্রহণের অনুমতি প্রদানের কথা বলা হয়।

সরকারি ঘোষণা শুনে হাযার হাযার সুচি সমর্থক এবং রাজনৈতিক দল 'ন্যাশনাল লীগ ফর ডেমোক্র্যাসি'র (এনএলডি) কর্মী তাদের নেত্রীকে শুভেচ্ছা জানাতে ইয়াংগুনের ইনিয়া লেকের পাশের বাড়িটিতে ছোটে। জনতা 'সুচি যিন্দাবাদ' শ্লোগানে চারদিক মুখরিত করে তোলে। উল্লেখ্য, ২০০০ সালের সেপ্টেম্বর থেকে সুচি এ বাড়িতে গৃহবন্দি ছিলেন। কিছু পরে একটি টয়োটা সিডান গাড়িতে চড়ে ৫৬ বছর বয়স্ক সুচি বাড়ি থেকে বেরিয়ে আসেন। তাঁর বাড়ির চারপাশ ও রাস্তায় প্রচণ্ড ভিড়ের জন্য

গাড়িটিকে একেবারে ধীর গতিতে চলতে হয়। গাড়িটি সোজা এনএলডির সদর দপ্তরে এসে পৌঁছে।

বন্দিদশা থেকে মুক্তির পর দলীয় কার্যালয়ে প্রথম সংবাদ সম্মেলনে সুচি বলেন, তাঁর চলাচলের উপর কোন বিধিনিষেধ নেই। তাই সম্ভাব্য শ্রেষ্ঠ উপায়ে তিনি দেশ ও দলের জন্য তাঁর কর্তব্য পালন করতে পারবেন বলে আশাবাদ ব্যক্ত করেন।

বহিষ্কৃত স্কুল ছাত্রের গুলীতে নিহত ১৮ জন

জার্মানীর একটি স্কুলে এক বহিষ্কৃত ছাত্রের গুলীতে ঘাতকসহ ১৮ জন নিহত হয়েছে। পরে ঐ ছাত্র নিজেও গুলীতে আত্মহত্যা করে। পুলিশ জানায়, জার্মানীর পূর্বাঞ্চলীয় এরফুট শহরের গুটেনবার্গ হাই স্কুলে সকাল ১১-টার দিকে এ মর্মান্তিক ঘটনা সংঘটিত হয়। স্কুলে প্রায় ৭শ' ছাত্র এ সময় পরীক্ষা দিচ্ছিল। নিহতদের মধ্যে ১৪ জন শিক্ষক ও ২ জন স্কুলের শিশু। সম্প্রতি তাকে স্কুল থেকে বহিষ্কার করা হয়েছিল।

ভারতে শব্দের চেয়ে দ্বিগুণ গতিসম্পন্ন ব্রহ্ম ক্ষেপণাস্ত্রের সফল পরীক্ষা

ভারত ও রাশিয়া গত ২৮ এপ্রিল যৌথভাবে নির্মিত শব্দের চেয়ে দ্বিগুণ গতিসম্পন্ন ক্রুজ মিসাইলের সাফল্যজনক পরীক্ষা চালিয়েছে। এ ক্ষেপণাস্ত্রের নাম দেওয়া হয় ব্রহ্ম। ক্ষেপণাস্ত্রটির পাল্লা ৩০০ মাইল এবং তা ২শ' কেজি প্রচলিত যুদ্ধাস্ত্র বহনে সক্ষম। গত বছর জুনে এ ক্ষেপণাস্ত্রের প্রথম পরীক্ষা চালানো হয়। একজন সামরিক মুখপাত্র বলেন, ২৬ ফুট দীর্ঘ এ ক্ষেপণাস্ত্র জাহাজ ও বিমানসহ বিভিন্ন মঞ্চ থেকে নিক্ষেপ করা যাবে। জাহাজ থেকে নিক্ষেপ করা হ'লে ক্ষেপণাস্ত্রটি ১৪ কিলোমিটার উচ্চতায় শব্দের চেয়ে দ্বিগুণ গতিবেগে উড়ে যেতে সক্ষম।

যুক্তরাষ্ট্রে মেয়েদের জন্য পৃথক স্কুল

গার্লস স্কুলে পড়ুয়া মেয়েরা তুলনামূলকভাবে ভাল রেজাল্ট করছে। এজন্য যুক্তরাষ্ট্রের ৩২ বছরের পুরাতন একটি আইন পরিবর্তন করার পরিকল্পনা গৃহীত হয়েছে। পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে মেয়েদের জন্য পৃথক স্কুলকে বর্তমানের পাবলিক স্কুলের মত সুযোগ-সুবিধা প্রদানের ব্যাপারে শিক্ষা বিভাগ যাতে মনোযোগ দেয় সে লক্ষ্যে বুশ প্রশাসন আইন প্রণয়নেরও উদ্যোগ নিয়েছে।

নর্দান আয়ারল্যাণ্ড, ব্রিটেন ও যুক্তরাষ্ট্রের ১১টি গার্লস স্কুলের বিগত ১০ বছরের রেজাল্ট পর্যবেক্ষণের পর যুক্তরাষ্ট্র শিক্ষা বিভাগ এ ব্যাপারে নিশ্চিত হয়েছে যে, পৃথক স্কুলে মেয়েরা ভাল রেজাল্ট করছে। ১৯৭০ সালে 'টাইটেল ধস' নামে প্রণীত আইন অনুযায়ী যুক্তরাষ্ট্রে ছেলে কিংবা মেয়েদের জন্য পৃথক স্কুল স্থাপনের সুযোগ নেই এবং এটা সংবিধানের ১৪ নম্বর সংশোধনীরও পরিপন্থী।

শিক্ষা বিভাগের কর্মকর্তারা জানান, ৩২ বছর পূর্বের বিধানটিকে তারা সংশোধন করতে চান। নতুন শিক্ষা পদ্ধতিতে দু'ধরনের প্রথাই চালু থাকবে। ছেলে-মেয়েরা ইচ্ছামত যেকোন প্রথা বেছে নিতে পারবে। শিক্ষা বিভাগের জনৈক উর্ধ্বতন কর্মকর্তা বলেছেন, এর ফলে লেখাপড়ায় প্রতিযোগিতা সৃষ্টি হবে।

উল্লেখ্য, 'ব্রাইটার চয়েজ ফাউণ্ডেশন' নামক স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত ১১টি গার্লস স্কুলের শ্রেণীকক্ষ সম্প্রসারণের জন্য ৩ মিলিয়ন ডলার প্রদানের প্রস্তাব করা হয়েছে। ব্রাইটার চয়েজ ফাউণ্ডেশনের প্রেসিডেন্ট টম ক্যারল বলেছেন, এর ফলে গার্লস স্কুলের আবশ্যকতার স্বীকৃতি অর্জিত হ'তে চলেছে। ইতিমধ্যে সিনেটর হিলারী ক্লিনটনের সমর্থনে মেয়েদের জন্য পৃথক স্কুলের অনুমোদন প্রদানের একটি বিল হাউজে উত্থাপন করেছেন টেক্সাসের রিপাবলিকান সিনেটর ক্যাবেইলী হোচিশন।

মুসলিম জাহান

সঊদী আরবে বোমা হামলার সাথে জড়িত ২ বৃটিশ নাগরিকের মৃত্যুদণ্ড

বেশ কয়েকটি বোমা হামলার ঘটনার সাথে জড়িত অভিযোগে সঊদী আরবে এক বৃটিশ ও এক কানাডীয় নাগরিককে মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হয়েছে। এছাড়া আরো ৪ বৃটিশ নাগরিককে ১৮ বছর পর্যন্ত কারাদণ্ড দেওয়া হয়। ডেইলী মেল পত্রিকা লিখেছে, আলেক্সাণ্ডার মিশেল (৪৪) নামে স্কটল্যাণ্ডের এক নাগরিককে মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হয়। গাড়ীতে বোমা পেতে একজন সহযোগীকে হত্যার কথা সে স্বীকার করে। গার্ডিয়ান পত্রিকার রিপোর্টে বলা হয়, উইলিয়াম স্যাম্পসন নামে আরেক কানাডীয় নাগরিকের মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হয়েছে।

উল্লেখ্য, ২০০০ সালের নভেম্বরে রাজধানী রিয়াদে এক গাড়ীবোমা বিস্ফোরণে ক্রিস্টোফার রোডওয়ে নামের এক বৃটিশ নাগরিক নিহত হয়। এই ঘটনার সাথে জড়িত সন্দেহে ৭ ব্যক্তিকে গ্রেফতার করা হয়। এক সপ্তাহের কম সময়ের মধ্যে আরেক ঘটনায় আরো দুই বৃটিশ ও এক আইরিশ মহিলা আহত হয়। সঊদী সরকার জানায়, পশ্চিমা নাগরিকদের লক্ষ্য করে যে কয়েক দফা বোমা হামলা চালানো হয়, তার সাথে মাদক ব্যবসার যোগ রয়েছে।

সঊদী আরবে ১৩ সহস্রাধিক অবৈধ অভিবাসী গ্রেফতার

সঊদী আরবের উত্তরাঞ্চলে গত এক বছরে অবৈধ অভিবাসীদের বিরুদ্ধে অভিযানে পুলিশ ৯ হাযার ১শ' ব্যক্তিকে গ্রেফতার করেছে। রাজধানী রিয়াদের ৫শ' কিলোমিটার উত্তরে অবস্থিত হাফের আল-বাতিন এলাকায় এই গ্রেফতার অভিযান চালানো হয়। গ্রেফতারকৃতদের মধ্যে নারী-পুরুষ উভয়েই রয়েছে। এছাড়া মদীনা ও আশপাশের এলাকা থেকে আরো ১২ শতাধিক অবৈধ অভিবাসীকে গ্রেফতার করা হয়। এদের বেশীর ভাগ হজ্জ বা ওমরা করতে এসে দেশে আর ফেরত যায়নি। ভিসা বা কাজের মেয়াদ শেষ হ'লেও দেশে ফিরে না যাওয়ায় মক্কা থেকে নিরাপত্তাকর্মীরা প্রায় ৩ হাযার লোককে গ্রেফতার করে। সঊদী কর্তৃপক্ষ অবৈধ অভিবাসীদের বিরুদ্ধে নিয়মিত অভিযান চালায়। এদের দেশে ফেরৎ পাঠানো হয়। দেশটিতে ৭০ লাখের মত বিদেশী শ্রমিক কাজ করে। সরকার বর্তমানে বিদেশী শ্রমিক নিয়োগ নিরুৎসাহিত করছে। এ লক্ষ্যে রিক্রুটমেন্ট ফি বৃদ্ধি ও দেশীয় লোক নিয়োগকে উৎসাহিত করা হচ্ছে।

পাকিস্তানের গণভোটে প্রেসিডেন্ট মোশাররফের বিজয়

পাকিস্তানের নির্বাচন কমিশনের এক ঘোষণায় বলা হয়েছে, প্রেসিডেন্ট পারভেজ মোশাররফ তাঁর ক্ষমতায় অবস্থানের পক্ষে ৯৭ শতাংশের বেশী ভোট পেয়ে 'গণভোটে' বিজয়ী হয়েছেন। জেনারেল মোশাররফের ক্ষমতার মেয়াদ আরো পাঁচ বছর বৃদ্ধির ব্যাপারে গত ৩০ এপ্রিল এক গণভোট অনুষ্ঠিত হয়।

প্রধান নির্বাচন কমিশনার ইরশাদ হাসান খান বলেন, জনাব মোশাররফ ৪ কোটি ২৮ লাখ 'হ্যাঁ' ভোট পেয়েছেন। তাঁর

বিপক্ষে অর্থাৎ 'না' ভোট পড়েছে ৮ লাখ ৮৩ হাযার ৬শ' ৭৬টি। ২ লাখ ৮২ হাযার ৯শ' ৩৫টি ব্যালট পেপার বাতিল হয়ে গেছে। মোট ৬ কোটি ২০ লাখ ভোটারের মধ্যে ৭০ শতাংশের বেশী লোক ভোট প্রদান করেছে।

পাকিস্তানের প্রধান রাজনৈতিক দলগুলি এই গণভোট বয়কটের জন্য ভোটারদের প্রতি আহ্বান জানিয়েছিল। তারা এই 'গণভোট'কে অগণতান্ত্রিক ও অসাংবিধানিক বলে অভিহিত করেছে। তারা বলেছে, এই গণভোটে মাত্র পাঁচ থেকে সাত শতাংশ ভোট পড়েছে।

পাকিস্তানের নিরপেক্ষ মানবাধিকার কমিশনের রিপোর্টে বলা হয়েছে, ভোট গ্রহণের সময় ব্যাপক অনিয়মের ঘটনা ঘটেছে। তবে সরকার এই অভিযোগ প্রত্যাখ্যান করেছে। উল্লেখ্য, জেনারেল মোশাররফ অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক সংস্কার অব্যাহত রাখার ব্যাপারে তাঁর ক্ষমতার মেয়াদ বৃদ্ধির জন্য জনগণের ম্যাণ্ডেট চেয়েছিলেন। জনাব মোশাররফ ১৯৯৯ সালের অক্টোবরে এক রক্তপাতহীন অভ্যুত্থানের মাধ্যমে ক্ষমতা দখল করেন।

ইরাক জেনিনে ফিলিস্তীনীদের ধ্বংসপ্রাপ্ত প্রতিটি বাড়ীর জন্য ২৫ হাযার ডলার করে দেবে

ইরাকের প্রেসিডেন্ট সাদ্দাম হোসেন পশ্চিম তীরের জেনিন উদ্বাস্তু শিবিরে ইসরাঈলী বাহিনীর তাণ্ডবে ধ্বংস হয়ে যাওয়া প্রতিটি বাড়ীর জন্য ফিলিস্তীনীদের ২৫ হাযার ডলার করে দেয়ার নির্দেশ দিয়েছেন। ইসরাঈলী সৈন্যরা সম্প্রতি এই শিবিরে ব্যাপক হত্যাকাণ্ড ও বৃহত্তম ধ্বংসলীলা চালিয়েছে। সরকারী বার্তা সংস্থার খবরে বলা হয়, ফিলিস্তীনে ইহুদীদের অপরাধমূলক তৎপরতা পর্যালোচনার পর প্রেসিডেন্ট সাদ্দাম হোসেন জেনিনে প্রতিটি ধ্বংসপ্রাপ্ত বাড়ীর জন্য ২৫ হাযার ডলার করে বরাদ্দের ঘোষণা দিয়েছেন। ইরাকী মন্ত্রীসভার সাপ্তাহিক বৈঠকে এ বিষয়টি পর্যালোচনা করা হয়। ২০০০ সালের সেপ্টেম্বরে ইসরাঈলী ও ফিলিস্তীনীদের মধ্যে সংঘাত শুরু হওয়ার পর থেকে ইরাক ফিলিস্তীনী আত্মঘাতী বোমা হামলাকারীদের পরিবারের জন্য ২৫ হাযার ডলার করে দিয়ে আসছে। তাছাড়া গত ৮ এপ্রিল ইরাক ফিলিস্তীন ভূখণ্ডে ইসরাঈলী আগ্রাসনের প্রতিবাদে একতরফাভাবে ৩০ দিন তেল রফতানী বন্ধের ঘোষণা দেয়।

যুক্তরাষ্ট্র আত্মঘাতী বোমা হামলাকারীদের পরিবারসমূহকে অর্থ সাহায্য দেওয়ার জন্য ইরাকের বিরুদ্ধে কঠোর সমালোচনা করেছে। মার্কিন প্রেসিডেন্ট বুশ সাদ্দাম হোসেনকে বিশ্বের হুমকি হিসাবে অভিহিত করে তাঁকে ক্ষমতাচ্যুত করার বাগাড়ম্বর করেন।

ইসরাঈল নৃশংসতম যুদ্ধাপরাধ করে যাচ্ছে

-বাদশাহ ফাহ্দ

প্রেসিডেন্ট বুশের দাবী মত ফিলিস্তীনী ভূখণ্ড থেকে সৈন্য সরিয়ে নিতে ইসরাঈলকে বাধ্য করার জন্য সঊদী আরব যুক্তরাষ্ট্রের প্রতি আহ্বান জানিয়েছে। এক্ষেত্রে কোন রকম বিলম্ব যুক্তরাষ্ট্র ও নিরাপত্তা পরিষদের বিশ্বাসযোগ্যতাহানীর কারণ হয়ে দাঁড়াবে বলে সঊদী আরব সতর্ক করে দেয়। সঊদী মন্ত্রীসভার সাপ্তাহিক বৈঠকে এই সতর্কবাণী উচ্চারণ করা হয়। বাদশাহ ফাহ্দের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত এই বৈঠকে আরো বলা হয়, যুক্তরাষ্ট্রের উদাসীনতায় ইহুদী রাষ্ট্রটি হত্যা, বহিষ্কারসহ ফিলিস্তীনী নারী, শিশু ও বৃদ্ধদের উপর অবাধে নির্যাতন চালিয়ে যাওয়ার সুযোগ পাচ্ছে। বৈঠকে বাদশাহ ফাহ্দ বলেন, অব্যাহত আগ্রাসন ও নিষ্ঠুর গণহত্যা চালিয়ে ইসরাঈল প্রমাণ করেছে দেশটি আন্তর্জাতিক মনোভাবের কাছে নতিস্বীকার করতে রাযী নয়। তিনি বলেন, ইসরাঈল নৃশংসতম যুদ্ধাপরাধ করে যাচ্ছে। ইসরাঈলের প্রলম্বিত কৌশল, জাতিসংঘ প্রস্তাব অমান্য ও আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়কে উপেক্ষা করার নিন্দা জানায় সঊদী মন্ত্রীসভা। এতে বলা হয়, অধিকৃত ফিলিস্তীনী ভূখণ্ডে ইসরাঈলী আগ্রাসন ও গণহত্যা সবধরনের মানবাধিকার ও আন্তর্জাতিক প্রস্তাবসমূহের নির্লজ্জ লংঘন।

আমাদের সমস্ত সামর্থ্য নিয়ে ফিলিস্তীনীদের পাশে দাঁড়াব

-সঊদী প্রিন্স আবদুল্লাহ

সঊদী যুবরাজ আবদুল্লাহ উপপ্রধানমন্ত্রী এবং ন্যাশনাল গার্ডের কমাণ্ডার জানিয়েছেন, তাঁরা সঊদী আরবের সমস্ত সম্পদ ও ক্ষমতা নিয়ে ইসরাঈলের বর্বর আগ্রাসনের মুকাবেলায় ফিলিস্তীনের পাশে থাকবে। মরক্কোর শহর ক্যাসাব্লাঙ্কায় অবস্থানকারী সঊদী যুবরাজ ফিলিস্তীন নেতা আরাফাতের সঙ্গে টেলিফোনে আলাপের সময় একথা বলেন। সঊদী বার্তা সংস্থা এ তথ্য জানায়। 'প্রিন্স আবদুল্লাহ মধ্যপ্রাচ্য সফররত মার্কিন পররাষ্ট্রমন্ত্রী কলিন পাওয়েলকে সতর্ক করে দিয়ে বলেন, এই অঞ্চলে যুক্তরাষ্ট্রের গ্রহণযোগ্যতা এখন হুমকির সম্মুখীন। তিনি ওয়াশিংটনকে ফিলিস্তীন ভূখণ্ড থেকে ইসরাঈল বাহিনী প্রত্যাহারের জন্য চাপ প্রয়োগের অনুরোধ জানান। তিনি বলেন, ফিলিস্তীনে যা ঘটছে, মানবতার জন্য তা সবচেয়ে বড় অপমান। ইসরাঈলী প্রধানমন্ত্রী শ্যারনের অপতৎপরতা বন্ধে ওয়াশিংটন পর্যাপ্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করছে না। তিনি আরও বলেন, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র যখন সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে আন্তর্জাতিক যুদ্ধের নেতৃত্ব দিচ্ছে, ঠিক সে সময় ইসরাঈল তার সমস্ত ক্ষমতা দিয়ে সন্ত্রাস করছে, অথচ তারা নিজেদের যুক্তরাষ্ট্রের বন্ধু হিসাবে পরিচয় দেয়। সঊদী সরকার ৩ দিন ব্যাপী দীর্ঘ টেলিভিশন অনুষ্ঠানের মাধ্যমে ফিলিস্তীনের জনসাধারণের জন্য ১৬ কোটি মার্কিন ডলার সংগ্রহ করেছে।

ইয়াসির আরাফাত বন্দিদশা থেকে মুক্ত

ফিলিস্তীনী প্রেসিডেন্ট ইয়াসির আরাফাত পশ্চিম তীরের রামাল্লায় নিজ সদর দপ্তরে দীর্ঘ ৩৪ দিন অবরুদ্ধ থাকার পর গত ১ লা মে মুক্ত হয়েছেন। মার্কিন উদ্যোগে নেওয়া চুক্তির আওতায় ইসরাঈলী পর্যটনমন্ত্রী হত্যাকাণ্ডের সন্দেহভাজন ছয় ফিলিস্তিনী অভিযুক্তকে ব্রিটিশ ও মার্কিন নিরাপত্তা রক্ষীদের কাছে হস্তান্তরের পরই তিনি মুক্তি পেলেন।

ফিলিস্তীনী নেতার সঙ্গে দীর্ঘদিন অবরুদ্ধ হয়ে থাকার পর মুক্তি পাওয়া উৎফুল্ল কর্মকর্তাদের সঙ্গে আনন্দ ভাগাভাগি করতে গত ২রা মে সকালে আরাফাতের দপ্তরের সামনে জমায়েত হয় প্রায় ৭০০ ফিলিস্তীনী নারী-পুরুষ। ফিলিস্তীনীদের মুখে ভালবাসা আর কঠিন প্রত্যয়ের শ্লোগান শুনে শারীরিকভাবে ক্লান্ত আরাফাত বিজয়ের 'ভি-সূচক' চিহ্ন দেখিয়ে বেশ কিছু সময় হাস্যোজ্জ্বল থাকেন।

আরাফাতের মুক্তি পাওয়ার সংবাদ পেয়ে ফিলিস্তীনীরা রাস্তায় নেমে একে অপরের সঙ্গে কোলাকুলি করতে থাকে। তারা

শ্লোগান দেয়- 'তোমার জন্য আমরা জীবন বিকিয়ে দিতে প্রস্তুত'। ফিলিস্তীনী নারী-পুরুষের হাতে এ সময় শোভা পাচ্ছিল স্বপ্নের স্বাধীন রাষ্ট্রের পতাকা।

আরাফাত মুক্তি লাভের পর সাংবাদিকদের সামনে প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করার সময় ইসরাঈলীদের সন্ত্রাসী, নাৎসি ও ফ্যাসিষ্ট হিসাবে আখ্যায়িত করেন। এক পর্যায়ে অস্বাভাবিকভাবে উত্তেজিত হয়ে অনবরত টেবিল চাপড়াতে থাকেন আরাফাত। এদিকে মুক্তি পাওয়ার পর আরাফাত সর্বপ্রথম রামাল্লার একটি হাসপাতালে চিকিৎসাধীন ফিলিস্তীনীদের দেখতে যান। কালো লিমোজিন গাড়িতে করে সদর দপ্তর থেকে বেরোনোর সময় আরাফাতের দুই পাশে ছিল নিরাপত্তারক্ষীদের গাড়ি।

উল্লেখ্য, ৩৪ দিন সদর দপ্তরে অবরুদ্ধ হয়ে পড়ে থাকলেও আরাফাতের চলাচলের উপর নিষেধাজ্ঞা আরোপিত হয় গত বছরের ৩রা ডিসেম্বর থেকে। গত ২৯শে মার্চ থেকে নিজ সদর দপ্তরের কয়েকটি রুমে অবরুদ্ধ হয়েছিলেন আরাফাত।

নাইজেরিয়ায় বিমান দুর্ঘটনায় ১৮০ জন নিহত

নাইজেরিয়ায় একটি যাত্রীবাহী বিমান বিধ্বস্ত হয়ে কমপক্ষে ১৮০ জনের মর্মান্তিক মৃত্যু হয়েছে। গত ৪ মে দেশটির উত্তরাঞ্চলীয় কানো শহরে একটি ঘনবসতিপূর্ণ এলাকায় বিমানটি বিধ্বস্ত হয়। নিহতদের মধ্যে অন্তত ৫০ জন ভূমিতে ছিল। নাইজেরিয়ার ক্রীড়ামন্ত্রী ইশিয়া মার্ক এ দুর্ঘটনায় নিহত হয়েছেন।

কর্মকর্তারা জানান, বেসরকারি বিমান সংস্থা ইএনস এয়্যারলাইন্সের যাত্রীবাহী বিমানটি কানো বিমানবন্দর থেকে উড্ডয়নের কিছুক্ষণ পরই পার্শ্ববর্তী আবাসিক এলাকা গোয়াম্মাজায় আছড়ে পড়ে। ৪ মে স্থানীয় সময় দুপুর দেড়টার দিকে এ দুর্ঘটনা ঘটে। বিমানটি বাণিজ্যিক রাজধানী লাগোসের উদ্দেশ্যে রওনা হয়েছিল।

প্রত্যক্ষদর্শীরা জানান, আছড়ে পড়ার আগে বিমানটি কয়েকবার ঝাঁকি খায় এবং গোয়াম্মাজার দু'টি মসজিদ এবং কয়েকটি বাড়িঘরের উপর পড়ে বিধ্বস্ত হয়। আছড়ে পড়ার সঙ্গে সঙ্গে বিমানটিতে আগুন ধরে যায় এবং পরপর বেশ কয়েকটি বিস্ফোরণ ঘটে। এতে কমপক্ষে ১০টি ভবনে আগুন ছড়িয়ে পড়ে। এর মধ্যে একটি স্কুল ভবনও রয়েছে। দুর্ঘটনার সময় মসজিদ দু'টিতে মুছল্লীগণ যোহরের ছালাত আদায় করছিলেন। নাইজেরিয়ার কেন্দ্রীয় বিমান চলাচল কর্তৃপক্ষের একজন কর্মকর্তা জানান, বিমানটিতে সাতজন ক্রুসহ ১০৫ জন আরোহী ছিল। তিনি জানান, বিমানের বেশীরভাগ আরোহী মারা গেছে বলে আশংকা করা হচ্ছে। দুর্ঘটনার কারণ জানার জন্য তদন্ত চলছে।

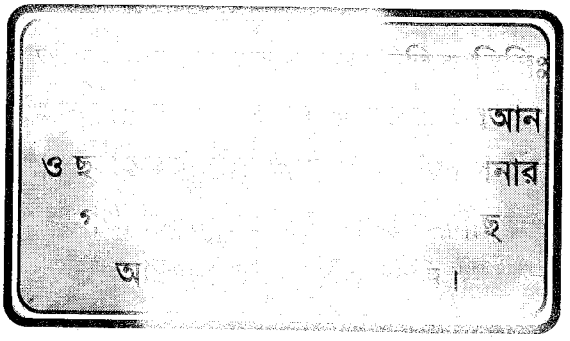

বিজ্ঞান ও বিস্ময়

আল্লাহ্‌র যিকর রোগ নিরাময়ের উত্তম ওষুধ

নেদারল্যাণ্ডের মনোবিজ্ঞানী ভ্যাণ্ডার হোভেন পবিত্র কুরআন অধ্যয়ন ও বার বার আল্লাহ শব্দটি উচ্চারণে রোগী ও স্বাভাবিক মানুষ উভয়ের উপর তার প্রভাব সম্পর্কিত একটি নয়া আবিষ্কারের কথা ঘোষণা করেছেন। ওলন্দাজ এই অধ্যাপক বহু রোগীর উপর দীর্ঘ তিন বছর ধরে পরীক্ষা-নিরীক্ষা চালিয়ে ও অনেক গবেষণার পর এই আবিষ্কারের কথা ঘোষণা করেন। যেসব রোগীর উপর তিনি সমীক্ষা চালান তাদের মধ্যে অনেক অমুসলিমও ছিলেন, যারা আরবী জানেন না। তাদেরকে পরিষ্কারভাবে 'আল্লাহ' শব্দটি উচ্চারণ করার প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়। এই প্রশিক্ষণের ফল ছিল বিস্ময়কর, বিশেষ করে যারা বিষণ্নতা ও মানসিক উত্তেজনায় ভুগছিলেন তাদের ক্ষেত্রে। সঊদী আরব থেকে প্রকাশিত দৈনিক 'আল-ওয়াতান' পত্রিকা মিঃ হোভেনের উদ্ধৃতি দিয়ে জানান, আরবী জানা মুসলমানরা যারা নিয়মিত কুরআন তেলাওয়াত করেন, তারা তাদেরকে মানসিক রোগ থেকে রক্ষা করতে পারেন।

'আল্লাহ' কথাটি কিভাবে মানসিক রোগ নিরাময়ে সাহায্য করে তার ব্যাখ্যাও তিনি দিয়েছেন। তিনি তাঁর গবেষণাকর্মে উল্লেখ করেন যে, আল্লাহ শব্দটির প্রথম বর্ণ 'আলিফ' আমাদের শ্বাসযন্ত্র থেকে আসে বিধায় তা শ্বাস-প্রশ্বাসকে নিয়ন্ত্রণ করে। তিনি আরো বলেন, Velar কনসোন্যান্ট L বা 'লাম' বর্ণটি উচ্চারণ করতে গেলে জিহ্বা উপরের মাড়ি সামান্য স্পর্শ করে একটি ছোট্ট বিরতির সৃষ্টি করে এবং তারপর একই বিরতি দিয়ে এটাকে বার বার উচ্চারণ করতে থাকলে আমাদের শ্বাসযন্ত্রে একটা স্বস্তিবোধ হ'তে থাকে। শেষ বর্ণ 'H' বা 'হা'-এর উচ্চারণ আমাদের ফুসফুস ও হৃদযন্ত্রের মধ্যে একটা যোগসূত্র সৃষ্টি করে তা আমাদের হৃদযন্ত্রের স্পন্দনকে নিয়ন্ত্রণ করে।

মহাকাশে ওঠার সিঁড়ি

বিজ্ঞান-প্রযুক্তির বিস্ময়কর সাফল্যের এই যুগে মানুষ যখন ক্রমশ সকল অসম্ভবকে সম্ভব করে তুলছে, তখন মার্কিন মহাকাশ গবেষণা সংস্থা নাসা বিশ্ববাসীকে এই সুসংবাদ দিয়েছে যে, অতিদ্রুত মানুষকে মহাকাশে নেয়ার জন্য লিফট তৈরী করা হচ্ছে। আর এর নাম তারা লিফট না বলে মহাকাশে ওঠার সিঁড়িই বলতে বেশী আগ্রহী। এটি তৈরী করবে, গুটিস এলিভেটর কোম্পানী নামক এক প্রতিষ্ঠান। এ কাজে তাদের লাগতে পারে বেশ ক'বছর। নাসার বিজ্ঞানীরা বলেছেন, এই লিফটগুলি হবে মূলতঃ রকেটের ক্ষুদ্র সংস্করণ এবং এদের গতিবেগ রকেটের মতই। তবে এতে লোকজনের আরোহণের পর বোতাম টিপলেই এর যাত্রা শুরু হবে এবং দেখা যাবে এটি চোখের পলকে মহাশূন্যের নির্ধারিত স্টেশনে পৌঁছে যাবে।

খাৎনা সম্পন্নকারী পুরুষের স্ত্রীর ক্যান্সারে আক্রান্ত হওয়ার আশংকা একেবারেই কম

খাৎনা সম্পন্নকারী পুরুষদের চেয়ে অসম্পন্নকারী পুরুষের স্ত্রীর মাধ্যমে Cervical Cancer-এর জীবাণু ছড়িয়ে পড়ার আশংকা দ্বিগুণ। উন্নয়নশীল ৫টি দেশের ১৯১৩ জন দম্পতির উপর পরিচালিত এক গবেষণায় এ তথ্য উদ্‌ঘাটিত হয়। গবেষণা রিপোর্টটি গত ১১ এপ্রিল 'দ্যা নিউ ইংল্যাণ্ড জার্নাল অব মেডিসি'নে প্রকাশিত হয়।

জরিপে অংশ নেওয়া দম্পতির মধ্যে ৯৭৭ জন মহিলা Cervical Cancer-এ আক্রান্ত ছিলেন। ১২১৫ জনের গড়ে ৬ জনেরও বেশী যৌনসঙ্গী ছিল। জরিপে অংশগ্রহণকারীদের ১৬৪৩ জনই

হচ্ছে খাৎনা অসম্পন্নকারী পুরুষ।

ব্রাজিল, স্পেন, থাইল্যাণ্ড, কলম্বিয়া এবং ফিলিপাইন থেকে সংগৃহীত তথ্যের ভিত্তিতে এ গবেষণার সমন্বয় করেন বার্সিলোনার লবরিগ্যাট হাসপাতালের ডঃ জ্যাভিয়ার ক্যাস্টেলস্যাগু। চিকিৎসা বিজ্ঞানীরা বলছেন, প্যাপিলমা ভাইরাস অর্থাৎ এইচপিভির কারণে মানবদেহে Cervical Cancer ছড়িয়ে পড়ে। প্রায় দুই কোটি আমেরিকানই এই রোগে আক্রান্ত। কারণ এই ভাইরাস যৌনকর্মের সময়ই এক দেহ থেকে আরেক দেহে ছড়িয়ে পড়ে। রিপোর্টে আরো বলা হয়েছে, প্রতিবছর গড়ে যুক্তরাষ্ট্রের হাসপাতালে Cervical Cancer-এ আক্রান্ত ১৬ হাযার রোগী ভর্তি হচ্ছে এবং এর মধ্যে গড়ে ৪১০০ জন মারা যাচ্ছে।

রক্ত দানে কমে হৃদরোগের সম্ভাবনা

যারা জীবনে একবারও রক্ত দান করেননি, তাদের হৃদরোগ হবার সম্ভাবনা দ্বিগুণ, যারা মাঝে মধ্যে রক্ত দান করেন তাদের তুলনায়। এক সমীক্ষার মাধ্যমে এ তথ্য জানিয়েছেন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের কমসাস বিশ্ববিদ্যালয়ের চিকিৎসকরা। মহিলাদের মধ্যে রক্তদাতা আর যারা রক্তাদাতা নন, তাদের ক্ষেত্রে হৃদরোগের বিশেষ কোন সম্ভাবনা নেই। যারা রক্তদাতা নন, তাদের বিশেষ ধরনের হৃদরোগ হবার সম্ভাবনা তিনগুণ।

ময়লা টাকায় মারাত্মক রোগজীবাণু

পুরনো ময়লা টাকায় (কাগজের নোট) কয়েক প্রকার মারাত্মক রোগজীবাণু থাকে বলে জানা গেছে। এর মধ্যে নিউমোনিয়া, ডায়রিয়া, আমাশয়, বাতজ্বর, গ্লোমেরুল নেফ্রোটিটিস (যা কিডনি নষ্ট করে দেয়), সর্দি-কাশি-টনসিল থেকে কলেরার মারাত্মক জীবাণু 'ভিব্রিও কলেরি' পর্যন্ত রয়েছে। দেশের একজন বিশিষ্ট নাগরিকের আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অনুজীব বিজ্ঞান বিভাগের গবেষণাগারে কতগুলি ময়লা কাগজের নোট পরীক্ষা করে এসব রোগজীবাণুর সন্ধান পাওয়া যায়।

ঢাকায় বসবাসরত এক শিক্ষিত, স্বচ্ছল ও সচেতন পরিবারের একটি শিশু প্রায়ই ভীষণ জ্বর, ডায়রিয়া, সর্দি-কাশি, টনসিল প্রভৃতিতে একের পর এক আক্রান্ত হচ্ছিল। অথচ ঐ পরিবারে শিশুটিকে যেভাবে রাখা হয় তাতে এ রকমটি হওয়ার কথা নয়। একদিন শিশুটির বাবার মনে সন্দেহ দেখা দেয়, তার স্ত্রী পরিবারের সকল রকম বাজার-সওদা করানোর জন্য প্রতিদিন কয়েকবার করে যে টাকা-পয়সার লেনদেন করে সেই টাকা থেকে কোনো রোগজীবাণু কি তার মাধ্যমে শিশুটির সংস্পর্শে এসে এই বিপত্তি ঘটাচ্ছে?

এই ভাবনা থেকেই তিনি কাগজের কয়েকটি ময়লা নোট পরীক্ষা করে দেখার সিদ্ধান্ত নেন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অনুজীব বিজ্ঞান বিভাগ একটি লিখিত আবেদন এবং নির্ধারিত ফির বিনিময়ে পরীক্ষাটি করে, যার ফলাফলে উপরোক্ত ভয়াবহ চিত্র পাওয়া যায়।

পাঁচ গ্রহের বিরল সম্মিলন

সৌরজগতের পাঁচটি গ্রহের বিরল সম্মিলন ঘটেছে গত মে মাসের ১ম সপ্তাহে। বুধ, শুক্র, মঙ্গল, শনি ও বৃহস্পতি গ্রহ ৫টি পরস্পর অত্যন্ত কাছাকাছি অবস্থান করায় একই সাথে রাতের আকাশে দেখা যায়। সন্ধ্যার পরপর খালি চোখে পশ্চিমাকাশে এ ৫টি গ্রহকে খুবই কাছাকাছি অবস্থান করতে দেখা যায়, যা জ্যোতির্বিজ্ঞানের দৃষ্টিতে এক বিরল ঘটনা। একই সময়ে একই আকাশে ৫টি গ্রহের এমন বিরল সম্মিলন আর এক শতাব্দীর মধ্যে ঘটার সম্ভাবনা নেই।

জনমত কলাম

মতামতের জন্য সম্পাদক দায়ী নন

অমর

আল্লাহ পাক সব কিছু জোড়া জোড়া সৃষ্টি করেছেন। যেমন দিন-রাত, আলো-আঁধার, নর-নারী, হাসি-কান্না, ইহলোক-পরলোক, জন্ম-মৃত্যু। যার জীবন আছে, তার মৃত্যু অবধারিত। বোধ করি মৃত্যুর মত এত বড় বাস্তবতা আর নেই। মহান আল্লাহ বলেন, 'জগতে যা কিছু আছে সবই ধ্বংসপ্রাপ্ত হবে, কেবলমাত্র তোমার রবই অবশিষ্ট থাকবেন। যিনি মহীয়ান ও গরীয়ান' *(আর-রহমান ২৫-২৬)*। তাই জগতে স্থায়ী বলতে কিছুই নেই। এতদসত্ত্বেও আমরা অমর কথাটি ব্যবহার করি। আমরা এই অর্থে অমর বলি যে, লোকটি বেঁচে নেই কিন্তু তাঁর অবদান বা কাজ জগতের কিছু না কিছু লোকের কল্যাণ সাধন করে চলেছে। কাজই মানুষকে অমর করে রাখে।

ইংরেজ কবি টমাস গ্রে একটিমাত্র কবিতা রচনার মাধ্যমে অমর হয়ে আছেন। বাংলাদেশ বেতার ঢাকা কেন্দ্র থেকে বলতে শুনেছি, কবি জসিম উদ্দীন 'কবর' কবিতা রচনার পর আর কিছু যদি রচনা না করতেন, তাহ'লে 'কবর' কবিতাটিই তাঁকে অমর করে রাখত। অতএব দেখা যাচ্ছে, অমরত্ব লাভের জন্য বহু কিছু বিস্ময়কর কাজ করা আবশ্যক হয়ে পড়ে না। তবে এই যোগ্যতা অর্জন করা সবার পক্ষে সম্ভব হয় না। আমরা সবাই হয়ত অমরত্ব লাভ করতে পারব না, তবু চেষ্টিত হ'তে দোষ নেই। ভাল কাজের মাধ্যমেই সুনাম অর্জিত হয়ে থাকে। কোন কাজটি ভাল, আর কোন কাজটি মন্দ, এটা জেনে নিতে হয় না। কারণ ভাল-মন্দ বুঝবার মত জ্ঞান আল্লাহ প্রদত্ত গুণ। আপনার প্রচুর টাকা আছে, তা দরিদ্র জনগণের মধ্যে বিতরণ করে দিয়ে ভাল কাজ করলেন। কিন্তু যাঁর টাকা-পয়সা নেই, তিনিও আপনার মত ভাল কাজ করতে পারেন। রাস্তার ধারে বৃক্ষ রোপন অবশ্যই ভাল কাজ। গাছের ছায়ায় মানুষ বিশ্রাম নিবে। মানুষ ও পাখীতে ফল খাবে। এটা আপনার মতে বড় কাজ না হ'তে পারে। কিন্তু তাচ্ছিল্য করার মত নয়। এভাবে যার যেমন সামর্থ্য আছে, সে সেই মোতাবেক মানুষের খেদমত করতে চেষ্টিত হ'লে আলেকজাণ্ডার, নেপোলিয়ন ইত্যাদির মত আপনার নাম বিশ্ববিদিত না হৌক, মহান আল্লাহ পাকের সংরক্ষিত খাতায় আপনার নাম অবশ্যই লিপিবদ্ধ থাকবে। এজন্য আল্লাহ পাকের ঘোষণা 'যে অনু পরিমাণ সৎ কর্ম করবে, সে তা দেখবে এবং যে অনু পরিমাণ অসৎ কর্ম করবে, সেও তা দেখবে' *(যিলযাল ৭-৮)*। জগতে অভাবগ্রস্ত এবং বিপদগ্রস্ত লোকের সংখ্যাই অধিক। সামর্থ্যবানদেরকে এদের প্রতি সদয় হ'তে আদেশ করা হয়েছে। তাই আমরা আল্লাহ পাকের আদেশ পালনে তৎপর হব ইনশাআল্লাহ। আমি মনে করি, মানুষ মানুষকে অবজ্ঞার দৃষ্টিতে না দেখে যার যা সাধ্যমত খেদমতে চেষ্টিত হ'লে জগত হ'তে হানাহানি দূরীভূত হবে এবং জগতটাই বেহেশত পর্যায়ে রূপ নিবে।

মুহাম্মাদ আতাউর রহমান
সাং সন্ন্যাস বাড়ী
পোঃ বান্দাইখাড়া
নওগাঁ।

অহি ভিত্তিক আন্দোলনে ঝাঁপিয়ে পড়ুন!

আল্লাহ পাক জিন ও মানব জাতিকে তাঁর দাসত্ব করার নিমিত্তে সৃষ্টি করেছেন। কিন্তু জিন জাতি আল্লাহ পাকের এ নির্দেশকে লংঘন করে ইবাদত-বন্দেগীর পরিবর্তে পৃথিবীতে ফেৎনা-ফাসাদে লিপ্ত হয়। যার ফলশ্রুতিতে আল্লাহ রাব্বুল আলামীন শাস্তি স্বরূপ জিন জাতিকে পৃথিবী থেকে তুলে নেন। সৃষ্টি করেন মানব জাতি। উদ্দেশ্য একটাই মহান সৃষ্টিকর্তার প্রেরিত বিধানের নিরংকুশ আনুগত্য।

পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছের নীতিমালা ও আদর্শকে গাইড লাইন হিসাবে মেনে নিয়ে জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে এর যথার্থ অনুশীলন করাই হবে মানব জাতির তথা মুসলিম জীবনের মুখ্য উদ্দেশ্য। পৃথিবী থেকে ফেৎনা-ফাসাদ দূরীভূত করে শান্তি ও সুখের নীড়ে পরিণত করতে পারলে মহান আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলার অশেষ রহমতে পৃথিবী নামক এ ছোট্ট গ্রহটি হয়ে উঠবে শান্তিময়। এটাই তাঁর কামনা। আল্লাহ পাকের এই কামনাকে বৃদ্ধাঙ্গলি দেখিয়ে যুগে যুগে মুসলিম জাতি তাদের অতীত ঐতিহ্য ভুলে হারিয়ে গেছে রাহুর বলয়ে। নিজেদের মধ্যে চরিত্রহীনতা, আভ্যন্তরীণ অনৈক্য, বৃটিশ প্রবর্তিত শিক্ষা ব্যবস্থা ও পাশ্চাত্যের ধর্মহীন গণতান্ত্রিক রাজনীতির মুখরোচক শ্লোগানে ভেসে চলেছে মুসলিম সমাজ। পরিণামে মুসলিম জাতির ভাগ্যাকাশে নেমে এসেছে চরম অশ্লীলতা, দেওলিয়াপনা ও পরাধীনতার কালো অমানিশা। যে মুসলিম জাতি সারা জাহানে শান্তি ও ন্যায় বিচারের বিরল দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছিল, তারাই আবার অন্যের কাছে শান্তি ও ন্যায় বিচারের জন্য ধর্ণা দিচ্ছে। এর কারণ একটাই, আর তাহ'ল মুসলিম জাতি তাঁদের সৃষ্টিকর্তার প্রেরিত 'অহি'-র বিধানে বর্ণিত দায়িত্ব ও কর্তব্য থেকে দূরে অবস্থান করছে। এমত পরিস্থিতিতে মুসলিম জাতির ভাগ্যাকাশে মুক্তির সোনালী সূর্যের উদয় হ'তে পারে জিহাদের মাধ্যমে। প্রচলিত রাজনীতি, সমাজনীতি, অর্থনীতি সহ অনৈসলামিক রীতিনীতির মাথায় পদাঘাত করে আল্লাহ প্রেরিত অহি ভিত্তিক রাজনীতি, অর্থনীতি প্রবর্তন করে সমাজ সংস্কার মূলক বৃহত্তর জিহাদী আন্দোলনে ঝাঁপিয়ে পড়া এখন সময়ের দাবী। আর দেরি নয়, ঐ দেখুন গোটা বিশ্ব তাকিয়ে আছে মুসলিম জাতির পানে তবু কি আমাদের ঘুম ভাঙ্গবে না। সকল জড়তা, অবসন্নতা ও নিদ্রার কুহেলিকা থেকে বেরিয়ে আসুন, অহির বিধান হাতে নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ি শিরক-বিদ'আতের পংকিল ময়দানে। অহি-র স্বচ্ছ কিরণ মালায় রাঙ্গিয়ে তুলি এ বিশ্ব ভুবনকে, এটাই তো জাতির প্রত্যাশা।

মুহাম্মাদ আব্দুর রহমান
সাংশৌলমারী, পোঃ ডাকালীগঞ্জ
জলঢাকা, নীলফামারী।

সংশোধনী

গত সংখ্যায় জনমত কলামে 'দ্বীন ইমলামের দু'টি মৌল ভিত্তি' শিরনামে প্রকাশিত লেখাটির লেখক ছিলেন জনাব 'আতাউর রহমান' সন্ন্যাসবাড়ী। অসাবধানতা বশতঃ লেখকের নামটি টাইপে বাদ পড়ে যায়। এই অনাকাংখিত ভুলের জন্য আমরা দুঃখিত। -সম্পাদক।

সংগঠন সংবাদ

আমীরে জামা'আতের গাইবান্ধা, জয়পুরহাট ও কুষ্টিয়া সফর

(১) সাঘাটা, গাইবান্ধা ১১ই এপ্রিল বৃহস্পতিবারঃ অদ্য বাদ মাগরিব স্থানীয় হাইস্কুল ময়দানে 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' গাইবান্ধা-পূর্ব সাংগঠনিক যেলার উদ্যোগে যেলা সম্মেলন ২০০২ অনুষ্ঠিত হয়।

সাঘাটা হাইস্কুল ও কলেজের অধ্যক্ষ জনাব আতাফ সরকারের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত সম্মেলনে প্রধান অতিথির ভাষণে মুহতারাম আমীরে জামা'আত ও রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের আরবী বিভাগের প্রফেসর ও চেয়ারম্যান **ডঃ মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব** বলেন, আধুনিক জাহেলিয়াতের ফলে সৃষ্ট পুঁতিগন্ধময় সমাজকে সভ্য সমাজে পরিণত করার জন্য আমাদেরকে সার্বিক জীবনে আল্লাহ প্রেরিত দ্বীনের নিঃশর্ত অনুসরণ করে যেতে হবে। তিনি বলেন, আমরা আমাদের ধর্মীয় জীবনে অনেকে ছহীহ হাদীছের অনুসরণ করলেও রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক জীবনে তা করি না। ফলে আমরা জীবনের কোন একটি বিভাগে আল্লাহ্র বিধান মান্য করলেও অন্য বিভাগে তাগূতের অনুসরণ করি। এই সুবিধাবাদী নীতি পরিহার করে সার্বিক জীবনে আল্লাহ্র বিধান মেনে চলাকেই 'তাওহীদে ইবাদত' বলা হয়। এই তাওহীদের দিকে আহ্বান করার অপরাধেই(?) আল্লাহ্কে স্বীকারকারী ও আল্লাহ্র ঘরের তত্ত্বাবধানকারী মক্কার মুশরিক নেতারা আল্লাহ্র রাসূলের শত্রু হয়েছিল। আজও যদি কোন ব্যক্তি বা সংগঠন সার্বিক জীবনে আল্লাহ প্রেরিত সর্বশেষ অহি-র বিধান প্রতিষ্ঠার আহ্বান নিয়ে সমাজে উপস্থিত হয়, তবে তাদেরকেও অনুরূপ বাধা ও নির্যাতনের সম্মুখীন হ'তে হবে। আর ঐসময় যেকোন মূল্যে দ্বীনের উপরে দৃঢ়চিত্তে টিকে থাকা ও ধৈর্যের সাথে পরিস্থিতি মুকাবিলা করাই হ'ল প্রকৃত 'জিহাদ'। সমাজ সংস্কারের এই কঠিন জিহাদের ফলাফল হ'ল দীর্ঘস্থায়ী। এর বিনিময়ে আখেরাতে রয়েছে অফুরন্ত নে'মতে ভরা শান্তিময় জান্নাত। আমাদেরকে সে লক্ষ্যেই কাজ করে যেতে হবে।

সম্মেলনে অন্যান্যদের মধ্যে বক্তব্য রাখেন সম্মানিত নায়েবে আমীর শায়খ আবদুছ ছামাদ সালাফী, তাবলীগ সম্পাদক মাওলানা আবদুর রশীদ (গাইবান্ধা), সমাজকল্যাণ সম্পাদক মাওলানা মুছলেহুদ্দীন (ঢাকা), কেন্দ্রীয় মুবাল্লিগ এ,এস,এম, আবদুল লতীফ, কেন্দ্রীয় শূরা সদস্য মাওলানা গোলাম আযম (নাটোর), যেলা সভাপতি জনাব আবদুল আযীয ও সেক্রেটারী জনাব আহসান আলী প্রমুখ। বৃষ্টির কারণে মাওলানা আবদুর রাযযাক বিন ইউসুফ (রাজশাহী) ও মাওলানা জাহাঙ্গীর আলম (সাতক্ষীরা) বক্তৃতা করার সুযোগ পাননি। সম্মেলনে জাগরণী পেশ করেন শিল্পী শফীকুল ইসলাম (জয়পুরহাট)।

পরদিন সকালে পূর্ব কর্মসূচী অনুযায়ী মুহতারাম আমীরে জামা'আত সাঘাটার অনতিদূরে জুমারবাড়ী বাজার জামে মসজিদ

প্রাঙ্গনে আয়োজিত সুধী সমাবেশে বক্তব্য রাখেন। যেলা সভাপতি জনাব আবদুল আযীযের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত সমাবেশে স্বাগত ভাষণ দেন মাওলানা ফযলুর রহমান। বক্তব্য রাখেন মাননীয় নায়েবে আমীর শায়খ আবদুছ ছামাদ সালাফী। সমাবেশে কেন্দ্রীয় মেহমানগণ ছাড়াও উপস্থিত ছিলেন সাবেক চেয়ারম্যান জনাব শাহ আলী সরদার (ধনারুহা), জনাব আবদুল হাদী (জুমারবাড়ী), গাইবান্ধা শহরের প্রভাবশালী ব্যক্তিত্ব আলহাজ্জ ঈসা হক্কানী ও অন্যান্য স্থানীয় নেতৃবৃন্দ।

জুমারবাড়ীর অনুষ্ঠান শেষে মুহতারাম আমীরে জামা'আত সফরসঙ্গীদের নিয়ে ধনারুহা গমন করেন ও সেখানে জুম'আর খুৎবা প্রদান করেন। মাওলানা আবদুর রাযযাক বিন ইউসুফ ও মাওলানা জাহাঙ্গীর আলম পার্শ্ববর্তী দু'টি মসজিদে খুৎবা প্রদান করেন।

অতঃপর জয়পুরহাট যেলা সম্মেলনে যোগদানের উদ্দেশ্যে তাঁরা বাদ আছর রওয়ানা হয়ে মাগরিবের কিছু পূর্বে সম্মেলন স্থল কালাই উপযেলা সদরে পৌঁছে যান।

(২) কালাই, জয়পুরহাট ১২ই এপ্রিল শুক্রবারঃ অদ্য বাদ আছর হ'তে রাত্রিব্যাপী কালাই মহিলা কলেজ ময়দানে আয়োজিত যেলা সম্মেলন ২০০২-য়ে প্রধান অতিথির ভাষণে মুহতারাম আমীরে জামা'আত **ডঃ মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব** বলেন, তাওহীদের দাবীকে প্রতিষ্ঠিত করার মধ্যেই মানুষের ইহকালীন মঙ্গল ও পরকালীন মুক্তি নিহিত। শুধু নারায়ে তাকবীর আর শ্লোগান-মিছিল দিয়ে প্রকৃত অর্থে নিজেকে তাওহীদবাদী প্রমাণ করা যাবে না। সার্বিক জীবনে একক আল্লাহ্র বিধান মেনে চলার মধ্যেই প্রকৃত তাওহীদ নিহিত রয়েছে। আমাদেরকে আধুনিক মন্ত্র-তন্ত্র ছেড়ে ফেলে আসা মাদানী ইসলামের দিকে তথা পবিত্র কুরআন ও ছহীহ সুন্নাহ্র দিকে ফিরে যেতে হবে।

কেন্দ্রীয় তাবলীগ সম্পাদক মাওলানা আবদুর রশীদের সভাপতিত্বে ও যেলা সভাপতি মাওলানা হাফীযুর রহমানের পরিচালনায় অনুষ্ঠিত উক্ত বিশাল ইসলামী সম্মেলনে আরও বক্তব্য রাখেন সম্মানিত নায়েবে আমীর শায়খ আবদুছ ছামাদ সালাফী, কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদক অধ্যাপক মাওলানা নূরুল ইসলাম (মেহেরপুর), সমাজকল্যাণ সম্পাদক মাওলানা মুছলেহুদ্দীন (ঢাকা), মাওলানা আবদুর রাযযাক বিন ইউসুফ (রাজশাহী), মাওলানা জাহাঙ্গীর আলম (সাতক্ষীরা), বিজুল দারুল হুদা সিনিয়র মাদরাসার আরবী প্রভাষক মাওলানা আমীনুল ইসলাম (বিরামপুর, দিনাজপুর), আহলেহাদীছ যুবসংঘের কেন্দ্রীয় সাংগঠনিক সম্পাদক এ,এস,এম, আযীযুল্লাহ ও স্থানীয় ওলামায়ে কেরাম। সম্মেলনে জাগরণী পেশ করেন আল-হেরা শিল্পী গোষ্ঠীর প্রধান মুহাম্মাদ শফীকুল ইসলাম।

(৩) নন্দলালপুর, কুষ্টিয়া ১৯শে এপ্রিল শুক্রবারঃ মুহতারাম আমীরে জামা'আত কুষ্টিয়া-পূর্ব যেলা সংগঠনের বিশেষ আমন্ত্রণে এক সাংগঠনিক সফরে অদ্য এখানে আগমন করেন ও জুম'আর খুৎবা প্রদান করেন। অতঃপর ছালাত শেষে উপস্থিত মুছল্লীদের উদ্দেশ্যে সাংগঠনিক বক্তব্য রাখেন। মহিলারাও উক্ত অনুষ্ঠানে শরীক হন।

জুম'আর আবেগঘন খুৎবায় মুহতারাম আমীরে জামা'আত সমাজের ক্রম অবনতিশীল অবস্থা থেকে উত্তরণের উপায় ও পদ্ধতি বিষয়ে আলোচনা করতে গিয়ে বলেন, কেবলমাত্র আখেরাতমুখী চিন্তা ও কর্ম ব্যতীত সমাজকে বর্তমান অধঃপতিত অবস্থা থেকে বাঁচানো সম্ভব নয়। সমাজ নেতাদেরকে ও বিশেষ করে সরকারকে অবশ্যই আখেরাতমুখী দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে কাজ করতে হবে বলে তিনি মন্তব্য করেন। তিনি যার যতটুকু মেধা ও ক্ষমতা আল্লাহ পাক দান করেছেন, তার সবটুকু কেবলমাত্র পরকালীন মুক্তির লক্ষ্যে ইসলামের দেওয়া বিধানমতে জামা'আতবদ্ধভাবে ব্যয় করার জন্য মুছল্লীদের প্রতি আহ্বান জানান।

ছালাত শেষে যেলা সভাপতি ডঃ মুহাম্মাদ লোকমান হোসায়েন-এর সভাপতিত্বে ও যেলা সেক্রেটারী মুহাম্মাদ বাহারুল ইসলামের পরিচালনায় অনুষ্ঠিত বৈঠকে মুহতারাম আমীরে জামা'আত 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ'-এর ঘোষিত লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য বাস্তবায়নে সকলকে স্বতঃস্ফূর্তভাবে এগিয়ে আসার আহ্বান জানান। যেলা সভাপতি ডঃ লোকমান জামা'আতী যিন্দেগীর অপরিহার্যতা ও নেতৃত্বের প্রতি অটুট আনুগত্যের উপরে মূল্যবান বক্তব্য রাখেন।

(৪) দড়িকমল, কুষ্টিয়াঃ নন্দলালপুরের কর্মসূচী সেরে মুহতারাম আমীরে জামা'আত সফরসঙ্গীদের নিয়ে পার্শ্ববর্তী দড়িকমল গ্রামে আছরের ছালাত আদায় করেন। মসজিদের ইমাম মাওলানা বাহারুল ইসলামের উদ্যোগে ও স্থানীয় অধিবাসীদের স্বতঃস্ফূর্ত আয়োজনে বাদ আছর অনুষ্ঠিত সুধী সমাবেশে যেলা সভাপতি ও কেন্দ্রীয় প্রশিক্ষণ সম্পাদক কুষ্টিয়া ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের আল-কুরআন এণ্ড ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের সহকারী অধ্যাপক জনাব ডঃ লোকমান হোসায়েন-এর সভাপতিত্বে আলোচনা পেশ করেন একই বিশ্ববিদ্যালয়ের আল-হাদীছ এণ্ড ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের সহকারী অধ্যাপক ডঃ মুয্যাম্মিল আলী (সিলেট)। অতঃপর মুহতারাম আমীরে জামা'আত স্বীয় ভাষণে স্থানীয় জনগণকে ইসলামের মৌলিক চেতনায় উদ্বুদ্ধ হওয়ার এবং আহলেহাদীছ আন্দোলনের মর্মকেন্দ্রে জমায়েত হওয়ার আহ্বান জানান।

কর্মী প্রশিক্ষণ

গোড়খাই, দুর্গাপুর, রাজশাহী ২৯ এপ্রিল ২০০২ঃ অদ্য সোমবার 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' রাজশাহী সাংগঠনিক যেলার উদ্যোগে দুর্গাপুর থানার গোড়খাই আহলেহাদীছ জামে মসজিদে এক কর্মী প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়। যেলা সভাপতি অধ্যাপক মাওলানা ফারূক আহমাদের সভাপতিত্বে বাদ মাগরিব প্রশিক্ষণ শুরু হয় এবং রাত সাড়ে ১২ টায় শেষ হয়।

উক্ত প্রশিক্ষণে প্রশিক্ষক হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘে'র কেন্দ্রীয় সাংগঠনিক সম্পাদক জনাব এ,এস,এম, আযীযুল্লাহ ও কেন্দ্রীয় সাহিত্য ও পাঠাগার সম্পাদক জনাব মুহাম্মাদ আকবর হোসাইন। প্রশিক্ষকগণ বিভিন্ন বিষয়ে গুরুত্বপূর্ণ প্রশিক্ষণ প্রদান করেন।

দিনাজপুর যেলা 'আন্দোলন'-এর সাধারণ সম্পাদকের কৃতিত্ব

'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' দিনাজপুর (পূর্ব) সাংগঠনিক যেলার সাধারণ সম্পাদক, কৃষ্ণরামপুর দ্বিমুখী ফাযিল মাদরাসার উপাধ্যক্ষ মাওলানা মুহাম্মাদ আবদুল ওয়াহ্হাব শাহ প্রথম থানা পর্যায়ে, অতঃপর যেলা পর্যায়ে ২০০০ সালের শ্রেষ্ঠ শ্রেণী শিক্ষক নির্বাচিত হওয়ার গৌরব অর্জন করেন। ২০০০ সালের যেলা পর্যায়ে জাতীয় শিক্ষা সপ্তাহ উদযাপন উপলক্ষে শ্রেষ্ঠ শ্রেণী শিক্ষক নির্বাচিত হওয়ার জন্য তাঁকে সনদপত্র প্রদান করা হয়।

(আমরা তাঁর এই কৃতিত্বপূর্ণ সম্মান লাভে গর্ববোধ করছি। আল্লাহ তাঁকে ইহকাল ও পরকালে আরও সম্মাণিত করুন (স.স.)।

যুবসংঘ

কর্মী সম্মেলন

কুমিল্লা ১১ এপ্রিল বৃহস্পতিবারঃ 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ' কুমিল্লা সাংগঠনিক যেলার উদ্যোগে শহরের প্রাণ কেন্দ্রে অবস্থিত আল-মারকাযুল ইসলামী কমপ্লেক্স, শাসনগাছায় এক কর্মী সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। যেলা সভাপতি জনাব মুহাম্মাদ আবূ তাহের-এর সভাপতিত্বে এবং সাধারণ সম্পাদক আব্দুল ওয়াদূদ-এর পরিচালনায় বেলা ১২ ঘটিকায় অনুষ্ঠান শুরু হয়। সম্মেলন উদ্বোধন করেন জনাব আব্দুর রহমান মাষ্টার।

সম্মেলনের প্রধান অতিথি 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ'-এর কেন্দ্রীয় মজলিসে শূরার অন্যতম সদস্য জনাব মাওলানা মুহাম্মাদ ছফিউল্লাহ তাঁর বক্তব্যে আহলেহাদীছ আন্দোলনের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রকারীদের যাবতীয় অপতৎপরতার ব্যাপারে সতর্ক দৃষ্টি রেখে আন্দোলনকে গতিশীল ও ত্বরান্বিত করার আহ্বান জানান।

অন্যান্যের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন যেলা 'আন্দোলন' ও 'যুবসংঘে'র নেতৃবৃন্দ।

সম্মেলনে বক্তাগণ ফিলিস্তীন, গুজরাটসহ বিশ্বের সকল মযলূম মুসলমানদের পাশে দাঁড়ানোর জন্য ওআইসি সহ বিশ্বের সকল মুসলিম নেতৃবৃন্দের প্রতি উদাত্ত আহ্বান জানান।

ছাত্র সমাবেশঃ

শৌলমারী, নীলফামারী, ২রা মে ২০০২ইংঃ অদ্য 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ' নীলফামারী সাংগঠনিক যেলার উদ্যোগে স্থানীয় শৌলমারী বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়ে সকাল ১০-টায় এক ছাত্র সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। যেলা সভাপতি মুহাম্মাদ আবদুর রহমানের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত ছাত্র সমাবেশে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘে'র কেন্দ্রীয় প্রশিক্ষণ সম্পাদক মুহাম্মাদ কাবীরুল ইসলাম। বিশেষ অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় শাখার প্রশিক্ষণ সম্পাদক মুহাম্মাদ ইউসুফ। অন্যান্যের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন যেলা 'আন্দোলন' ও 'যুবসংঘে'র নেতৃবৃন্দ ও স্থানীয় ওলামায়ে কেরাম।

গোলমুন্ডাঃ একই দিন বাদ মাগরিব গোলমুণ্ডা এলাকা কেন্দ্রীয় আহলেহাদীছ জামে মসজিদে এক গুরুত্বপূর্ণ সুধী সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি অধ্যাপক মুহাম্মাদ ইসমাঈল হোসাইনের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত সুধী সমাবেশে যুবসংঘের উপরোক্ত দুই কেন্দ্রীয় মেহমান ছাড়াও লালমণিরহাট যেলা যুবসংঘের সভাপতি মাওলানা মুস্তাযির রহমান বিশেষ অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন। এতদ্ব্যতীত যেলা 'আন্দোলন' ও যুবসংঘের অন্যান্য নেতৃবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

কর্মী প্রশিক্ষণঃ

চাঁদমারী, পাবনা, ২৬ এপ্রিল ২০০২ঃ অদ্য শুক্রবার 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ' পাবনা সাংগঠনিক যেলার উদ্যোগে চাঁদমারী আহলেহাদীছ জামে মসজিদে যেলা যুবসংঘের সভাপতি মুহাম্মাদ আবদুস সোবহানের সভাপতিত্বে এক গুরুত্বপূর্ণ কর্মী প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়। প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠান সকাল ১১ ঘটিকায় শুরু হয় এবং মাগরিবের প্রাক্কালে শেষ হয়। বাদ মাগরিব সুধী সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়।

কর্মী প্রশিক্ষণ ও সুধী সমাবেশে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘে'র কেন্দ্রীয় সভাপতি অধ্যাপক মুহাম্মাদ আমীনুল ইসলাম। বিশেষ অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন কেন্দ্রীয় সাংগঠনিক সম্পাদক জনাব এ,এস,এম, আযীযুল্লাহ।

মহিষখোচা, লালমণিরহাট, ৩রা মে ২০০২ইংঃ 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ' লালমণিরহাট সাংগঠনিক যেলার উদ্যোগে মহিষখোচা বাজার কেন্দ্রীয় আহলেহাদীছ জামে মসজিদে এক প্রশিক্ষণ শিবির অনুষ্ঠিত হয়। যেলা সভাপতি মাওলানা মুহাম্মাদ মুস্তাযির রহমানের সভাপতিত্বে সকাল ১০ ঘটিকায় প্রশিক্ষণ শুরু হয়। 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘে'র কেন্দ্রীয় প্রশিক্ষণ সম্পাদক মুহাম্মাদ কাবীরুল ইসলাম 'তাওহীদ বনাম শিরক' বিষয়ে গুরুত্বপূর্ণ প্রশিক্ষণ প্রদান করেন। অন্যান্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় শাখার প্রশিক্ষণ সম্পাদক মুহাম্মাদ ইউসুফ এবং যেলা নেতৃবৃন্দ।

একই দিন বাদ আছর মাওলানা মুহাম্মাদ সিরাজুল ইসলামের সভাপতিত্বে এক সুধী সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। সমাবেশের প্রধান অতিথি কেন্দ্রীয় প্রশিক্ষণ সম্পাদক উপস্থিত সুধীগণকে যেকোন পরিস্থিতির মোকাবেলায় সংগঠনকে এগিয়ে নেওয়ার জন্য ছাহাবায়ে কেরামের মত ঈমানী চেতনা নিয়ে এগিয়ে আসার আহ্বান জানান। অনুষ্ঠানে অন্যান্যের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় অফিস সহকারী জনাব মুহাম্মাদ আনোয়ারুল হক্ব এবং যেলা আন্দোলন ও যুবসংঘের নেতৃবৃন্দ।

প্রশ্নোত্তর

-দারুল ইফতা
হাদীছ ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ।

প্রশ্নঃ (১/২৫৬)ঃ 'আল্লাহ পাক আদম (আঃ)-কে আপন আকৃতিতে সৃষ্টি করেছেন' হাদীছটির প্রকৃত ব্যাখ্যা জানিয়ে বাধিত করবেন।

-মুহাম্মাদ আতাউর রহমান
উত্তর নাড়ীবাড়ী
গুরুদাসপুর, নাটোর।

উত্তরঃ হাদীছের উক্ত অংশটুকু মিশকাত শরীফের 'আদাব' বা 'শিষ্টাচার' অধ্যায়ের 'সালাম'-অনুচ্ছেদের ১ম পরিচ্ছেদের ১ম হাদীছ *(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/৪৬২৮)*।

হাদীছটির পটভূমিতে বলা হয়েছে, এক ব্যক্তি এক বালকের গালে চপেটাঘাত করল। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) তাকে এভাবে গালে চপেটাঘাত করতে নিষেধ করলেন এবং বললেন, خَلَقَ اللهُ اٰدَمَ عَلَى صُوْرَتِهِ 'নিশ্চয়ই আল্লাহ তা'আলা আদমকে তার আকৃতিতে সৃষ্টি করেছেন'। এ বাক্য প্রয়োগের মাধ্যমে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) মূলতঃ মানুষের মুখমণ্ডলের মর্যাদা নির্দেশ করেছেন এবং মানবদেহের মর্যাদাপূর্ণ এই অঙ্গে আঘাত করতে নিষেধ করেছেন। বাকী থাকে হাদীছাংশে উল্লেখিত সর্বনাম (صورته)-এর প্রত্যাবর্তন স্থল কোন দিকে? এর জবাবে মুহাদ্দিছগণের মধ্যে মতবিরোধ থাকলেও হাদীছটির পটভূমির আলোকে এর প্রকৃত অর্থ হবে, নিশ্চয়ই আল্লাহ আদমকে তার (বালকটির) আকৃতিতে সৃষ্টি করেছেন *(মিরক্বাত ৬/৪৬ পৃঃ)*।

প্রশ্নঃ (২/২৫৭)ঃ ছালাতে কিংবা ছালাতের বাইরে হাই উঠলে করণীয় কি? 'লা-হাওলা ওয়ালা-কুওয়াতা ইল্লা বিল্লাহ' বলা যাবে কি?

-মামূনুর রশীদ
বাঁকড়া, চারঘাট
রাজশাহী।

উত্তরঃ যেকোন অবস্থায় হাই উঠলে যথাসম্ভব তা হাত দ্বারা প্রতিহত করার চেষ্টা করতে হবে। কেননা হাদীছে এসেছে, আল্লাহ পাক হাঁচিকে পসন্দ করেন এবং হাই তোলাকে অপসন্দ করেন।... আর হাই তোলা শয়তানের কাজ। সুতরাং তোমাদের কারো হাই আসলে যথাসম্ভব তা প্রতিহত করার চেষ্টা করা উচিৎ। কেননা যখন কেউ হাই তুলে, তখন শয়তান তা দেখে হাসতে থাকে' *(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/৪৭৩২ 'হাঁচি দেওয়া ও হাই তোলা' অনুচ্ছেদ)*। হাই উঠলে উক্ত দো'আ পড়ার কোন হাদীছ পাওয়া যায় না। *(দ্রঃ ফৎহুল বারী হা/৬২২৬-এর ব্যাখ্যা; বুখারী 'আদব' অধ্যায়)*।

প্রশ্নঃ (৩/২৫৮)ঃ আমার প্রবাসী বড় ছেলে বিদেশে বসেই দু'টি ছাগল আল্লাহ্‌র রাস্তায় ছেড়ে দেওয়ার মানত করেছে। এখন কোন্ পদ্ধতিতে দু'টি ছাগল ছেড়ে দিলে শরী'আত মোতাবেক মানত আদায় হবে জানিয়ে বাধিত করবেন।

-আব্দুল বারিক ভুঁইয়া
একলারামপুর, দাউদকান্দি
কুমিল্লা।

উত্তরঃ মানতের বর্ণিত পদ্ধতি শরী'আত সম্মত নয়; বরং তা কোন মাদরাসায় বা ইয়াতীম খানায় অথবা দরিদ্র লোকদের খাওয়ানোর নিয়তে মানত করাই ঠিক ছিল। তবে যেহেতু মানত করে ফেলেছে এবং তা ভুল পদ্ধতি হয়েছে, সেহেতু তাকে কাফফারা দিতে হবে। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, মানতকারীর পক্ষে যদি মানত পূরণ করা সম্ভব না হয়, তাহ'লে তাকে কাফফারা দিতে হবে। আর মানতের কাফফারা হ'ল শপথের কাফফারা *(মুসলিম, মিশকাত হা/৩৪২৯)*। শপথের কাফফারা সম্পর্কে আল্লাহ বলেন, 'তোমরা দশজন দরিদ্রকে খাদ্য প্রদান করবে; মধ্যম শ্রেণীর খাদ্য, যা তোমরা স্বীয় পরিবারকে দিয়ে থাক অথবা তাদেরকে বস্ত্র প্রদান করবে অথবা একজন ক্রীতদাস কিংবা দাসী আযাদ করে দিবে। যে ব্যক্তি সামর্থ্য রাখে না, সে তিন দিন ছিয়াম পালন করবে। এটা তোমাদের শপথের কাফফারা, যখন তোমরা শপথ করবে' *(মায়েদাহ ৮৯)*।

প্রশ্নঃ (৪/২৫৯)ঃ আমি যথারীতি পাঁচ ওয়াক্ত ছালাত আদায় করি, জনকল্যাণ মূলক কাজও করি। আমার জানা মতে, কারো প্রতি অন্যায় করি না। তথাপিও আমার উপর নানা রকম বালা-মুছীবত আসে।

-নেছার আলী
দক্ষিণ দনিয়া, নয়াপাড়া
ডেমরা, ঢাকা-১২৩১।

উত্তরঃ মুমিন ব্যক্তিগণ সর্বদা আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে নানা পরীক্ষার সম্মুখীন হন। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এরশাদ করেন, আল্লাহ যার মঙ্গল চান, তাকে বিপদগ্রস্ত করেন' *(বুখারী, ১০/৯৪ পৃঃ)*। অন্যত্র এসেছে, মুসলমান যেসব দুঃখ-কষ্ট, রোগ-ব্যাধি, দুশ্চিন্তা ও সংকটে পড়ে, এমনকি পায়ে যে কাঁটা বিদ্ধ হয়, এগুলি সব তার গোনাহের কাফফারা হিসাবে আল্লাহ গ্রহণ করেন' *(বুখারী ৮৪৩ পৃঃ; মুসলিম হা/২৫৭১)*। অন্য হাদীছ রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এরশাদ করেন, মুমিন নারী-পুরুষ এবং তাদের সন্তানদের জীবনে ও ধন-সম্পদে সর্বদা বিপদাপদ হ'তেই থাকে। অতঃপর সে আল্লাহ্‌র সাথে এমন অবস্থায় সাক্ষাৎ করবে যে, তার উপর কোন গোনাহ থাকবে না' *(তিরমিযী হা/২৪০১)*।

কাজেই মুমিন জীবনের নানা বিপদ-আপদকে তার জন্য মঙ্গল মনে করা উচিৎ এবং আল্লাহ্‌র সিদ্ধান্তে ছবর করা উচিত।

প্রশ্নঃ (৫/২৬০)ঃ জানাযার ছালাতে ছানা পড়া যায় কি?

-ইদরীস বিন হযরত আলী
বাঁশদহা, সাতক্ষীরা।

উত্তরঃ জানাযার ছালাতে ছানা পড়ার কোন দলীল নেই। তাকবীরে তাহরীমার পর আউযুবিল্লাহ ও বিসমিল্লাহ সহ সূরা ফাতিহা এবং অন্য একটি সূরা পড়তে হয়। ত্বালহা ইবনে আবদুল্লাহ ইবনে আওফ বলেন, আমি আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাঃ)-এর পিছনে জানাযার ছালাত আদায় করেছি। তিনি সূরা ফাতিহা সরবে পড়লেন এবং বললেন, আমি এজন্য এটা পড়লাম যাতে তোমরা জান যে, এটি পড়া সুন্নাত' *(বুখারী, মিশকাত হা/১৬৫৪, 'লাশের অনুগমন ও জানাযার ছালাত' অনুচ্ছেদ)*। আনাস, ইবনু ওমর, ইবনু আব্বাস (রাঃ) প্রমুখ ছাহাবী জানাযার সকল তাকবীরেই হাত উঠাতেন। অতঃপর আউযুবিল্লাহ বিসমিল্লাহ সহ সূরায়ে ফাতিহা ও অন্য একটি সূরা পড়তেন *(বুখারী তা'লীক্ব ১/১৭৮ পৃঃ; নাসাঈ হা/১৯৮৯; ছহীহ নাসাঈ হা/১৮৭৮; নায়লুল আওত্বার ৫/৬৭-৭১ পৃঃ; ছালাতুর রাসূল পৃঃ ১১৬)*।

প্রশ্নঃ (৬/২৬১)ঃ জনৈক আলেমের নিকট থেকে শুনলাম, 'মালাকুল মঊত' হযরত মূসা (আঃ)-এর জান কবয করতে আসলে তিনি তাঁকে থাপপড় মেরে একটি চোখ কানা করে দেন। এ ঘটনা কি সত্য?

-আবদুছ ছবুর
চান্দা, সোনাবাড়িয়া
কলারোয়া, সাতক্ষীরা।

উত্তরঃ ঘটনাটি সত্য। আবূ হুরায়রা (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, তিনি বলেন, মৃত্যুর ফেরেশতাকে মূসা (আঃ)-এর নিকট পাঠানো হ'ল। ফেরেশতা তাঁর নিকট আগমন করলে তিনি (মূসা) তাকে থাপপড় মারলেন এবং চক্ষু কানা করে দিলেন। ফেরেশতা স্বীয় প্রভুর নিকট গিয়ে বললেন, আপনি আমাকে এমন এক লোকের কাছে পাঠিয়েছেন, যে মরতে চায় না। তখন আল্লাহ তার দৃষ্টিশক্তি ফিরিয়ে দিলেন এবং বললেন, আবার তার কাছে গিয়ে একটি ষাঁড়ের উপর হাত রাখতে বল। তার হাত পশুর যতটুকু জায়গার উপর পড়বে ততটুকু জায়গার প্রতিটি পশমের পরিবর্তে তাকে এক বছর করে আয়ু দান করা হবে। (একথা তাঁকে জানানো হ'লে) তিনি জিজ্ঞেস করলেন, হে আমার প্রভু! তারপর কি হবে? জবাবে আল্লাহ তা'আলা বললেন, তারপর মৃত্যু। একথা শুনে তিনি বললেন, তাহ'লে এখনই তা হোক। অবশ্য তিনি বায়তুল মুক্বাদ্দাস থেকে একটি পাথর নিক্ষেপের দূরত্ব পর্যন্ত পৌঁছে যাবার সময় প্রার্থনা করলেন। আবূ হুরায়রা (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, এ সময় আমি যদি বায়তুল মুক্বাদ্দাসের পবিত্র এলাকায় থাকতাম তবে পথের পাশে বালুর লাল টিবির কাছে মূসার কবর তোমাদেরকে দেখাতাম' *(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/৫৭১৩ 'ক্বিয়ামতের অবস্থা' অধ্যায়)*।

প্রশ্নঃ (৭/২৬২)ঃ ফরয ছালাতে কাতারের ভিতর পিলার রেখে দু'পাশে দাঁড়ালে ছালাত হবে কি-না?

-মুহাম্মাদ সানাউল হক
বি,বি,এ, ২য় বর্ষ
ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়, কুষ্টিয়া।

উত্তরঃ কাতার সোজা করা এবং কাঁধে কাঁধ ও পায়ে পা মিলানোই হ'ল ছালাতের সঠিক পদ্ধতি। আনাস (রাঃ) বলেন, আমাদের মধ্য থেকে একজন একে অপরের কাঁধে কাঁধ ও পায়ে পা মিলিয়ে দিতেন। ছাহাবী নু'মান বিন বাশীর (রাঃ)ও অনুরূপ বলেন। যার ভিত্তিতে ইমাম বুখারী (রহঃ) 'ছালাতের কাতারে কাঁধে কাঁধ ও পায়ে পা মিলানো' শিরোনামে অধ্যায় রচনা করেছেন। এখানে পা মিলানো অর্থ পায়ের সাথে পা এমনভাবে লাগিয়ে দেওয়া, যাতে মাঝে কোনরূপ ফাঁক না থাকে এবং কাতারও সোজা হয়। বুখারীর অপর বর্ণনায় পরিষ্কারভাবে এসেছে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, 'তোমরা ভালভাবে মিলাও ও ফাঁক বন্ধ কর' *(বুখারী, ফৎহুল বারী ২/২৪৭ পৃঃ, 'কাঁধে কাঁধ ও পায়ে পা মিলানো' অনুচ্ছেদ; আবূদাঊদ, নাসাঈ হা/১০৮৭, ১১০২; ছালাতুর রাসূল পৃঃ ৮৮-৮৯)*।

উপরোল্লেখিত দলীল সমূহ দ্বারা স্পষ্টভাবে প্রমাণিত হয় যে, কাতারে ফাঁক রাখা শরী'আত বিরোধী আমল। কাজেই কাতারের ভিতর পিলার রেখে না দাঁড়িয়ে পিলারের আগে বা পিছে কাতার করে দাঁড়াতে হবে। একান্ত অসুবিধা থাকলে সেটি ভিন্ন কথা।

প্রশ্নঃ (৮/২৬৩)ঃ মাগরিবের সময় প্রথম কাতারে স্থান গ্রহণ করার জন্য মুছল্লীগণ বসে থাকেন। অনেকের ধারণা আছর ও মাগরিবের মাঝে কোন ছালাত নেই। আশে-পাশে, সামনে-পিছনে সবাই বসে থাকে। আমি দুই রাক'আত সুন্নাত ছালাত আদায় করতে ইচ্ছুক। কিন্তু সবাই বসে থাকার কারণে সুন্নাত পড়তে বা দাঁড়িয়ে থাকতে খারাপ লাগে। আবার এক্বামতের কিছু পূর্বে গেলেও পিছন কাতারে দাঁড়াতে হয়। এমতাবস্থায় আমার করণীয় কি?

-মুহাম্মাদ বদরুদ্দীন
রাজশাহী মহানগরী।

উত্তরঃ ইবাদত একমাত্র আল্লাহ্র উদ্দেশ্যেই হ'তে হবে। মানুষের নিকট তা খারাপ লাগুক বা ভাল লাগুক তাতে কিছু যায় আসে না। রাসূল (ছাঃ) বলেন, 'যখন তোমাদের কেউ মসজিদে প্রবেশ করে, তখন সে যেন বসার পূর্বে দু'রাক'আত ছালাত আদায় করে' *(মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা/৭০৪ 'মসজিদ সমূহ' অনুচ্ছেদ)*।

অন্য একটি হাদীছে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, 'তোমরা মাগরিবের ছালাতের পূর্বে দু'রাক'আত ছালাত আদায় কর। তোমরা মাগরিবের ছালাতের পূর্বে দু'রাক'আত ছালাত আদায় কর। তৃতীয়বারে তিনি বললেন, যার ইচ্ছা হয়' *(মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা/১১৬৫, 'সুন্নাত সমূহ ও তার ফযীলত' অনুচ্ছেদ)*।

অন্য এক বর্ণনায় রয়েছে 'মাগরিবের পূর্বে দু'রাক'আত সুন্নাত পড়' *(আবূদাঊদ হা/১২৮১; রিয়াযুছ ছালেহীন ৪৫৪ পৃঃ;*

'মাগরিবের পূর্বে ও পরে সুন্নাত ছালাত' অধ্যায়)।

প্রকাশ থাকে যে, আছরের পরে কোন ছালাত নেই একথা ঠিক। তবে দু'রাক'আত তাহিইয়াতুল মসজিদ, জানাযা ও ক্বাযা ইত্যাদি কারণ বিশিষ্ট ছালাত আদায় করা এ হুকুমের অন্তর্ভুক্ত নয় *(ফিক্বহুস সুন্নাহ ১/৮২; ছালাতুর রাসূল (ছাঃ) পৃঃ ২৯)*।

প্রশ্নঃ (৯/২৬৪)ঃ অর্থের প্রয়োজন হেতু কোন ব্যক্তি কারো কাছে নির্দিষ্ট পরিমাণ অর্থের বিনিময়ে নির্দিষ্ট পরিমাণ জমি এ শর্তে বন্ধক রাখে যে, যতদিন সে উক্ত অর্থ পরিশোধ করতে না পারবে ততদিন ঋণদাতা উক্ত জমির ফসল ভোগ করবে। এ ধরনের নিয়ম কি শরী'আত সম্মত?

-আবদুর রশীদ
কাকডাঙ্গা, সাতক্ষীরা।

উত্তরঃ ঋণদাতা ঋণের বিনিময়ে কোন কিছু যামানত রাখুক বা নাই রাখুক উভয় অবস্থায়ই সে ঋণদাতা সাব্যস্ত হবে। আর ঋণের বিনিময়ে অতিরিক্ত কিছু গ্রহণ করাই সূদ এবং হারাম।

হযরত আনাস (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, রাসূল (ছাঃ) বলেন, 'যখন কেউ কাউকে ঋণ দিবে, তখন হাদিয়া স্বরূপ তার নিকট থেকে যেন কিছু গ্রহণ না করে' *(বুখারী স্বীয় তারীখে হাদীছটি বর্ণনা করেন, ফাতাওয়া ছানাঈয়াহ ২/১৭৭ পৃঃ)*।

হযরত আবূ বুরদা (রাঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, একবার আমি মদীনায় এলে আবদুল্লাহ ইবনে সালামের সাথে আমার সাক্ষাৎ ঘটে। তিনি বললেন, তুমি এমন একটা জায়গায় বসবাস করছ, যেখানে সূদপ্রথা ব্যাপকভাবে চালু রয়েছে। সুতরাং কোন লোকের নিকট যদি তোমার কোন প্রাপ্য থাকে আর সে তোমাকে যদি ঘাস, যব কিংবা তৃণের আঁটিও উপঢৌকন হিসাবে প্রদান করে, তবে তুমি তা গ্রহণ কর না। কেননা এটাও সূদের নামান্তর' *(বুখারী ১/৫৩৮ পৃঃ; 'মানাক্বিবে আবদুল্লাহ ইবনে সালাম' অনুচ্ছেদ)*।

হযরত আবূ হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেন, 'বন্ধক রাখা জন্তুর প্রতি খরচের বিনিময়ে আরোহণ করা এবং দুধ পান করা যায়। আর যে জন্তুর প্রতি আরোহণ করা হয় এবং যার দুধ পান করা হয় তার প্রতি খরচ করতে হবে' *(বুখারী, বুলূগুল মারাম হা/৮৪৭)*। ইমাম আহমাদ ও ইসহাক্ব প্রমুখ বিদ্বান বলেন, বন্ধক গ্রহীতা বন্ধকী পশু হ'তে তার খরচ পরিমাণে আরোহণ ও দুধপান দ্বারা উপকার নিতে পারবে। এ দু'টি ক্ষেত্র ব্যতীত অন্য কোন ক্ষেত্রে উপকার নিতে পারবে না *(বুখারী, বুলূগুল মারাম হা/৮৪৭-এর ব্যাখ্যা 'ঋণ ও বন্ধক' অনুচ্ছেদ)*।

আবূ হুরায়রা (রাঃ)-এর হাদীছটি خلاف قياس হওয়ার কারণে মুষ্টিমেয় বিদ্বান ব্যতীত সকল বিদ্বান বন্ধকী বস্তু ভোগ করা হারাম হওয়ার পক্ষে মত ব্যক্ত করেছেন। তবে এ দু'টি ক্ষেত্র অর্থাৎ বন্ধক রাখা জন্তুর প্রতি খরচার বিনিময়ে আরোহণ করা এবং উহার দুধ পান করা ব্যতীত অন্য সকল ক্ষেত্রে বন্ধকী বস্তু ভোগ করা হারাম হওয়ার পক্ষে সকল বিদ্বান একমত। আর এ দু'টি জায়েযের কারণ হচ্ছে- খাদ্য না দিলে জন্তু মারা যাবে। কিন্তু জমি এবং অন্যান্য জিনিষ নষ্ট হওয়ার আশংকা নেই। বরং জমিতে আবাদ না করলে জমি আরো উর্বর হবে *(ফাতাওয়া ছালাঈয়া, ঐ)*।

প্রশ্নঃ (১০/২৬৫)ঃ ছালাতের মধ্যে সূরা ফাতিহা পাঠের পর অন্য সূরা পাঠ করতে যদি ভুলে যায় বা আয়াত ছাড়া পড়ে যায়, এমতাবস্থায় সেই সূরার পরিবর্তে অন্য সূরা পড়বে?, না সহো সিজদা দিবে?

-আমীনুল ইসলাম
কমরগ্রাম, বানিয়াপাড়া
জয়পুরহাট।

উত্তরঃ ছালাত আদায় হওয়ার জন্য সূরা ফাতেহাই যথেষ্ট। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এরশাদ করেন, 'ঐ ব্যক্তির ছালাত সিদ্ধ নয়, যে ব্যক্তি সূরা ফাতিহা পাঠ করে না' *(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/৮২২, 'ছালাতে ক্বিরাআত' অনুচ্ছেদ)*। জনৈক ব্যক্তিকে ছালাতের প্রশিক্ষণ দিতে গিয়ে রাসূল (ছাঃ) এরশাদ করেন, '...অতঃপর তুমি সূরা ফাতিহা পড়বে এবং যেটুকু আল্লাহ ইচ্ছা করেন কুরআন থেকে পাঠ করবে' *(ছহীহ আবূদাঊদ হা/৭৬৫, 'রূকূ-সিজদায় যে ব্যক্তি পিঠ সোজা রাখে না' অনুচ্ছেদ)*।

অতএব সূরা ফাতিহা পাঠ শেষে অন্য সূরার কিছু অংশ পড়ার পর ভুল হয়ে গেলে সে অবস্থাতেই রুকূতে যেতে পারবে। অথবা অন্য সূরাও পড়তে পারবে। এক্ষেত্রে সহো সিজদার কোন প্রয়োজন নেই। অনুরূপভাবে ভুলের সংশোধনী মনে করে খাছ করে সূরা ইখলাছ পাঠ করার কোন দলীল নেই।

প্রশ্নঃ (১১/২৬৬)ঃ আমরা জেনে আসছি যে, পবিত্র কুরআনের আয়াত সংখ্যা ৬৬৬৬। কিন্তু আমি নিজে হিসাব করে দেখলাম ৬২৩৬টি। কোনটি সঠিক? কিভাবে ৬৬৬৬ আয়াত গণনা করা হয়েছে'?

-মুহসিন আলম
ইসমাঈলপুর
বাগমারা, রাজশাহী।

উত্তরঃ ইবনু কাছীর (রহঃ) বলেন, কুরআনের আয়াত সংখ্যা ৬০০০ হওয়ার ব্যাপারে সকলে একমত। এর বেশী সম্পর্কে বিদ্বান গণের মধ্যে ইখতিলাফ রয়েছে। যেমন- 'কেউ এর চাইতে বেশী বলেননি। অতঃপর মতভেদকৃত অন্যান্য সংখ্যাগুলি নিম্নরূপঃ ৬২০৪, ৬২১৪, ৬২১৯, ৬২২৫, ৬২২৬, ৬২৩৬' *(তাফসীরে ইবনে কাছীর ১/৭ পৃঃ; তাফসীরে কুরতুবী ১/৬৪-৬৫)*। প্রশ্নে বর্ণিত সংখ্যাটি বিশ্বস্ত কোন তাফসীরে পাওয়া যায় না।

প্রশ্নঃ (১২/২৬৭)ঃ কেউ কাদিয়ানী হ'লে তাকে মুসলমান বানানোর পদ্ধতি কি? ছহীহ দলীলের আলোকে জবাবদানে বাধিত করবেন।

-আবুল বাশার
বাগাডাঙ্গা, হঠাৎগঞ্জ
কলারোয়া, সাতক্ষীরা।

উত্তরঃ কাদিয়ানীরা নিঃসন্দেহে অমুসলিম। তারা ভারতের পূর্ব পাঞ্জাবের গোলাম আহমাদ কাদিয়ানীকে নবী বলে দাবী করে। হযরত মুহাম্মাদ (ছাঃ)-কে তারা শেষনবী বলে স্বীকার করে না। এ আক্বীদা পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছের বিরোধী। আল্লাহ বলেন, 'মুহাম্মাদ আল্লাহ্র রাসূল ও শেষ নবী' *(আহযাব ৪০)*। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, 'আমি ও নবীদের তুলনা একটি প্রাসাদের ন্যায়, যা সুন্দরভাবে তৈরী করা হয়েছে। কিন্তু একটি ইটের স্থান বাকী রাখা হয়েছে।... অতঃপর আমি সেই ইটের স্থানটি পূর্ণ করেছি। আমাকে দিয়েই প্রাসাদ নির্মাণ শেষ করা হয়েছে এবং আমাকে দিয়েই রাসূলদের সিলসিলা সমাপ্ত করা হয়েছে'। অন্য বর্ণনায় এসেছে, 'আমিই সেই ইট এবং আমি নবীদের সমাপ্তকারী' *(মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা/৫৭৪৫ 'রাসূলদের নেতার মর্যাদা সমূহ' অনুচ্ছেদ)*। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর নিকটে এসে লোকেরা বায়'আত ও কালেমায়ে শাহাদাত পাঠের মাধ্যমে ইসলাম গ্রহণ করতেন। নবীর ওয়ারিছ হিসাবে দ্বীনদার মুত্তাক্বী আলেমদের নিকটে একইভাবে এসে লোকেরা ইসলাম গ্রহণ করতে পারে *(মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মুসলিম, মিশকাত হা/১৭, ১৮, ২৮ 'ঈমান' অধ্যায়; আবুদাঊদ প্রভৃতি, মিশকাত হা/২১২ 'ঈল্ম' অধ্যায়)*।

প্রশ্নঃ (১৩/২৬৮)ঃ এক পাউণ্ড সুতা নগদ ৬০ টাকায় ক্রয় করা যায়। কিন্তু বাকীতে কিনলে ৬১ টাকা লাগে। এরূপ ক্রয়-বিক্রয় জায়েয হবে কি?

-ওয়াহীদুযযামান ভূঁইয়া
পাঁচদোনা, নরসিংদী।

উত্তরঃ ক্রেতা-বিক্রেতা উভয়ে যদি বিষয়টি খোলাখুলিভাবে আলোচনা করে নেয় এবং উভয়ে সন্তুষ্ট থাকে, তাহ'লে বাকী ক্রয়-বিক্রয়ে এরূপ দামের কমবেশী হ'লে ব্যবসা বৈধ হবে *(তুহফাতুল আহওয়াযী শরহ জামে তিরমিযী ৪/৩৫৮ পৃঃ; নায়লুল আওত্বার ৫/১৫২ পৃঃ; আত-তাহরীক আগষ্ট '৯৮, ৫৩ পৃঃ দ্রঃ)*।

প্রশ্নঃ (১৪/২৬৯)ঃ অনেকেই ভেমটে সাপ (এক ধরনের সাপ যা বৃষ্টির সময় স্থলভাগে অধিক পরিমাণে দেখা যায়, যা মানুষকে সাধারণত দংশন করে না) মারতে নিষেধ করেন। এটা কি সঠিক? দলীল ভিত্তিক জবাবদানে বাধিত করবেন।

-মানিক ও সেলিম
বাসুদেবপুর, গোদাগাড়ী
রাজশাহী।

উত্তরঃ রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) সব ধরনের সাপ মারার নির্দেশ দিয়েছেন। আব্দুল্লাহ ইবনে মাস'ঊদ (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এরশাদ করেন, সব ধরনের সাপকেই তোমরা মেরে ফেল...। যে ব্যক্তি উহার আক্রমণ ও পুনরাক্রমণকে ভয় করে ওদেরকে ছেড়ে দেয়, সে আমার দলভুক্ত নয়' *(ছহীহ আবুদাঊদ, হা/৪৩৭০-৭২, মিশকাত, হা/৪২৪২ 'শিকার' অধ্যায়)*।

প্রশ্নঃ (১৫/২৭০)ঃ গোবর জিনদের খাদ্য হওয়ায় তা দ্বারা ইস্তিঞ্জা করতে নিষেধ করা হয়েছে। এক্ষণে প্রশ্ন- উক্ত গোবর হ'তে তৈরী শলা বা নুন্দা দ্বারা রান্না-বান্না করা যাবে কি?

-আব্দুল ওয়ারেছ
প্রধান মাওলানা, দরদী উচ্চ বিদ্যালয়
হারাগাছ, রংপুর।

উত্তরঃ রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) গোবর, কয়লা ও হাড় দ্বারা ইস্তিঞ্জা করতে নিষেধ করেছেন। কেননা সেগুলি জিনদের খাদ্য *(মুসলিম, মিশকাত হা/৩৩৭; তিরমিযী, ইবনু মাজাহ, মিশকাত হা/৩৪৭, ৩৫০ ও ৩৭৫, সনদ ছহীহ)*। মুসলিম-এর বর্ণনায় গোবরকে জিনদের পশুদের খাদ্য হিসাবে বলা হয়েছে *(তানক্বীহ শারহু মিশকাত ১/৬৯)*। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) ওগুলিকে ইস্তিঞ্জা ব্যতীত রান্না-বান্না ইত্যাদি কাজে ব্যবহার করতে নিষেধ করেননি। সুতরাং তা দ্বারা রান্না-বান্না করা যায়বে। অনুরূপভাবে গোবর-মাটি মিশিয়ে ঘর লেপন করলে সেখানে ছালাত আদায় করা জায়েয আছে।

প্রশ্নঃ (১৬/২৭১)ঃ জমি, গাড়ী-বাড়ী, স্বর্ণালংকার প্রভৃতি বিক্রয় করে হজ্জ করা যাবে কি?

-যাকির হোসাইন আযাদী
বি,এ, অনার্স, ২য় বর্ষ
ইসলামের ইতিহাস বিভাগ
সাতক্ষীরা সরকারী কলেজ, সাতক্ষীরা।

উত্তরঃ মহান আল্লাহ বলেন, 'কা'বা গৃহের হজ্জ করা হ'ল মানুষের উপর আল্লাহ্র প্রাপ্য, যে লোকের সামর্থ্য রয়েছে ঐ পর্যন্ত পৌঁছার' *(আলে ইমরান ৯৭)*।

আয়াতে বর্ণিত 'সাবীল' (سبيل) শব্দটির অর্থ সম্পর্কে রাসূল (ছাঃ)-কে জিজ্ঞেস করা হ'লে তিনি বললেন, الزاد والراحلة '(পারিবারিক খরচের অতিরিক্ত) পাথেয় এবং যানবাহন' *(ছহীহ ইবনু মাজাহ হা/২৩৪১, শারহুস সুন্নাহ হা/১৮৪৭, মিশকাত হা/২৫২৬, ২৫২৭ 'মানাসিক' অধ্যায়)*। উল্লেখিত আয়াত এবং হাদীছের মাধ্যমে বুঝা যায় যে, সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির হাতে সাংসারিক প্রয়োজনের অতিরিক্ত এ পরিমাণ অর্থ থাকতে হবে, যদ্বারা সে কা'বা গৃহ পর্যন্ত যাতায়াত ও সেখানে অবস্থানের ব্যয়ভার বহন করতে সক্ষম হয়। এছাড়া গৃহে প্রত্যাবর্তন পর্যন্ত পরিবার-পরিজনের ভরণ-পোষণের ব্যবস্থা থাকতে হবে *(দ্রঃ বুলূগুল মারাম হা/৬৯৭-৯৮-এর ভাষ্য*

'হজ্জ' অধ্যায়। ভাষ্যকার ছফিউর রহমান মুবারকপুরী)। আর জমি-জায়গা, গাড়ী-বাড়ী, স্বর্ণালংকার সব কিছুই ধন-সম্পদের মধ্যে গণ্য। অতএব জমি, গাড়ী-বাড়ি, স্বর্ণালংকার প্রভৃতি যদি পরিবার-পরিজনের মৌলিক চাহিদা অন্ন-বস্ত্র-বাসস্থান তথা ভরণ-পোষণের অতিরিক্ত হয়, তাহ'লে তা বিক্রয় করে হজ্জ পালন করা কর্তব্য।

প্রশ্নঃ (১৭/২৭২)ঃ বাসর রাতে অনেক সময় স্বামী স্ত্রীর হাতে কিছু টাকা দিয়ে মোহরানা মাফ করিয়ে নিতে চায়। স্ত্রী না বুঝে বা স্বেচ্ছায় তা মাফ করে দেয়। এ পদ্ধতি শরী'আত সম্মত কি-না।

-মুসাম্মাৎ হালীমা বেগম
কাজী ভিলা, কালীগঞ্জ
দেবীগঞ্জ, পঞ্চগড়।

উত্তরঃ এটি একটি ঘৃণিত কৌশল বৈ কিছুই নয়। আল্লাহ তা'আলা স্বামীর উপরে মোহরানা ফরয করে দিয়েছেন *(নিসা ৪)* স্ত্রীদেরকে হালাল করার জন্য। সুতরাং তা বিবাহ সম্পাদনের সাথে সাথে পরিশোধ করে দিতে হবে। আর বাকী রাখাটা জায়েয আছে, তবে দ্রুত তা পরিশোধ করার চেষ্টা করতে হবে। যদি স্বামী পরিশোধ না করতে পারে এবং স্ত্রীর নিকটে ক্ষমা চায় তাহ'লে স্ত্রী ক্ষমা করতে পারে। কুট-কৌশলের আশ্রয় নিলে গোনাহগার হবে।

প্রশ্নঃ (১৮/২৭৩)ঃ আমাদের প্রিয়নবী হযরত মুহাম্মাদ (ছাঃ)-এর পিতা-মাতা জান্নাতে যাবেন কি?

-আতাউর রহমান
বড়কুড়া, কামারখন্দ, সিরাজগঞ্জ।

উত্তরঃ হযরত আনাস (রাঃ) হ'তে বর্ণিত তিনি বলেন, জনৈক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর নিকটে আরয করল, হে আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ)! আমার পিতা কোথায়? রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বললেন, তোমার পিতা জাহান্নামে। একথা শ্রবণ করে লোকটি দুঃখিত হয়ে ফিরে যাচ্ছিল, তখন রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) তাকে সান্ত্বনা দেওয়ার জন্য বললেন, আমার পিতা এবং তোমার পিতা উভয়েই জাহান্নামী *(আবুদাঊদ পৃঃ ৬৪৯; ছহীহ আবুদাঊদ হা/৩৯৪৯ 'সুন্নাহ' অধ্যায় 'মুশরিকদের সন্তান-সন্ততি' অনুচ্ছেদ)*।

হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ) বলেন, একবার রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) মা আমেনার কবর দেখতে গেলেন। তখন তিনি নিজেও কাঁদলেন এবং তাঁর সাথীগণও কাঁদলেন। অতঃপর তিনি বললেন, আমি আমার প্রতিপালকের নিকট মায়ের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করার অনুমতি চেয়েছিলাম; কিন্তু তিনি আমাকে অনুমতি দেননি। অতঃপর তাঁর কবর যিয়ারতের অনুমতি চাইলে তিনি অনুমতি দেন। অতএব তোমরা কবর যিয়ারত কর। কেননা তা মৃত্যুকে স্মরণ করিয়ে দেয়' *(মুসলিম, মিশকাত ১৫৪ পৃঃ হা/১৭৬৩ 'কবর যিয়ারত' অনুচ্ছেদ)*।

উপরোল্লেখিত হাদীছদ্বয় থেকে বুঝা যায় যে, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর পিতা-মাতা জান্নাতী হবেন না।

প্রশ্নঃ (১৯/২৭৪)ঃ মৃত অবস্থায় সন্তান জন্ম নিলে তাকে নাভী কেটে, না-কি নাভী সহ দাফন করতে হবে? পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছের আলোকে জওয়াব দানে বাধিত করবেন।

-মুহাম্মাদ সিনহাবুল ইসলাম
১নং লালবাগ, দিনাজপুর।

উত্তরঃ মৃত অবস্থায় সন্তান জন্মগ্রহণ করলে তার নাভী না কেটে উক্ত অবস্থাতেই দাফন-কাফন করাই শরী'আত সম্মত।

মু'আয ইবনে জাবাল (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এরশাদ করেন, আল্লাহ্র কসম, একটি মৃত প্রসবিত সন্তানও তার মাকে আপন নাভী-লতা দ্বারা জান্নাতের দিকে টেনে নিয়ে যাবে- যদি তার মা (ছবর করে এবং) ছওয়াবের আশা রাখে' *(ছহীহ ইবনু মাজাহ ২/৪৬ পৃঃ 'মৃতের জন্য রোদন' অধ্যায়, মিশকাত হা/১৭৫৪; পৃঃ ১৫৩)*।

প্রশ্নঃ (২০/২৭৫)ঃ নৌকায় বসে আউয়াল ওয়াক্তে ছালাত আদায় না করে এক/দেড় ঘন্টা পরে মসজিদে দাঁড়িয়ে ছালাত আদায় করাই উত্তম। জনৈক তাবলীগ জামা'আতের আমীরের এই বক্তব্য অনুসারে আমি বিলম্বে মসজিদে ছালাত আদায় করেছি। কাজটি কতটুকু শরী'আত সম্মত হয়েছে?

-মুহাম্মাদ আতাউর রহমান
সন্ন্যাসবাড়ী, বান্দাইখাড়া, নওগাঁ।

উত্তরঃ উল্লেখিত বক্তব্যটি সঠিক নয়। ছালাতের ওয়াক্ত হয়ে গেলে মসজিদ, যানবাহন বা নৌকা, যে যেখানে থাকবে ছালাত আদায় করে নিবে। নৌকাতে ছালাত আদায়ের পদ্ধতি হচ্ছে, কিবলামুখী হয়ে দাঁড়িয়ে ছালাত শুরু করা। তবে নৌকা ডুবে যাওয়ার আংশকা থাকলে বা দাঁড়াতে অক্ষম হ'লে বসে ছালাত আদায় করা যাবে *(দ্রঃ ছালাতুর রাসূল (ছাঃ) পৃঃ ৮৬)*।

আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ) রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-কে নৌকায় ছালাত আদায়ের পদ্ধতি সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলে তিনি বলেন, 'নৌকা ডুবে যাওয়ার আশংকা না থাকলে দাঁড়িয়ে ছালাত আদায় করবে' *(দারাকুত্বনী; হাকেম বুখারী ও মুসলিমের শর্তানুযায়ী মায়মূন বিন মেহরান হ'তে বর্ণনা করেছেন। নায়ল ৩/১৯৯)*। অতএব নৌকায় অবস্থানকালীন সময় ছালাতের ওয়াক্ত হয়ে গেলে ছালাত আদায় করে নিতে হবে, বিলম্ব করা ঠিক নয়।

প্রশ্নঃ (২১/২৭৬)ঃ যে সকল মুসলমান নিয়মিত ছালাত আদায় করে না, তাদের সাথে আত্মীয়তা করার শারঈ বিধান কি?

-মুহাম্মাদ মকবূল হোসায়েন
সখীপুর, টাংগাইল।

উত্তরঃ ক্বিয়ামতের দিন সর্বপ্রথম মুমিন বান্দার ছালাতের

হিসাব নেওয়া হবে। ছালাতের হিসাব সুষ্ঠু হ'লে বাকী আমল সমূহের হিসাব সুষ্ঠু হবে। অন্যথায় সব অনর্থক হয়ে যাবে *(সিলসিলা ছহীহা হা/১৩৫৮; ছহীহুল জামে' আছ-ছাগীর হা/২৫৭৩; ছহীহ আত-তারগীব ওয়াত তারহীব হা/৩৬৯)*। ইচ্ছাকৃতভাবে ছালাত পরিত্যাগকারীকে হাদীছে কাফের বলা হয়েছে' *(মুসলিম, মিশকাত, হা/৫৬৯; নাসাঈ, ইবনু মাজাহ, মিশকাত হা/৫৭৪; ইবনু মাজাহ, মিশকাত হা/৫৮০, সনদ ছহীহ, ছালাত অধ্যায়)*।

তবে এ প্রকারের কাফের কালেমায়ে শাহাদাত অস্বীকারকারী কাফেরের ন্যায় চিরস্থায়ী জাহান্নামী হবে না; বরং শাস্তি ভোগের পর কালিমায়ে শাহাদত ও নবী করীম (ছাঃ)-এর শাফা'আতের বরকতে কোন এক পর্যায়ে জান্নাতে প্রবেশ করবে' *(মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা/৫৫৭৩ শাফা'আত অধ্যায়; দ্রঃ ছালাতুর রাসূল (ছাঃ) পৃঃ ১৯)*।

উল্লেখিত হাদীছ সমূহ দ্বারা প্রতীয়মান হয় যে, ছালাত পরিত্যাগকারীদের সাথে আত্মীয়তা করা উচিত নয়।

প্রশ্নঃ (২২/২৭৭)ঃ জামা'আত চলাকালে ইমামকে যে অবস্থায় পাওয়া যায় সে অবস্থায় জামা'আতে শামিল হ'তে হবে, না ছুটে যাওয়া রাক'আত বাদ দিয়ে পরবর্তী রাক'আতে শামিল হ'তে হবে? জেহরী ছালাতের ১ম রাক'আত ছুটে গেলে পরবর্তীতে সে রাক'আত আদায়ের সময় ক্বিরাআত সরবে পড়তে হবে, না নিরবে? বিস্তারিত জানিয়ে বাধিত করবেন।

-মুহাম্মাদ আনীসুর রহমান
রহমতপুর (ফেরুসা)
দীঘিরহাট, গোবিন্দগঞ্জ, গাইবান্ধা।

উত্তরঃ ছালাতে ইমামকে যে অবস্থায় পাওয়া যাবে সেই অবস্থায় জামা'আতে শরীক হ'তে হবে। দ্বিতীয় রাক'আতের জন্য দাঁড়িয়ে থাকা শরী'আত সম্মত নয়। রাসূল (ছাঃ) এরশাদ করেন, 'যখন ছালাতের এক্বামত দেওয়া হয়, তখন তোমরা দৌড়ে যেয়োনা; বরং স্বাভাবিক ভাবে হেঁটে যাও। স্থিরতা অবলম্বন করা একান্ত আবশ্যক। অতঃপর তোমরা জামা'আতে যতটুকু পাবে ততটুকু আদায় কর এবং ছুটে যাওয়া ছালাত পূর্ণ কর' *(বুখারী)*। মুসলিম শরীফের এক বর্ণনায় এসেছে, 'তোমাদের কেউ যখন ছালাতের জন্য মসজিদে যায়, তখন সে ছালাতের মধ্যেই থাকে। অর্থাৎ সে জামা'আতের নেকী পাবে' *(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/৬৮৬; 'আযান দেরীতে দেওয়া' অনুচ্ছেদ)*। সুতরাং ইমামকে যে অবস্থায় পাবে সেই অবস্থায় জামা'আতে শরীক হ'তে হবে।

জেহরী ছালাতের ১ম বা ২য় রাক'আত ছুটে গেলে পরবর্তীতে দাঁড়িয়ে শুধু সূরা ফাতিহা নিরবে পড়বে যাতে অন্যের ছালাতে অসুবিধা না হয়। যদি মুক্তাদী ইমাম হয় তাহ'লে ছুটে যাওয়া রাক'আত সরবে পড়বে' *(আল-ফিকহুল ইসলামী ওয়া আদিল্লাতুহু ২/১৫৮-৬৮ পৃঃ)*।

প্রশ্নঃ (২৩/২৭৮)ঃ দাঁড়িয়ে ছালাত আদায় করতে সক্ষম ব্যক্তি বসে ছালাত আদায় করলে তার ছালাত আদায় শরী'আত সম্মত হবে কি?

-ডাঃ মুহাম্মাদ শাহাদত হোসায়েন
ও
মুহাম্মাদ ইসরাঈল হোসায়েন
আলাইপুর, বাঘা, রাজশাহী।

উত্তরঃ সক্ষম ব্যক্তির জন্য দাঁড়িয়ে ছালাত আদায় করাই শরী'আত সম্মত। কিন্তু সে যদি বসে ছালাত আদায় করে তাহ'লে তার ছালাত আদায় হয়ে যাবে। তবে নেকী অর্ধেক পাবে। ইমরান বিন হুছায়েন (রাঃ) বসা ব্যক্তির ছালাত সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-কে জিজ্ঞেস করলে তিনি বললেন, 'দাঁড়িয়ে ছালাত আদায় করলে সেটি হবে উত্তম। যে ব্যক্তি বসে ছালাত আদায় করবে, সে দাঁড়িয়ে ছালাত আদায়কারীর অর্ধেক নেকী পাবে। তেমনি শুয়ে ছালাত আদায়কারী ব্যক্তি বসে ছালাত আদায়কারীর অর্ধেক নেকী পাবে' *(বুখারী, মিশকাত হা/১২৪৯; মুসলিম, মিশকাত হা/১২৫২)*।

প্রশ্নঃ (২৪/২৭৯)ঃ আমরা স্বামী-স্ত্রী উভয়ই শারীরিক অসুস্থতার কারণে অপবিত্রাবস্থায় ফজরের ছালাত আদায় করি। এ ক্ষেত্রে আমার স্ত্রীর বক্তব্য ছিল যে, রোগ বৃদ্ধি নয়, বরং মৃত্যুর আশংকা থাকলে অপবিত্রাবস্থায় ছালাত আদায় করা জায়েয হবে। কোন কথাটি সঠিক?

-আখতারুয্যামান বিন আকবর হোসায়েন
জাঙ্গালিয়া, মাদারগঞ্জ, জামালপুর।

উত্তরঃ শারীরিক অসুস্থতার কারণে বা রোগ বৃদ্ধির আশংকায় অপবিত্রাবস্থায় তায়াম্মুম করে ছালাত আদায় করাই শরী'আত সম্মত। এ মর্মে একাধিক ছহীহ হাদীছ রয়েছে। আমর ইবনুল 'আছ (রাঃ) বলেন, 'যাতুস সালাসিল' যুদ্ধে শীতের রাতে আমার স্বপ্নদোষ হয়েছিল। শারীরিক অসুস্থতার আশংকায় গোসল না করে তায়াম্মুম করে সাথীদের নিয়ে ফজরের ছালাত আদায় করলাম। পরে সাথীরা রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর নিকটে এই ঘটনা বর্ণনা করলে আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ) বললেন, তুমি কি অপবিত্রাবস্থায় তোমার সাথীদের নিয়ে ছালাত আদায় করেছ? তখন আমি গোসল না করার কারণ ব্যাখ্যা করলাম এবং বললাম আল্লাহ বলেছেন, 'তোমরা নিজেদেরকে ধ্বংসের সম্মুখীন কর না' *(বাক্বারাহ ১৯৫)*। তখন রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) হাঁসলেন এবং চুপ থাকলেন *(ছহীহ আবূদাঊদ হা/৩৩৪, 'ঠাণ্ডা লাগার ভয় থাকলে অপবিত্র ব্যক্তি কি করবে' অনুচ্ছেদ)*।

আহত ব্যক্তিও গোসল না করে তায়াম্মুম করে ছালাত আদায় করতে পারবে *(ছহীহ আবূদাঊদ হা/৩৩৬, ৩৩৭, 'আহত ব্যক্তির তায়াম্মুম করা' অনুচ্ছেদ)*।

সুতরাং প্রশ্নে উল্লেখিত ব্যক্তির শারীরিক অসুস্থতা বা রোগ বৃদ্ধির আশংকা থাকলে তায়াম্মুম করে ছালাত আদায় করতে পারবে। শুধু মৃত্যুর আশংকায় তায়াম্মুম করে ছালাত

আদায় করতে হবে এমনটি নয়।

প্রশ্নঃ (২৫/২৮০)ঃ বিবাহিত পুরুষ বা মহিলা ব্যভিচার করলে পাথর মেরে হত্যা করাই শারঈ বিধান। আমাদের দেশের বিচার ব্যবস্থায় যেহেতু তা করা হয় না, সেহেতু ঐ অপরাধে অপরাধী নারী-পুরুষের পরবর্তী জীবনের নেক আমলসমূহ আল্লাহ্‌র দরবারে কবুল হবে কি?

-মুহাম্মাদ আশরাফুল ইসলাম
কেশরহাট, মোহনপুর, রাজশাহী।

উত্তরঃ আমাদের দেশে যেহেতু ইসলামী আইন ও বিচার ব্যবস্থা নেই, সেহেতু ইসলামী বিধি-বিধান প্রয়োগ করা সম্ভবপর নয়। এমতাবস্থায় কারো দ্বারা কোন পাপকার্য সংঘটিত হয়ে গেলে তাতে অনুতপ্ত হয়ে 'ভবিষ্যতে এরূপ কার্য করবে না এই মর্মে আল্লাহ্‌র নিকট খালেছ তওবা ও ক্ষমা প্রার্থনা করতে হবে'। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এরশাদ করেন, 'মুসলমান কোন পাপ করে (অনুতপ্ত হয়ে) উত্তমরূপে ওযু করে দু'রাক'আত ছালাত আদায় করে আল্লাহ্‌র নিকটে ক্ষমা প্রার্থনা করলে আল্লাহ তাকে ক্ষমা করে দেন'। অতঃপর তিনি নিম্নের আয়াতটি তেলাওয়াত করলেন,

وَالَّذِيْنَ إِذَا فَعَلُوْا فَاحِشَةً أَوْ ظَلَمُوْا أَنْفُسَهُمْ ذَكَرُوا اللّٰهَ فَاسْتَغْفَرُوْالِذُنُوْبِهِمْ وَمَنْ يَّغْفِرُ الذُّنُوْبَ إِلاَّ اللّٰهُ وَلَمْ يُصِرُّوْا عَلَى مَافَعَلُوْاوَهُمْ يَعْلَمُوْنَ- أُولئِكَ جَزَاؤُهُمْ مَّغْفِرَةٌ مِّنْ رَّبِّهِمْ وَ جَنّٰتٌ تَجْرِىْ مِنْ تَحْتِهَاالْأَنْهَارُ خَالِدِيْنَ فِيْهَا، وَنِعْمَ أَجْرُ الْعَامِلِيْنَ-

'তারা কখনও কোন অশ্লীল কাজ করে ফেললে কিংবা কোন মন্দ কাজে জড়িত হয়ে নিজের উপর যুলুম করে ফেললে আল্লাহ্‌কে স্মরণ করে এবং নিজের পাপের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করে। আল্লাহ ছাড়া আর কে পাপ ক্ষমা করবেন? তারা নিজেদের কৃতকর্মের জন্য হঠকারিতা প্রদর্শন করে না এবং জেনে-শুনে বারবার করতে থাকে না'। তাদেরই জন্য প্রতিদান হ'ল তাদের পালনকর্তার ক্ষমা ও জান্নাত, যার তলদেশে প্রবাহিত হচ্ছে প্রস্রবণ, যেখানে তারা থাকবে অনন্তকাল। যারা সৎকর্ম করে তাদের জন্য কতইনা চমৎকার প্রতিদান' *(আলে ইমরান ১৩৫-৩৬; ছহীহ আবূদাঊদ হা/১৩৪৬)*।

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এরশাদ করেন, যে ব্যক্তি এই দো'আটি পড়বে

اَسْتَغْفِرُ اللّٰهَ الَّذِيْ لاَ إِلٰهَ إِلاَّ هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّوْمُ وَأَتُوْبُ إِلَيْهِ،

অর্থঃ 'আমি মহান আল্লাহ্‌র নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করছি, যিনি ব্যতীত কোন (হক) মা'বূদ নেই। তিনি চিরঞ্জীব ও সবাকছুর ধারক। আর আমি তাঁরই নিকটে ফিরে যাচ্ছি বা তওবা করছি'। আল্লাহ তাকে ক্ষমা করে দিবেন যদিও সে যুদ্ধ ক্ষেত্র থেকে পলায়নকারী হয়' *(ছহীহ আবূদাঊদ হা/১৩৪৩; ছহীহ তিরমিযী হা/২৮৩১; মিশকাত হা/২৩৫৩, 'ইস্তেগফার ও তওবা' অনুচ্ছেদ)*। এর সাথে সাইয়েদুল ইস্তেগফার দো'আটিও যোগ করা ভাল। =দ্রঃ ছালাতুর রাসূল (ছাঃ) পৃঃ ১৩৫-১৩৬, ১৪২)।

প্রশ্নঃ (২৬/২৮১)ঃ অন্তঃসত্ত্বা মহিলাকে তালাক দেওয়া যাবে কি? বিস্তারিত জানিয়ে বাধিত করবেন।

-মুহাম্মাদ ওমর ফারূক
বৈদ্য জামতৈল, কামারখন্দ
সিরাজগঞ্জ।

উত্তরঃ গর্ভাবস্থায় তালাক দেওয়া যাবে *(মুসলিম, ছহীহ ইবনু মাজাহ হা/১৬৫৬; ছহীহ আবূ দাউদ হা/২১৮১, অধ্যায়, 'তালাকের সুন্নতী পদ্ধতি' অনুচ্ছেদ)*। আল্লাহ তা'আলা গর্ভাবস্থাকে তিন ইদ্দতের সমান গণ্য করেছেন। কাজেই তিন মাসে তিন তালাক প্রদানের পর স্ত্রীকে ফেরত নেওয়ার কোন সুযোগ নেই, যতক্ষণ না কেউ স্বেচ্ছায় বিবাহ এবং স্বেচ্ছায় তালাক প্রদান করে *(বাক্বারাহ ২৩০; ছহীহ আবূ দাউদ হা/২১৯৫)*। উল্লেখ্য যে, গর্ভবতীদের ইদ্দত হচ্ছে সন্তান প্রসব হওয়া পর্যন্ত *(তালাক্ব ৪)*।

প্রশ্নঃ (২৭/২৮২)ঃ আমি স্বপ্নে একটি পাথর থেকে প্রচুর আলো বিচ্ছুরিত হয়ে পার্শ্ববর্তী এলাকা আলোকিত হ'তে দেখলাম। এরপর পাথরটি একটি ছেলে হাতে নিলে আলোটা অনেকটা নিষ্প্রভ হয়ে যায়। অতঃপর আমি সেটা হাতে নিয়ে তিনবার আল্লাহু আকবর বলে ফুঁক দিলে তা আগের মত আলো ছড়াতে থাকে। এই স্বপ্নটি ভাল না খারাপ? স্বপ্ন সম্পর্কে কুরআন-হাদীছের নির্দেশ জানিয়ে বাধিত করবেন।

-আলমগীর হুসাইন
পিতাঃ ইমামুদ্দীন মণ্ডল
বাড়ীগ্রাম, হাটগাঙ্গোপাড়া,
বাঘমারা, রাজশাহী।

উত্তরঃ স্বপ্নটি ভাল। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, 'নেক স্বপ্ন আল্লাহর পক্ষ থেকে হয় এবং বিভ্রান্তিমূলক স্বপ্ন শয়তানের পক্ষ থেকে হয়। অতএব যখন তোমাদের কেউ এমন কোন স্বপ্ন দেখবে যা তার নিকটে ভাল লাগবে, তখন সে যেন তা স্বীয় প্রিয় ব্যক্তি ছাড়া অন্যের নিকটে না বলে। আর যদি সে স্বপ্নে এমন কিছু দেখে যা সে অপসন্দ করে, তখন সে যেন তা কারো নিকটে না বলে; বরং তার বাম দিকে তিনবার থুক মেরে বিতাড়িত শয়তান হতে আল্লাহ্‌র আশ্রয় প্রার্থনা করে। সাথে সাথে সে ঐ জিনিস থেকেও আল্লাহ্‌র আশ্রয় প্রার্থনা করবে, যা সে দেখেছে। তাহ'লে তা তার কোন ক্ষতি করতে পারবে না। অতঃপর পার্শ্ব পরিবর্তন করে শয়ন করবে' *(মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মুসলিম, মিশকাত হা/৪৬১২-১৩ 'স্বপ্ন' অধ্যায়)*।

সুতরাং ভাল স্বপ্ন দেখলে আল-হামদুলিল্লাহ এবং খারাপ স্বপ্ন দেখলে আউযুবিল্লাহি মিনাশ শাইত্বানির রজীম বলবে

(রিয়াযুছ ছালেহীন, হা/৮৪১, ৪২, ৪৩, পৃঃ ৩৭১-৭২, 'ভাল স্বপ্ন' অধ্যায়)।

প্রশ্নঃ (২৮/২৮৩)ঃ পাকা দাড়ি ও পাকা চুল উঠানো যাবে কি? পাকা চুল নূরের আলো কি?

-রফীকুল ইসলাম
বোহাইল, বগুড়া।

উত্তরঃ পাকা চুল ও দাড়ি উঠানো যাবে না। এতদুভয়কে নূরের আলো বলা হয়নি। তবে পাকা চুল ক্বিয়ামতের দিন মুমিনের জন্য জ্যোতি হবে বলে হাদীছে উল্লেখ আছে। আমর ইবনু শু'আইব (রাঃ) স্বীয় পিতার মধ্যস্থতায় তাঁর দাদা হ'তে বর্ণনা করেন, নবী করীম (ছাঃ) বলেন, 'তোমরা পাকা চুল তুলে ফেলো না। কেননা পাকা চুল হচ্ছে মুসলমানের জ্যোতি। কোন মুসলমানের একটি চুল পেকে গেলে আল্লাহ তার জন্য একটি নেকী লিখেন, একটি মর্যাদা বৃদ্ধি করেন এবং তার একটি পাপ মোচন করেন' *(নাসাঈ, মিশকাত হা/৪৪৫৮ 'সনদ হাসান')*। অন্য বর্ণনায় আছে, 'পাকা চুল মুসলমানদের জন্য ক্বিয়ামতের দিন নূর হবে' *(তিরমিযী, নায়ল ১/১৩২ পৃঃ, 'পাকা চুল তুলে ফেলা অপসন্দনীয়' অনুচ্ছেদ, মিশকাত হা/৪৪৫৯ 'পোষাক' অধ্যায় 'চুল আঁচড়ানো' অনুচ্ছেদ)*।

প্রশ্নঃ (২৯/২৮৪)ঃ জমির আইল ঠেলার পরিণতি কি? দলীল ভিত্তিক জবাবদানে বাধিত করবেন।

-সাঈদুর রহমান
বড়পলাশী, গোদাগাড়ী, রাজশাহী।

উত্তরঃ অন্যায়ভাবে জমির আইল ঠেলা কবীরা গোনাহ। আয়েশা (রাঃ) বলেন, হে আবু সালামা! জমি জবর দখল হ'তে বিরত থাক। (কেননা) নবী করীম (ছাঃ) বলেন, 'যে ব্যক্তি এক বিঘত পরিমাণ জমি জবর দখল করবে, ক্বিয়ামতের দিন সাতটি যমীন তার গলায় বেড়ী পরিয়ে দেওয়া হবে' *(মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা/২৯৩৮ 'ব্যবসার' অধ্যায় 'জমি জবর দখল' অনুচ্ছেদ)*।

প্রশ্নঃ (৩০/২৮৫)ঃ আপন ছোট চাচার আপন ফুফাত শালীকে বিবাহ করা জায়েয কি?

-শামসুর রহমান ঢালী
দক্ষিণ কুশখালী, সাতক্ষীরা।

উত্তরঃ বর্ণিত মহিলাকে বিবাহ করা বৈধ। সূরা নিসার ২৩ নং আয়াতে যেসব মহিলার সাথে বিবাহ হারাম ঘোষণা করা হয়েছে, উক্ত মহিলা তাদের অন্তর্ভুক্ত নন।

প্রশ্নঃ (৩১/২৮৬)ঃ বিবাহের সাক্ষী শুধু মহিলা হ'লে ক'জন মহিলা প্রয়োজন হবে? কোন সম্ভ্রান্ত শিক্ষিতা মহিলা বিয়ে পড়াতে পারেন কি?

-হালীমা
কাজী ভিলা, কালীগঞ্জ
দেবীগঞ্জ, পঞ্চগড়।

উত্তরঃ শুধুমাত্র মহিলা বিবাহের সাক্ষী হ'তে পারে না। সাক্ষী মূলতঃ দু'জন পুরুষ হবে। দু'জন পুরুষ না থাকলে একজন পুরুষ এবং দু'জন মহিলা হবে *(বাক্বারাহ ২৮২)*।

মহিলারা বিয়ে পড়াতে পারে না। কারণ খুৎবা পড়া ও বিবাহের কাজ সম্পাদন করা মূলতঃ অলীর কাজ। আর মহিলারা অলী হ'তে পারে না এবং 'কোন মহিলা কোন মহিলাকে বিবাহ দিতে পারে না বা নিজেই নিজের বিবাহ দিতে পারে না' *(ইবনু মাজাহ, মিশকাত হা/৩১৩৭; তানক্বীহ শারহু মিশকাত ২/১০)*। অলী হচ্ছেন পিতা, পুত্র, ভ্রাতা, চাচা এবং এভাবে পুরুষ নিকটাত্মীয়গণ। অতঃপর দেশের প্রশাসন *(আবু দাউদ প্রভৃতি, মিশকাত হা/৩১৩১, বিবাহ অধ্যায়, 'অলী' অনুচ্ছেদ, হাদীছ ছহীহ; ফাতাওয়া হাইয়াতু কিবারিল ওলামা ২/৬২৭ পৃঃ)*।

প্রশ্নঃ (৩২/২৮৭)ঃ ৮/১০ জন মহিলা একত্রে হজ্জ করতে গেলে তাদের মাহরামের প্রয়োজন হবে কি?

-ছাকী হুসায়েন
উপ-ব্যবস্থাপক
প্রশাসন, টি,এস,পি, কমপ্লেক্স
উত্তরপতেঙ্গা, চট্টগ্রাম।

উত্তরঃ ৮/১০ জন মহিলা একত্রে হজ্জে গমন করলেও তাদের সাথে মাহরাম থাকা যরূরী। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এরশাদ করেন, একটি দিন ও রাতের সফর মাহরাম পুরুষ ব্যতীত কোন নারী সফরে বের হবে না' *(মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা/২৫১৩, ২৫১৫ 'মানাসিক' অধ্যায়)*।

প্রশ্নঃ (৩৩/২৮৮)ঃ বোনের সতীনের মেয়ের মেয়েকে বিবাহ করা যায় কি? জবাবদানে বাধিত করবেন।

-নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক
পল্লবী, মিরপুর ১২, ঢাকা।

উত্তরঃ বোনের সতীনের মেয়ের মেয়েকে বিবাহ করা যায়। কেননা বোনের সতীন সূরা নিসার ২৩ নং আয়াতে বর্ণিত ঐসব মহিলাদের অন্তর্ভুক্ত নয়, যাদেরকে বিবাহ করা হারাম।

প্রশ্নঃ (৩৪/২৮৯)ঃ একটি বহুল প্রচারিত মাসিক ধর্মীয় ম্যাগাজিনে বলা হয়েছে যে, 'তারাবীহ'-এর ছালাত বিশ রাক'আতই। কম-বেশীর কোন দলীলই নির্ভরযোগ্য নয়। অথচ আমরা আহলেহাদীছরা আট রাক'আত পড়ি। তাহ'লে কি আমাদের ছালাত সঠিক হচ্ছে না?

-নাজমুল হাসান
বাঁশদহা, সাতক্ষীরা।

উত্তরঃ রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) রামাযান মাসে ৮ রাক'আতের বেশী 'রাতের' ছালাত (তারাবীহ) আদায় করেননি এবং ওমর (রাঃ) ৮ রাক'আতের বেশী 'তারাবীহ' চালু করেননি *(বুখারী ১/১৫৪ পৃঃ; মুসলিম ১/২৫৪ পৃঃ, আবু দাউদ ১/১৮৯ পৃঃ; নাসাঈ ১/২৪৮ পৃঃ; তিরমিযী ১/৯৯ পৃঃ; ইবনু মাজাহ ১/৯৭-৯৮ পৃঃ; মিশকাত পৃঃ ১১৫; বঙ্গানুবাদ বুখারী আধুনিক প্রকাশনী ১/৪৭০ পৃঃ ও ২/২৬০ পৃঃ; আরো দেখুনঃ ছালাতুর রাসূল (ছাঃ) পৃঃ ৯৯-১০৩)*।

বিশ রাক'আত তারাবীহ-এর প্রমাণে হাদীছটি জাল *(ইরওয়া ২/৪৪৫ পৃঃ)*। ভারত বিখ্যাত হানাফী মনীষী আনওয়ার শাহ কাশ্মীরী বলেন, বিশ রাক'আত সম্পর্কে যত হাদীছ এসেছে, তার সবগুলিই যঈফ *(আরফুশ শাযী, 'তারাবীহ' অধ্যায়, পৃঃ ৩০৯)*। হিদায়ার ভাষ্যকার ইবনুল হুমাম হানাফী বলেন, ২০ রাক'আতের হাদীছ যঈফ এবং ছহীহ হাদীছের বিরোধী *(ফাৎহুল ক্বাদীর ১/২০৫ পৃঃ)*। আল্লামা যায়লাঈ হানাফী বলেন, বিশ রাক'আতের হাদীছ যঈফ এবং আয়েশা (রাঃ) বর্ণিত ছহীহ হাদীছের বিরোধী *(নাছবুর রায়াহ ২/১৫৩ পৃঃ)*। আব্দুল হক মুহাদ্দিছ দেহলভী হানাফী বলেন, রাসূল (ছাঃ) থেকে বিশ রাক'আত তারাবীহ প্রমাণিত নয়, যেমন তা বাজারে প্রচলিত আছে। এছাড়া ইবনু আবী শায়বা বর্ণিত বিশ রাক'আতের হাদীছ যঈফ এবং ছহীহ হাদীছের বিরোধী *(ফাতহু সিরারিল মান্নান লিতারীদি মাযহাবিন নু'মান, পৃঃ ৩২৭)*। দেওবন্দ মাদ্‌রাসার প্রতিষ্ঠাতা মাওলানা ক্বাসিম নানুতুবী বলেন, বিতর সহ ১১ রাক'আত তারাবীহ রাসূল (ছাঃ) থেকে প্রমাণিত যা বিশ রাক'আতের চাইতে জোরদার *(ফুয়ূযে ক্বাসিমিয়াহ, পৃঃ ১৮)*। তাবলীগ জামা'আতের বিশিষ্ট নেতা মাওলানা যাকারিয়া বলেন, বিশ রাক'আতের হাদীছ রাসূল (ছাঃ) থেকে প্রমাণিত নয় *(আওজাযুল মাসালিক শরহে মুওয়াত্ত্বা ইমাম মালেক ১/৩৯৭ পৃঃ)*। মোল্লা আলী ক্বারী হানাফী বলেন, ১১ রাক'আত তারাবীহ সঠিক' *(মিরক্বাত ১/১৭৫ পৃঃ)*। হানাফী ফিক্বহ 'কানযুদ দাক্বায়িক্ব'-এর টীকাকার আহসান নানুতুবী বলেন, নবী করীম (ছাঃ) বিশ রাক'আত তারাবীহ পড়েননি, বরং আট রাক'আত পড়েছেন *(হাশিয়া কানযুদ দাক্বায়িক্ব, পৃঃ ৩৬)*।

প্রশ্নঃ (৩৫/২৯০)ঃ পুকুরের বদ্ধ পানিতে মাছের খাদ্য হিসাবে মল-মূত্র প্রভৃতি নিক্ষেপের পর ঐ পানি দ্বারা ওযূ-গোসল করা যাবে কি?

-মুহাম্মাদ আব্দুল বাকী
বৃ-কুষ্টিয়া, বগুড়া।

উত্তরঃ পানির পরিমাণ যদি 'কুল্লাতায়েন' (قلتين) বা ২২৭ কেজি-এর বেশী হয় এবং তাতে অপবিত্র বস্তু পতিত হওয়ার পরেও যদি পানির রং স্বাদ ও গন্ধের কোন পরিবর্তন না হয়, তাহ'লে সেই পানি দ্বারা ওযূ-গোসল তথা পবিত্রতা অর্জন করা যাবে' *(তিরমিযী, আবুদাঊদ, মিশকাত পৃঃ ৫১ হা/৪৭১ 'পানি' অনুচ্ছেদ; ইবনু মাজাহ, আবুদাঊদ, বুলূগুল মারাম 'ত্বাহারৎ' অধ্যায় হা/৩-৪ ও তার টীকা দ্রষ্টব্য; ভাষ্যকার মুবারকপুরী)*।

তবে বদ্ধ পানিতে মল-মূত্র নিক্ষেপ করা শরী'আত সম্মত নয়। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এরশাদ করেন, তোমাদের কেউ যেন অপবিত্র অবস্থায় বদ্ধ পানিতে গোসল না করে। বরং পানি উঠিয়ে ব্যবহার করে' এবং কেউ যেন বদ্ধ পানিতে প্রস্রাব না করে' *(মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মুসলিম, মিশকাত পৃঃ ৫০; হা/৪৭৪ 'পানি' অনুচ্ছেদ)*।

রাজশাহী মেন্টাল হেল্‌থ ক্লিনিক

মানসিক রোগ ও মাদকাসক্তি নিরাময় কেন্দ্র

সেবা সমূহ ঃ

➤ যে কোন মানসিক রোগ চিকিৎসা
➤ মাদকাসক্তি নিরাময়
➤ সাইকোথেরাপি
➤ বিহেভিয়ার থেরাপি
➤ শিশু-কিশোর আচরণগত সমস্যা

৮০৫।